পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 8 Monday, 8 December, 2025 ✻ ৩১ বর্ষ, ৮ সংখ্যা ✻ ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, সোমবার, ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

‘চাইলে অনেক কিছু করতে পারতাম’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বরঃ অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় সেনা চাইলে আরও অনেক কিছুই করতে পারত। কিন্তু তারা সংযত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। রবিবার একটি সরকারি অনুষ্ঠানে গিয়ে এ কথা বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। সদ্য কাজ শেষ হওয়া ১২৫টি পরিকাঠামোমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন রাজনাথ। সেই অনুষ্ঠান থেকে রাজনাথ জানান, অপারেশন সিঁদুর অভিযানের সময় সেনাবাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন এবং সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে যে সমন্বয় দেখা গিয়েছিল, তা অভূতপূর্ব। এই সমন্বয়ই ভারতের পরিচিতি বলেও মন্তব্য করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এর পরেই রাজনাথ বলেন, ‘‘আমরা চাইলে আরও অনেক কিছুই করতে পারতাম। আমাদের বাহিনী শুধু বীরত্বই দেখায়নি, সংযমও দেখিয়েছে। যা প্রয়োজন ছিল, তা-ই করেছে।’’ রাজনাথ জানান, সীমান্ত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা মজবুত হওয়ার কারণেই সফল হয়েছিল অপারেশন সিঁদুর। ভাল রাস্তাঘাটের কারণেই সীমান্তে তৎক্ষণাৎ সমস্ত রকমের ‘লজিস্টিক সাপোর্ট’ দিয়ে বাহিনীকে সাহায্য করা সম্ভব হয়েছিল অপারেশনের সময়। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘‘শুধু

রাস্তাঘাটই নয়, রিয়েল-টাইল যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্যাটেলাইট সহায়তারও সুবিধা রয়েছে। সীমান্তে মোতায়েন থাকা সেনাদের কাছে প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি সেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ। তাই যোগাযোগ ব্যবস্থাই হল তাঁদের নিরাপত্তার মেরুদণ্ড।’’ রাজনাথের সংযোজন, ‘‘যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শুধু পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হিসাবে দেখা উচিত নয়। এটা অনেক বড় বিষয়। সমাজে শান্তি এবং সম্প্রীতি রক্ষার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়ন ভীষণ ভাবে জরুরি।’’ প্রসঙ্গত, চলতি বছরের গত ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিহানায় ২৬ জনের প্রাণ গিয়েছিল। ওই ঘটনার পরেই পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে মোট ন’টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা। এই অভিযানের নামই অপারেশন সিঁদুর। ভারতীয় সেনার এই অভিযানের পরেই ভারতে হামলা চালায় পাক সেনা। ভারতীয় সেনাও প্রত্যাঘাত করে। প্রায় তিন দিন ধরে সীমান্তে এই টানাপড়েনের পর সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় দু’দেশ। এখনও সেই অবস্থাই জারি রয়েছে।

ভোটের প্রাক্কালে রাজনীতির ‘ধর্মযুদ্ধ’, গীতাপাঠের মঞ্চে রাজ্যপালও

‘হিন্দি রাষ্ট্রীয় ভাষা, ইংরেজি দাই মা’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বরঃ তিনি এলেন। ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের মঞ্চে দাঁড়িয়ে হিন্দিকে তিনি বললেন রাষ্ট্রভাষা। তাঁর

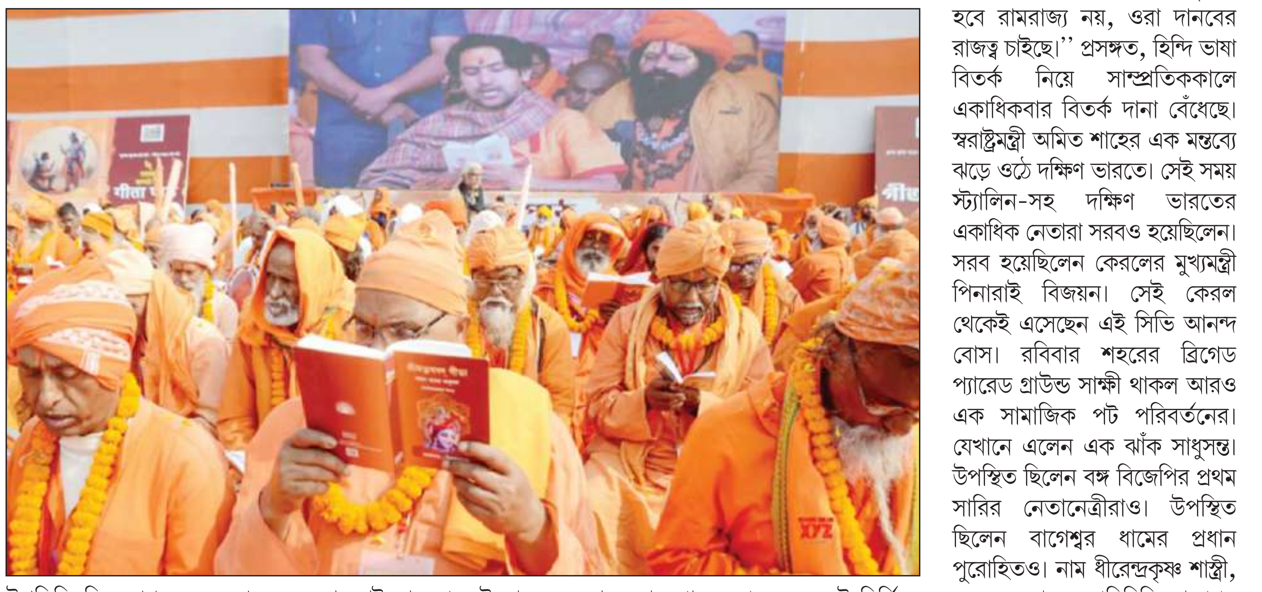

উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলল তৃণমূল-সিপিএম। সঙ্গে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা বলার জন্য রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তোপও দাগলেন তৃণমূল নেতারা। তবে এদিন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাজ্যপালের মুখে শোনা গেল গীতা থেকে মহাভারতের কথা। শোনা গেল মুর্শিদাবাদ প্রসঙ্গ। ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে চড়ালেন সুর। তা নিয়েও পুরোদমে তৈরি হল বিতর্ক। বক্তব্য রাখতে উঠে শুরুতেই বললেন, ‘‘আমি হিন্দিতে কথা বলার চেষ্টা করব। ভুল হলে ক্ষমা করবেন। হিন্দি আমাদের রাষ্ট্র ভাষা। রাষ্ট্র ভাষা মা হয়। ইংরেজি দাই মা। দাই মা কখনওই মায়ের মতো হয় না।’’ এরপরই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘‘আমি রাম, বিষ্ণু, মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করব।’’ টেনে আনেন মুর্শিদাবাদের প্রসঙ্গ। বলেন, ‘‘কাল আমরা মুর্শিদাবাদে কিছু দেখেছি।’’ এরপরেই বলেন, ‘‘আমি বলছি পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।’’ যদিও রাজ্যপালকে ‘মিথ্যাবাদী, প্রতারক’ বলছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। তাঁর সাফ কথা, রাজ্যপালের পদ সাংবিধানিক পদ। রাজ্যপালের পদে বসে এই নির্লিজ্জ মিথ্যাচার করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের সংবিধানে কোনও রাষ্ট্রভাষা বলে শব্দ নেই। সংবিধানে ভারতবর্ষে প্রতিটা ভাষার সমান অধিকার রয়েছে। যাঁরা রাষ্ট্রভাষা বলে হিন্দীকে চাপিয়ে দিতে চায় তাঁরা হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের দালাল। রাজ্যপালও তাই। হিন্দি-ইংরাজি এখানে অফিসিয়াল কমিউনিকেশন ল্যাঙ্গুয়েজ। এরপরই আক্রমণের ধার আরও বাড়িয়ে বললেন, ‘‘রাজ্যপাল আসলে একজন মিথ্যাবাদী, প্রতারক। উনি যখন জ্ঞানের বাণী দেন তখন বুঝতে হবে রামরাজ্য নয়, ওরা দানবের রাজত্ব চাইছে।’’ প্রসঙ্গত, হিন্দি ভাষা বিতর্ক নিয়ে সাম্প্রতিককালে একাধিকবার বিতর্ক দানা বেঁধেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এক মন্তব্যে ঝড়ে ওঠে দক্ষিণ ভারতে। সেই সময় স্ট্যালিন-সহ দক্ষিণ ভারতের একাধিক নেতারা সরবও হয়েছিলেন। সরব হয়েছিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। সেই কেরল থেকেই এসেছেন এই সিভি আনন্দ বোস। রবিবার শহরের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড সাক্ষী থাকল আরও এক সামাজিক পট পরিবর্তনের। যেখানে এলেন এক ঝাঁক সাধুসন্ত। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গ বিজেপির প্রথম সারির নেতানেত্রীরাও। উপস্থিত ছিলেন বাগেশ্বর ধামের প্রধান পুরোহিতও। নাম ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী, তবে জনমানসে পরিচিতি বাগেশ্বর ধাম সরকার বলে। রবিবার ব্রিগেডের গীতা পাঠের মঞ্চ থেকে হিন্দু রাষ্ট্রের পক্ষে সওয়াল করলেন তিনি। বার্তা দিলেন বাংলাকে একজোট করার। আবার ইঙ্গিতে তোপ দাগলেন ভরতপুরের নিলম্বিত তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধেও। এদিন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বলেন, ‘‘প্রদেশ যখন এক হয়, তখন দেশ তৈরি হয়। তাই বাংলার হিন্দুদের উদ্দেশে আমার বার্তা, আপনারা যখন এক হবেন তখনই ভারত হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হবে।’’ লোকসভা ভোটের আগে

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ব্রিগেডে আয়োজন করা হয়েছিল এক লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের। দু’বছর পর দোড়গোড়ায় যখন বাংলার বিধানসভা নির্বাচন, ঠিক সেই আবহেই আবার আয়োজিত হল পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ। আয়োজনের দায়িত্বে সেই ‘সনাতন সংস্কৃতি সংসদ’। অবশ্য একাংশের মতে, নেপথ্যে বিজেপির মদত রয়েছে। রবির মঞ্চ থেকে হুমায়ুনের দিকেও ইঙ্গিতে আক্রমণ করেছেন বাগেশ্বর ধাম সরকার। এদিন গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে গিয়ে হুমায়ুনের বাবরি মসজিদ নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সুকান্তর সাফ কথা, ‘‘আমরা গতকাল যা দেখেছি, তাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে হিন্দু ভোটকে ভাগ করা এবং মুসলিম ভোটকে এক করার চক্রান্ত চলছে। যা হচ্ছে তার জন্য দায়ী হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই ধরনের সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বারবর তোল্লা দিয়ে উপরে তুলেছে। একুশের ভোটে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিংহভাগ হিন্দু ভোট দেয়নি। হিন্দুরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করে না।’’ এ দিনের জমায়েতে দুপুরের আগে প্রায় একই সময়ে মাঠে পৌঁছন সুকান্ত মজুমদার ও দিলীপ ঘোষ। কিছু পরে আসেন শুভেন্দু অধিকারী। তবে নির্দিষ্ট প্রথম সারির আসনে তাঁকে দেখা গেল না। বরং মাঠের একেবারে পিছন দিকে, মাটিতে আসন পেতে বসতে দেখা গেল তাঁকে। পাশেই ছিলেন বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা তাপস রায়।

মাথার উপর ভেঙে পড়ল চাঙর! বউবাজারে ফিরল ‘মেট্রো ভয়’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বরঃ বউবাজারের মদন দত্ত লেনে স্মৃতির প্রত্যাবর্তন। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। ১৯ নম্বর দুর্গাপিতুরি লেন, ছয় বছর আগে একের পর এক বাড়িতে ধরে ফাটল। অভিযোগ ওঠে মেট্রোর কাজের জন্য এই পরিস্থিতি। এরপরের পাতাগুলো যেন উল্টে দিয়েছে কোনও ঝোড়ো হাওয়া। রাতারাতি দুর্গাপিতুরি লেন হয়েছে ফাঁকা। পিতৃপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে উঠতে হয়েছে হোটেলে। কোনও এক ‘অভিশাপে’ দুর্গাপিতুরি লেন হয়েছে অমসৃণ। তবে দিনে-দিনে মসৃণ হয়েছে পাতালপথ। এখন সেই দুর্গাপিতুরি লেনের মাটির নীচ দিয়েই প্রতি দশ মিনিটে ছুটে যায় একটা মেট্রো। শুধু মাটির উপরে একা দাঁড়িয়ে থাকে ধ্বসে পড়া, কাঠামোহীন বাড়িগুলি। এবার সেই দুর্গাপিতুরি লেনের ‘ভয়’ ঘিরে ধরেছে বউবাজারের মদন দত্ত লেনের একটি বাড়িকেও। রবিবার ভর দুপুরে ভেঙে পড়েছে চাঙর। অভিযোগের তির সেই মেট্রো দিকে। গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন পাপ্পু সিং নামে এক ব্যক্তি। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িটিরও বেশ বয়স হয়েছে। প্রায় ৬০-৭০ বছর ওই এলাকাতেই ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এটি। রবিবার দুপুর ১টা নাগাদ বাড়ির অন্দরমহল হয়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছিলেন পাপ্পু সিং। সেই সময়ই সিলিংয়ের একটি অংশ থেকে ভেঙে পড়ে চাঙর। মাথায় ও কাঁধে আঘাত পান পাপ্পু। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, মেট্রোর কম্পনের কারণেই এমন ঘটেছে। তাঁরা এও জানিয়েছেন, যখন সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ চলছিল, সেই সময় দীর্ঘদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে হোটেলে ছিলেন তাঁরা। পরবর্তীতে মেট্রো কর্তৃপক্ষের অনুমোদনেই আবার এই বাড়িতে ফিরে আসে পরিবার। সেই সময় বাড়িটিকে ‘ফিট সার্টিফিকেট’ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এরপরেও এমন কাণ্ড। পাপ্পু সিংয়ের পরিবার ছাড়াও ওই বাড়িটিতে আরও ১৫টি পরিবার রয়েছে। এদিন ওই বাড়ির এক বাসিন্দা বলেন, ‘‘যে অংশ থেকে চাঙর ভেঙেছে

সেখানেই তো আমাদের রান্নাঘর। ভয় করছে। যদি গোটা ফ্লোরটাই ভেঙে পড়ে, তখন কী হবে?’’ ঘটনাস্থলে পৌঁছান মেট্রো ইঞ্জিনিয়াররা। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তাঁরা। পাশাপাশি, ঘটনাস্থলে যান বিধায়ক নয়না গঙ্গোপাধ্যায়ও। এদিন তিনি বলেন, ‘‘ওরা বলছে কম্পন হয়। বিশেষজ্ঞরাও তো বলেছিলেন, নীচে মেট্রো চললে উপরে কম্পন হবে। আমি জানি না এখানে এরা (মেট্রো কর্তৃপক্ষ) কী করতে চলেছেন।’’ স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষজ্ঞ তথা অধ্যাপক পার্থপ্রতীম বিশ্বাস বলেন, ‘‘কাঁপুনি হবে ঠিকই। কিন্তু ফিট সার্টিফিকেট দেওয়ার সময় বলা হয়েছিল কাঁপুনির ভূপৃষ্ঠের উপর পর্যন্ত এসে পৌঁছবে না। আবার এটাও মাথায় রাখা প্রয়োজন এই বাড়িগুলি শতাব্দী প্রাচীন। সুতরাং শুধুই মেট্রো নয়, ট্রাক গেলেও কম্পন হবে। আর এটা যদি মেট্রোর কারণেই হয়, তা হলে ওই এলাকার অন্য বাড়িগুলিতেও তার প্রভাব বোঝা যাবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের আরও একটু সতর্ক হওয়া উচিত।’’

বঙ্গে মৃত ভোটার তালিকাতেই চোখ কপালে কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় সামনে এলো অভূতপূর্ব তথ্য। প্রথম দফার সমীক্ষাতেই ৫৪.৬ লাখ ভোটারকে মৃত, ডুপ্লিকেট বা অচিহ্নিত হিসেবে শনাক্ত করেছে নির্বাচন কমিশন। ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হতে চলা ড্রাফ্‌ট রোলে এই বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়তে পারে যা ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক ভুয়ো বা অচল ভোটারের অস্তিত্ব কার্যত ভেঙে দিল বহুদিনের রাজনৈতিক বিবৃতি ও পাল্টা-বিবৃতির ভিত্তি। বিরোধী দলগুলোর বিদেশ করে তৃণমূলের দাবি ছিল এসআইআর প্রক্রিয়া রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন বরাবরই বলে আসছিল ভোটার তালিকা শুদ্ধ করাই উদ্দেশ্য, রাজনীতি নয়। কিন্তু এই পরিসংখ্যান সামনে আসতেই স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে এতদিন তাহলে এই ৫০ লক্ষাধিক ভূতের মতো ভোটার কোথায় ছিল? বা কে তাদের নাম তালিকায় রেখেছিল? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই লক্ষাধিক মৃত ভোটার তালিকা বাংলার ভোট রাজনীতির একটা দীর্ঘদিনের অন্ধকার অধ্যায়কে খোলসা করে দিয়েছে। শহর থেকে গ্রাম প্রায় প্রতিটি জেলারই এসআইআর টিম অভিযোগ পেয়েছে ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে কাউকে না পাওয়া, বা সেই নামের ব্যক্তি বহু বছর আগে মারা গেছেন, অথবা একই

নাম তিন-চারটি ওয়ার্ডে পাওয়া যাচ্ছে। এদেরই বৃহ অংশকে ডেড, ডুপ্লিকেট, আনট্রেসেবল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্র বলছে এত বিপুল সংখ্যক ভোটার একসঙ্গে বাদ পড়া বিরল। দেশের অন্য কোনও রাজ্যে এত উচ্চ শতাংশে মৃত বা ডুপ্লিকেট ভোটার চিহ্নিত হয়নি। কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, ‘‘এটি উদ্বেগজনকও, আবার ইতিবাচকও। উদ্বেগজনক কারণ এতে বোঝা যাচ্ছে কত বছর ধরে তালিকা শুদ্ধ হয়নি। ইতিবাচক কারণ এবার অন্তত প্রকৃত ভোটারদের পরিচয় স্পষ্ট হবে।’’ তবে এখানেই শেষ নয় আরও ২৮ থেকে ৩০ লাখ ভোটারকে ১৬ ডিসেম্বর থেকে ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শুনানির মুখোমুখি হতে হবে। তাদের ঠিকানা, পরিচয়, নথি সবকিছু যাচাই করে তবেই সিদ্ধান্ত হবে তাদের নাম থাকবে নাকি বাদ যাবে। অর্থাৎ, দ্বিতীয় দফার শুদ্ধিকরণ আরও বড় পরিসরের। এই শুনানি পর্যায় নিয়েও রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে। শাসক দল বলছে এটি ভোট কাটছাঁটের অজুহাত, অন্যদিকে বিরোধীরা বলছে এখনই প্রকাশ পাচ্ছে আসল সত্য। তবে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। অনেকেই বলছেন ভোটার তালিকা ঠিক হলে অন্তত তাদের ভোটের মূল্য বাড়বে। ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। ফলে আগামী দু’মাসই বাংলায় সবচেয়ে কঠোর ভোটার যাচাই পর্যায় চলবে। নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের মতে এই পুরো প্রক্রিয়া শেষ হলে বাংলার ভোটার তালিকা বহু বছরের সবচেয়ে পরিষ্কার ও সঠিক হয়ে উঠবে। এই মুহূর্তে রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে বড় ধাক্কা লেগেছে তৃণমূলের বিবৃতিতে। এতদিন তারা দাবি করছিল এসআইআর ভুয়ো ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কিন্তু কমিশনের হাতে ধরা পড়া ৫৪.৬ লাখ সন্দেহজনক ভোটারের সংখ্যা তাদের যুক্তিকে দুর্বল করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ঘোস্ট ভোটার সাম্রাজ্য বহুদিনের অভিযোগ, এবার ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। এতে আগামী নির্বাচনগুলোর ভোটের গাণিতিক চিত্র, বুথ-ভিত্তিক ফলাফল, এমনকি জেতা-হারার বহু বছরের অভ্যাস সবই নতুন করে বদলে যেতে পারে। বাংলার গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ যে নতুন মোড়ের মুখে দাঁড়িয়ে এ নিয়ে আর সন্দেহ নেই।

সংসদে ‘বন্দে মাতরম’ নিয়ে বিশেষ আলোচনা, বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বরঃ লোকসভায় আগামী ৮ ডিসেম্বর ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত করতে চলেছে। এই আলোচনায় জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে পরিচিত এই ঐতিহাসিক গানের নানা গুরুত্বপূর্ণ অথচ কম-পরিচিত দিক আলোকপাত করা হবে বলে সংসদীয় সূত্রে জানা গেছে। সোমবার দুপুর ১২টায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই বিশেষ আলোচনার সূচনা করবেন। আলোচনার শেষ পর্যায়ে বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর। লোকসভায় এই বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্য বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে মোট তিন ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে পুরো সংসদীয় আলোচনার জন্য মোট ১০ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত, কারণ এই আলোচনা পরবর্তী দিন অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভাতেও অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যসভায় এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই দুই কক্ষের আলোচনাই ‘বন্দে মাতরম’-এর ঐতিহ্য, ইতিহাস ও জাতীয় জীবনে তার গুরুত্ব উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আয়োজন করা হয়েছে। লোকসভায় এই আলোচনায় কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকেও একাধিক নেতা

বক্তব্য রাখবেন। কংগ্রেসের মোট আটজন নেতা এই আলোচনায় অংশ নেবেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন লোকসভার ডেপুটি বিরোধী দলনেতা গৌরব গগৈ, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ভদ্রা, দীপেন্দ্র হুডা, বিমোল আকাশজাম, প্রণীতি শিন্ডে, প্রশান্ত পদোলে, চামালা রেড্ডি এবং জ্যোৎস্না মহান্তে। উল্লেখযোগ্যভাবে, সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে ১ ডিসেম্বর এবং চলবে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই অধিবেশনেই ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের ৭ নভেম্বর ভারতের জাতীয় সংগীত ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০তম বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। ‘বন্দে মাতরম’-এর অর্থ-মা, তোমায় প্রণাম। এই অমর গানটি রচনা করেছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রথমবার এই গানটি প্রকাশিত হয়েছিল ৭ নভেম্বর ১৮৭৫ সালে, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদিত সাহিত্যপত্রিকা ‘বঙ্গদর্শন’-এ। পরবর্তী সময়ে, ১৮৮২ সালে প্রকাশিত তাঁর অমর উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’-এ ‘বন্দে মাতরম’ গানটি অন্তর্ভুক্ত করেন বঙ্কিমচন্দ্র। পরে এই গানটি সুরারোপ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কালক্রমে ‘বন্দে মাতরম’ ভারতের সভ্যতা, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক চেতনায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। এর আগে, ৭ নভেম্বর জাতীয় রাজধানীতে ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বছরব্যাপী উদ্‌যাপনের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘‘বন্দে মাতরম’ শুধু একটি শব্দ নয়-এটি একটি মন্ত্র, একটি শক্তি, একটি স্বপ্ন এবং একটি দৃঢ় সংকল্প।’’ তিনি আরও উল্লেখ করেন, এই গান ‘মা ভারতীর প্রতি ভক্তি ও আধ্যাত্মিক সমর্পণ’-এর প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘বন্দে মাতরম’ আমাদের দেশের ইতিহাসের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করে, বর্তমানকে আত্মবিশ্বাসে ভরিয়ে তোলে এবং ভবিষ্যকে এমন সাহসে অনুপ্রাণিত করে, যেখানে কোনও সংকল্পই অসম্ভব নয়, কোনও লক্ষ্যই অধরাই থাকে না।’’

রাতারাতি গড়িয়া থেকে ‘উধাও’ বাসস্ট্যান্ড! চরম দুর্ভোগে যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বরঃ গড়িয়া স্টেশনের ঠিক পাশেই রয়েছে সি-৫ বাসস্ট্যান্ড। প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো এই স্ট্যান্ডটি। সেই বাসস্ট্যান্ডটি এখন ‘উধাও’। মেলার নাম করে দখল করা হয়েছে এই বাসস্ট্যান্ডটি বলে দাবি করেছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। চার দশকেরও বেশি পুরনো এই বাসস্ট্যান্ডকে মেলার নামে ঘিরে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। বর্ষীয়ান বামনেতা সুজন চক্রবর্তী সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন, শাসকদলের মদতে প্রমোটিং চক্র এই জায়গার দখল নিয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের অত্যন্ত পরিচিত এই ল্যান্ডমার্ক আজ কার্যত অচল। বস্তুত, বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন এই সি-৫ বাসস্ট্যান্ড ঘিরে আন্দোলনে নেমেছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একসময় এই এলাকার সাংসদও ছিলেন তিনি। অথচ এখন তাঁর দলেরই একাংশের মদতে বাসস্ট্যান্ডটিকেই ঘিরে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। অনেকের আশঙ্কা, এখানে বহুতল নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে। আর তাতে আঙুল উঠছে রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পিন্টু মণ্ডলের। তবে সোনারপুর উত্তর বিধানসভার বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম বলেন, ‘‘আমি বিষয়টি খতিয়ে দেখব। রাস্তার উন্নয়ন করা হলেও বাস রাখার বিকল্প জায়গা কোথাও করা যায় কি না, তাও দেখা হচ্ছে।’’ বাসস্ট্যান্ডের জমি ব্যক্তি মালিকানাধীন কি না তাও তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিকে, রাতারাতি বাসস্ট্যান্ড বন্ধ হয়ে দুর্ভোগে পড়েছেন নিত্যযাত্রী ও বাসচালকরা। আগে যেখানে প্রতিদিন ২০০টিরও বেশি বাস এই স্ট্যান্ড থেকে ছাড়ত, এখন সেই সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র ৫০-এ। সরকারি বাস পরিষেবা থেকে হাওড়া, বিবাদীবাগ, পাইকপাড়া, কলকাতা স্টেশন-সব রুটেরই বাস পাওয়া যেত এই স্ট্যান্ড থেকে। কিন্তু

এখন বদলেছে পরিস্থিতি। বাসচালক অরূপ চন্দ্র বলেন, ‘‘বাসস্ট্যান্ড না থাকায় প্রতিদিন যাত্রীদের গালাগাল শুনতে হচ্ছে।’’ চালক গোপীনাথ সরদার আশঙ্কা করছেন, পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে, বাস কমে যাবে আরও। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় শীলের বলেন, ‘‘ব্যস্ত সময়ে গড়িয়া এলাকায় যাতায়াত আজ দুঃসহ। বাস ধরতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। সব বাস স্ট্যান্ডে ঢুকছে না। রাস্তা থেকে বাস ধরতে হচ্ছে।’’

গোয়ায় আগুনে প্রাণহানির ঘটনায় শোকাহত রাষ্ট্রপতি, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর ঃ গোয়ার জনপ্রিয় নৈশক্লাবে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শোকাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। এক্স মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি জানান, উত্তর গোয়া জেলায় মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। এই কঠিন সময়ে তাঁরা যেন শক্তি পান। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'গোয়ার অগ্নিকাণ্ড অত্যন্ত দুঃখজনক। যাঁরা প্রিয়জনকে হারালেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার ফোনে কথা হয়েছে। রাজ্য সরকার সম্ভাব্য সকল প্রকাশ সাহায্য করছে।'' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গোয়ার অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় তহবিল তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন। আহতদের ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হবে।

লেহ-তে বিআরও-র ১২৫টি পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন রাজনাথের

লেহ, ৭ ডিসেম্বর ঃ প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং রবিবার লাদাখের লেহ-তে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও)-এর ১২৫টি পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এদিন সকালে লেহ-তে রাজনাথকে স্বাগত জানান সেনা কর্তা ও জওয়ানরা। বিআরও-র বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজনাথ বলেন, এত বিশাল সংখ্যক প্রকল্পের উদ্বোধন আগে কখনও হয়নি এবং তাই এটি বিআরও এবং আমাদের জন্য একটি প্রাপ্তি। এটি ভিশন বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর দৃঢ় সংকল্পের প্রমাণ, পাশাপাশি সীমান্ত অবকাঠামো শক্তিশালী করার জন্য আমাদের সরকারের অটল প্রতিশ্রুতির একটি উদাহরণ। এখন লাদাখে শ্যোক টানেলের উদ্বোধন করা হয়েছে। সবচেয়ে.কঠিন এবং দুর্গম এলাকায়. এই নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সংযোগ বৃদ্ধি করবে। লাদাখ ছাড়াও, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মিজোরাম এবং অন্যান্য রাজ্যেও প্রকল্পগুলি উদ্বোধন করা হচ্ছে।

অসুস্থ গায়ক নচিকেতা, ভর্তি হাসপাতালে

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর ঃ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি সংগীতশিল্পী নচিকেতা। শনিবার বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। রবিবার হাসপাতাল সূত্রে খবর, নচিকেতার অ্যানজিওপ্লাস্টি হয়েছে। বুকে দুটি স্টেন্ট বসেছে। আপাতত ভালো রয়েছেন তিনি। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। শনিবার অসুস্থ বোধ করায় নচিকেতাকে বাইপাসের ধারে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।শিল্পীর হৃদযন্ত্রে সমস্যা দেখা দেয়। যার ফলে বসানো হয়েছে দুটি স্টেন্ট। সূত্রের খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই একাধিক শো করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। রবিবার আসানসোলে একটি অনুষ্ঠান ছিল, যদিও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তা বাতিল করে দেন নচিকেতা। আগামী কয়েকদিন কোনও শো করবেন না তিনি। এমনটাই সংগীতশিল্পীর পরিবারের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

অটল সাহস, অটুট প্রতিজ্ঞাঃসশস্ত্র বাহিনীর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর হৃদয়ছোঁয়া শ্রদ্ধা

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর ঃদেশের সশস্ত্র বাহিনী-যাঁরা সীমান্তের প্রতিটি ইঞ্চি পাহারা দেন, পাহাড়ের মাথায় তীব্র ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে থাকেন, মরুপ্রান্তের দগ্ধ বাতাসের মুখোমুখি হন, কিংবা সমুদ্রের গভীরে অদৃশ্য বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই চালান-তাঁদের প্রতি নবীন করে কৃতজ্ঞতা জানাতে আবারও সামনে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সশস্ত্র বাহিনী পতাকা দিবস উপলক্ষে এক্স-এ প্রকাশিত তাঁর বার্তায় উঠে এল দেশের প্রতি সেনা, নৌসেনা এবং বায়ুসেনা সদস্যদের অবিচল নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং অপরাজেয় চেতনার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ।প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বার্তা শুধু আনুষ্ঠানিক নয় বরং নাগরিকদের উদ্দেশে এক আবেগঘন আহ্বান, যাতে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন সেনাদের প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অটল দেশপ্রেম এবং নিরন্তর প্রতিজ্ঞার শক্তি। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট-ভারতের সশস্ত্র বাহিনী দেশের শৃঙ্খলা ও মর্যাদার প্রতীক, আর তাঁদের প্রতিটি ত্যাগের জেরেই দেশ এগিয়ে চলে নিরাপত্তা ও শান্তির পথে। প্রধানমন্ত্রীর বার্তাঃ' রক্ষা করেন যাঁরা, তাঁরা আমাদের চিরকৃতজ্ঞতার দাবিদার'রবিবার এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবসে, আমরা সেই সমস্ত সাহসী পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা অটল সাহসের সঙ্গে আমাদের দেশকে রক্ষা করেন। এই একটি বাক্যেই ফুটে ওঠে সেনাদের কর্মযজ্ঞের অন্তর্গত ত্যাগকে দেখার প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি-যা কেবল তাঁদের বীরত্বের স্বীকৃতি নয়, বরং দেশের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে প্রতিটি নিশ্ছিদ্র রাত, প্রতিটি নিরাপদ সকাল, প্রতিটি নিশ্চিন্ত চলাফেরার আ।ালে আছে হাজার হাজার সশস্ত্র বাহিনী সদস্যদের অগণিত পরিশ্রম।মোদীর বার্তায় উঠে আসে শৃঙ্খলা, সংকল্প ও চেতনার কথা-যে তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। তিনি লেখেন, তাঁদের শৃঙ্খলা, সংকল্প এবং চেতনা আমাদের জনগণকে রক্ষা করে এবং আমাদের দেশকে শক্তিশালী করে। অর্থা সেনারা কেবল সীমানা নয়, দেশের জনগণের নিরাপত্তা, গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব এবং উন্নতির ধারাকেও সমান্তরালে বহন করেন, যার গুরুত্ব প্রতিদিনের সাধারণ জীবনে বোঝা না গেলেও সংকটমুহূর্তে প্রতিটি ভারতবাসী উপলব্ধি করে। সশস্ত্র বাহিনীর অঙ্গীকার-দেশের প্রতি কর্তব্যের অবিস্মরণীয় উদাহরণপ্রধানমন্ত্রীর কথায় বিশেষভাবে উঠে আসে সেনাদের কর্তব্যনিষ্ঠার প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, তাঁদের অঙ্গীকার আমাদের দেশের প্রতি কর্তব্য, শৃঙ্খলা এবং নিষ্ঠার এক শক্তিশালী উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।সত্যিই, কার্গিলের শৃঙ্গ হোক বা অরুণাচলের তুষারমণ্ডিত উপত্যকা, রাজস্থানের থর মরুভূমি থেকে আন্দামানের নীলাভ সমুদ্র-দেশের প্রতিটি প্রান্তে সেনারা যে নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ নিয়ে অবস্থান করেন, তা কোনও এক দিনের প্রস্তুতি নয়। বরং বছরের পর বছর অনুশীলন, নিরন্তর অধ্যবসায় এবং দেশপ্রেমের গভীর শিক। থেকে উৎসারিত এক বীরত্বগাথা।সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য জানেন, তাঁদের প্রতিটি মুহূর্ত দেশের ভবিষ্য নিরাপত্তার সঙ্গে জ।তি। পরিবার-পরিজনকে পিছনে রেখে, চরম প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে তাঁরা দেশের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেন। তাঁদের এই নিঃস্বার্থতা কোনও কৃতিত্ব বা পুরস্কারের আশায় নয় বরং দেশের প্রতি এক প্রবল দায়িত্ববোধের বশে। প্রধানমন্ত্রীর বার্তা সেই ত্যাগ এবং কর্তব্যবোধকে সম্মানের সঙ্গে তুলে ধরে। সশস্ত্র বাহিনী পতাকা দিবসঃকৃতজ্ঞতার প্রতীকপ্রতি বছর ৭ ডিসেম্বর সশস্ত্র বাহিনী পতাকা দিবস পালন করা হয়। এই দিনটির উদ্দেশ্য কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয় বরং দেশের নাগরিক, প্রশাসন এবং নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এক যৌথ প্রতিশ্রুতি-দেশের সুরক্ষায় যাঁরা দিন-রাত প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁদের পাশে দাঁড়ানো, তাঁদের পরিবার ও প্রাক্তন সেনাদের সাহায্য করা এবং তাঁদের অবদানকে স্মরণে রাখা।প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় এই দিকটিও আলোকপাত করেছেন। তিনি জনগণকে আহ্বান জানান সশস্ত্র বাহিনী ফ্ল্যাগ ডে ফান্ডে অবদান রাখতে। তাঁর অনুরোধ-দেশবাসী যেন সামর্থ্য অনুযায়ী এই ফান্ডে দান করেন, যাতে শহিদ সেনাদের পরিবার, প্রতিবন্ধী প্রাক্তন জওয়ান এবং বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে থাকা সেনা পরিবারের পাশে দাঁড়ানো যায়।মোদীর বার্তা স্পষ্ট-সেনারা আমাদের রক্ষা করেন, আর তাঁদের পরিবারকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিটি জওয়ানের মনে ভরসা থাকা উচিত যে দেশের জনগণ তাঁর পরিবারের পাশে থাকবে। সশস্ত্র বাহিনীর সাহসিকতা-যা গড়ে তোলে দেশের সুরক্ষা ভারতের সশস্ত্র বাহিনী শুধু বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী বাহিনী নয়, বরং বিশ্বের অন্যতম মানবিক, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং পেশাদার বাহিনীও। দেশ শুধু যুদ্ধে নয়, শান্তিকালেও সেনাদের অবদানের ওপর নির্ভরশীল। হোক সেটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উদ্ধারকাজ, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান, বা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা মিশন-প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতীয় সেনাদের ভূমিকা অনন্য।প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে সেই অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রতিফলনই ঘটে। শুধু সীমান্তের যুদ্ধই নয়, সেনারা দেশকে রক্ষা করেন প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে। যে নিষ্ঠার ওপর বিশ্বাস করে কোটি কোটি ভারতবাসী নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করতে পারেন, তা কোনও নিছক দায়িত্ব নয় বরং এক অনন্ত প্রতিজ্ঞা। জনগণের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান-দেশের সেনাদের পাশে দাঁড়ানমোদীর বার্তা শুধু সেনাদের প্রশংসা নয়, বরং ভারতের সাধারণ মানুষকে তাঁদের দায়িত্বের প্রতি সচেতন করারও চেষ্টা। তিনি আহ্বান জানান-সশস্ত্র বাহিনী পতাকা দিবসে নাগরিকরা যেন কেবল শুভেচ্ছা জানিয়ে থেমে না থাকেন, বরং বাস্তবে সেনা পরিবারের পাশে দাঁড়ান।সেনারা দেশের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত-এ কথা সবাই জানে। কিন্তু তাঁদের পরিবার, তাঁদের সন্তান, তাঁদের বয়স্ক বাবা-মা, তাঁদের আর্থিক নিরাপত্তা-এই সবই দেশের দায়িত্ব। মোদীর বক্তব্য মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়-সেনাদের ' শব্দটি শুধু বইতে লেখা কোনও বাক্য নয় বরং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে প্রতিদিনকার এক বাস্তবতা। দেশের অগ্রগতির পথে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকামোদীর বার্তায় implicit ভাবে উঠে এসেছে দেশের অগ্রগতিতে সেনাদের অবদান। একটি শান্ত, স্থিতিশীল, নিরাপদ দেশই এগিয়ে.যেতে পারে উন্নয়ন, অর্থনীতি, বিজ্ঞান বা আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে। আর সেই নিরাপত্তা প্রতিদিন নিশ্চিত করেন সেনারা।উত্তর-পূর্বে সন্ত্রাসবাদ দমন, জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি দমন অভিযান, সমুদ্রসীমায় নজরদারি, বায়ুসীমায় শত্রুপক্ষের গতিবিধি চিহ্নিতকরণ-সব ক্ষেত্রেই সশস্ত্র বাহিনী প্রতিদিন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। কিন্তু তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপ দেশের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করে, দেশের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। পরিশেষেপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই বার্তা স্মরণ করিয়ে দেয়-ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো কোনও এক দিনের কাজ নয় বরং বছরের ৩৬৫ দিন তাঁদের অবদানের কথা মনে রাখা উচিত আমাদের। তাঁরা শুধুই ইউনিফর্ম পরে দায়িত্ব পালন করেন না-তাঁরা দেশের নিরাপত্তার জন্য নিজেদের জীবন, পরিবার এবং সুখকে তুচ্ছ করে দেন।সশস্ত্র বাহিনী পতাকা দিবসের দিন প্রধানমন্ত্রী যে বার্তাটি দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তা কেবল রাজনৈতিক বা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি নয়-বরং ভারতীয় সেনাদের প্রতি দেশের হৃদয়ভরা সম্মান ও কৃতজ্ঞতার প্রতিধ্বনি। তাঁর আহ্বান স্পষ্ট-দেশকে রক্ষা যাঁরা করেন, তাঁদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের একান্ত কর্তব্য।এই বার্তা কেবল সেনাদের সম্মান জানানোই নয়, ভবিষ্যতের ভারতকে আরও ঐক্যবদ্ধ, আরও কৃতজ্ঞ, আরও দায়িত্ববান করে তোলার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ ধ্বংস করতে চায়ঃশাহনওয়াজ হুসেন

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শাহনওয়াজ হুসেন। তাঁর কথায়, তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ ধ্বংস করতে চায়। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় তৃণমূল কংগ্রেসের বরখাস্ত বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা সৈয়দ শাহনওয়াজ হুসেন বলেন, তৃণমূল তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ ধ্বংস করতে চায়। একদিকে তারা হুমায়ুন কবিরকে ক্ষমতাচ্যুত করছে, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশেই সব ঘটছে। তৃণমূল কংগ্রেস মেরুকরণ চায় এবং রাজ্যে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে চায়। দেশে কোনও বাধা নেই, কিন্তু বাবরের নামে এটি করে তারা কাকে উস্কে দিতে চায়? একজন বিদেশী আক্রমণকারী বাবরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কী? বাবর ইসলামকে অপমান করেছে এবং দেশের মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বপন করেছে, তাই সে কারও জন্য আদর্শ হতে পারে না।হায়দরাবাদে বাবরি মসজিদের ঘোষণা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনি (মুশতাক মালিক) হায়দরাবাদের একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি এবং প্রচার চান। যদি তিনি বাবরের স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করতে চান, তাহলে তিনি নিজের বাড়িতেই তা করতে পারেন এবং নিজেই বস্তিতে থাকতে পারেন।

দিল্লির বাতাসে দূষণের ছায়া এখনও ঘন

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর ঃ জাতীয় রাজধানীর আকাশে প্রতিদ্বিদিনই যেন নতুন করে জমাট বাঁধছে ধোঁয়া, কুয়াশা আর দমবন্ধ ঘন কণার স্তর। শীতের আগমনী হাওয়া বয়ে আনলেও দিল্লিবাসীর শ্বাসে সেই স্বস্তি নেই। কারণ রাজধানীর বায়ুগুণগতমান এখনও অস্বাস্থ্যকর। পরিবেশ দূষণের করাল ছায়া কাটেনি, যদিও গত কয়েকদিনের তুলনায় কিছুটা উন্নতি হয়েছে রবিবার সকালে। অনেকদিন ধরেই রাজধানীর বাতাস ' খুব খারাপ' ও ' স্তরে ঘুরপাক খাচ্ছিল। সেখানে রবিবার সকালে সূচক নামল ৩০০-এর নিচে। কিন্তু এই উন্নতি কোনও ভাবেই স্বস্তিদায়ক নয় বরং বিশেষজ্ঞদের চোখে এটি এক অস্থায়ী বিরতি, যে কোনও সময় ফের বাড়তে পারে দূষণের প্রকোপ। রাজধানীজুড়ে এখন শীতের দাপট বাড়ছে দ্রুত। রাতভর জমে থাকা ঠান্ডা সকালবেলার বাতাসে আরও ঘনীভূত হচ্ছে ধোঁয়াশার স্তর। ফলে দূষণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় প্রশাসন যতই সচেষ্ট হোক, আবহাওয়ার প্রভাবে বায়ুগুণগতমান প্রতিদিনই ঝুঁকির দিকেই ঢলে পা।ছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-সিপিসিবি-এর রবিবার সকালের রিপোর্ট বলছে, দিল্লির একাধিক এলাকায় বাতাস সেভাবেই ভারী, একই সঙ্গে ক্ষতিকর কণার আধিক্য এখনও প্রবল।রাজধানীর প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক ব্যস্ততম এলাকা আইটিও-তে রবিবার সকালে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই ছিল ২৬৯। এটি ' বা ' ক্যাটেগরিতে পড়ে। অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ এমন বাতাসে থাকা ফুসফুস ও হৃদ্যন্ত্রের সমস্যাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। সকালবেলায় অফিসযাত্রীদের চোখে জ্বালা, গলায় খচখচে ভাব এবং কাশি-সবকিছুরই কারণ এই অত্যধিক ধুলো-কণা ও ধোঁয়ার মাত্রা।শহরের অন্যতম চিহ্নিত প্রতীক ইন্ডিয়া গেট ও কর্তব্যপথও এদিন সকালে ঢেকে গেল ধোঁয়াশার চাদরে। পর্যটকদের ভি।রে মধ্যেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, দৃশ্যমানতা কমে গিয়েছে। বাতাস ভারী। এখানে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স দাঁড়ায় ২২২, যা এখনও ' স্তরের ভিতরেই পড়ে। অর্থাৎ স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনকই থেকে যাচ্ছে পরিবেশ।অন্যদিকে আনন্দ বিহারের অবস্থাও তেমন উজ্জ্বল নয়। বাস স্ট্যান্ড, রেলস্টেশন ও বিপুল যানবাহনের কারণে এই এলাকা বরাবরই দূষণের দিক থেকে উচ্চস্থানে। রবিবার এখানকার বাতাসের গুণগতমান ছিল ২৮১, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক মাত্রার খুব কাছাকাছি। পরিবেশবিদদের মতে, এই এলাকাগুলিতে যানবাহনের অধিক চাপ, শিল্পাঞ্চল ঘেঁষা পরিবেশ এবং শীতের কুয়াশার কারণে দূষণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে।এদিকে দিল্লির বিস্তীর্ণ অংশে শীতের ঠান্ডা আরও জাঁকিয়ে বসায় সকালে অনেক জায়গাতেই দেখা গিয়েছে ঘন শীত কুয়াশা। এমন কুয়াশা আসলে শুধুই ঠান্ডার নয়, তার সঙ্গে মিশে থাকে দূষণ-কণা, ধোঁয়া, গ্যাস এবং শিল্পকারখানার নিঃসৃত ক্ষতিকর উপাদানের স্তর। বিজ্ঞানীরা একে বলে ' এই স্মগ দিল্লির মানুষের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলছে গভীরভাবে। হাঁপানি রোগী, শিশু এবং বৃদ্ধদের জন্য এই পরিবেশ আরও বিপজ্জনক।গত কয়েকদিন ধরে দিল্লি সরকার ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান (গ্রাপ)-এর বিভিন্ন ধাপ চালু করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণকাজে নিয়ন্ত্রণ, ট্রাক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, স্কুল বন্ধ রাখা-এমনই নানা ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতি ও পরিবেশগত পরিস্থিতির কারণে দূষণ পুরোপুরি কমানো এখনও চ্যালেঞ্জ।বর্ষা-পরবর্তী এই সময়ে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাতাসের গতি কমে যাওয়ায় বায়ুকণাগুলি বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থাকে অনেক দীর্ঘ সময়। ফসল পোড়ানোর ধোঁয়া, শিল্প কারখানার নির্গমন, বিপুল যানবাহনের ধোঁয়া-সবকিছু মিলিয়ে দূষণের মাত্রা বাড়তে থাকে দ্রুত। দিল্লি এবং এনসিআর জুড়ে বারবার এভাবেই সমস্যার মুখে পা।ছে সাধারণ মানুষ।গত সপ্তাহে একাধিক দিন ধরে রাজধানীর AQI ' স্তর ছুঁয়েছিল, যার ফলে স্কুল বন্ধের পাশাপাশি বহিরাগতের প্রবেশেও জারি হয়েছিল বিধিনিষেধ। এখন সেই স্তর কিছুটা কমলেও, দূষণের প্রকোপ এখনও ভয়াবহই। বাতাসের মান ২৫০-৩০০-এর মধ্যে থাকলে তা মানবদেহে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে-এ বিষয়ে ডাক্তারদের সতর্কবার্তা রয়েছে। দিল্লির বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, সকালে বাইরে বেরোতেই গলায় কাশির চাপ বাড়ছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এবং চোখে জ্বালাপো।ড় করছে। একাধিক বাসিন্দা জানিয়েছেন, মাস্ক পরা ছাড়া বাইরে পা রাখাই দুঃসাহসিক। উন্নতি সামান্য হলেও দূষণের কারণে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরা কঠিন, বিশেষ করে যারা প্রতিদিন সকালেই বাইরে কাজ করতে বাধ্য হন।বায়ু দূষণ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতি সাময়িকভাবে কিছুটা উন্নতি দেখালেও সামনের কয়েকদিনে আবহাওয়ার আরও পরিবর্তনের ফলে দূষণের মাত্রা আবার বা।তে পারে। রাতে ঠান্ডা বা।লে বাতাসে আর্দ্রতা জমে থাকে বেশি। ফলে সকালে ঘনীভূত স্মগ আকারে চারদিকে ছড়ায়। বায়ু চলাচল কম থাকলে সেই দূষণ আটকে পড়ে শহরের উপরিভাগে। এর ফলে AQI আরও বা।ার প্রবণতা থাকে।দিল্লি সরকারের তরফে নিয়মিত নজরদারি চলছে। বিভিন্ন এলাকায় এয়ার মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। জনসচেতনতার জন্য বিভিন্ন প্রচারও চলছে। বাসিন্দাদের অপ্রয়োজনীয় ভাবে বাইরে না বেরোতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে শিশু ও প্রবীণদের।বিশেষজ্ঞদের মতে, দিল্লিতে এই দূষণের সমস্যা নতুন নয়। বছরের পর বছর ধরে রাজধানীর বায়ুর মান অবনতির দিকে ঝুঁকছে। ফসল পোড়ানো থেকে শুরু করে দ্রুত নগরায়ণ, যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিল্পকারখানার বিস্তার-সবকিছুই এই সংকটকে ভয়ংকর করেছে। শীতের সময়ে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে।রাজধানী এখন যেভাবে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে, তাতে আগামী কয়েক সপ্তাহ অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে বাসিন্দাদের। যদিও রবিবারের AQI কিছুটা উন্নতির ইঙ্গিত দিয়েছে, কিন্তু দূষণের আগ্রাসন ফের কখন বাড়বে, তা বলা কঠিন। বায়ু মান ৩০০-এর নিচে নামা সাময়িক স্বস্তি হলেও উদ্বেগ কাটছে না বিশেষজ্ঞদের মনে। এমন পরিস্থিতিতে রাজধানীর বাতাস কখন ফের ' বা ' অবস্থায় ফিরবে, তা সময়ই বলবে।তার মধ্যেই দিল্লির আকাশে ভাসছে চিরচেনা ধোঁয়াশা, রাস্তায় দেখা যাচ্ছে অস্বস্তিতে নাক-মুখ ঢেকে হাঁটছেন মানুষজন। শীতের সকালের স্নিগ্ধতা আজ যেন গ্রাস করেছে দূষণের দমবন্ধ আঁধার। রাজধানী আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছে-দূষণ এখন শুধু পরিবেশগত সংকট নয়, এটি এক গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমস্যা।

বিমান বিভ্রাটের জটিলতা মোকাবিলায় ইন্ডিগোর তৎপরতাঃযাত্রীসেবায় জোর, গঠিত বিশেষ সঙ্কটমোচন কমিটি

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর ঃউড়ান বিলম্ব ও বাতিলের জেরে যাত্রীদের চরম ভোগান্তির ছবি দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক পরিষেবা ফিরিয়ে আনতে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে দেশের অন্যতম বৃহ বেসরকারি বিমান সংস্থা ইন্ডিগো। রবিবার এক বিস্তারিত বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, পরিচালন পর্ষদ শুরু থেকেই পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে জরুরি বৈঠকে বসেছে এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিমান বিভ্রাটের সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে।সংস্থার বক্তব্য অনুযায়ী, ইন্টারগ্লোব এভিয়েশন লিমিটেডের (ইন্ডিগো) বোর্ড অফ ডিরেক্টরস প্রথম দিনেই উ।ান বাতিল এবং দীর্ঘ বিলম্বের ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে সভায় বসে সমস্যার মূল কারণ ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে বিশদভাবে অবগত হন। উ।ান পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার পর যাত্রীদের অসন্তোষ বা।ছিল, তাই সংস্থার পক্ষ থেকে দ্রুততম সময়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার পরিকল্পনা শুরু করা হয়। সংকট সামলাতে গঠিত বিশেষ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপবৈঠকের পর পরিচালন পর্ষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। চেয়ারম্যান বিক্রম সিং মেহতা, বোর্ড পরিচালক গ্রেগ সারেটস্কি, মাইক হুইটেকার এবং অমিতাভ কান্ত, পাশাপাশি সিইও পিটার এলবার্সকে নিয়ে একটি বিশেষ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ (সিএমজি) গঠন করা হয়। এই কমিটি প্রতিটি ঘটনার ওপর নজর রাখছে, পরিস্থিতির পরিবর্তন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছে এবং সমগ্র পরিষেবা ব্যবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক করতে বিভিন্ন পদক্ষেপের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করছে।ইন্ডিগোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সিএমজি নিয়মিত বৈঠক করছে এবং সংস্থার ব্যবস্থাপনা পক্ষ থেকে প্রতিটি পদক্ষেপের অগ্রগতি নিয়ে বোর্ডকে জানানো হচ্ছে। শুধুমাত্র সিএমজির সদস্যই নয়, যাঁরা এই কমিটির সদস্য নন, সেই পরিচালকদের সঙ্গেও নিয়মিত টেলিফোনে আলোচনা চলছে-যাতে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁরা অবহিত থাকতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় মতামত দিতে পারেন। স্বাভাবিক পরিষেবা ফিরিয়ে আনার প্রয়াসইন্ডিগো জানায়, বিমান বিভ্রাটের কারণে কোনও যাত্রী যাতে অতিরিক্ত ক্ষতির মুখে না পড়েন, তা নিশ্চিত করতে সংস্থার নানা স্তরে বা।ানো হয়েছে কর্মীসংখ্যা, প্রযুক্তিগত তদারকি এবং সামগ্রিক সমন্বয়। যাত্রীদের অভিযোগ এবং সমস্যাগুলি বিশেষভাবে নথিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং সেগুলি দ্রুত মেটাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের।সংস্থার দাবি, স্বাভাবিক কার্যক্রম ফিরিয়ে আনতে তারা কোনওরকম ঢিলেমি দিচ্ছে না। বিমান পরিষেবায় বিলম্বের ফলে যাত্রীদের যে বিপাকে পড়তে হচ্ছে, তা উপলব্ধি করেই বোর্ড দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাত্রী সুরক্ষাই প্রথম অগ্রাধিকারইন্ডিগো স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে-যাত্রী নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যই তাদের প্রধান লক্ষ্য। তাই প্রযুক্তিগত সমস্যার পাশাপাশি মানবসম্পদ, ফ্লাইট শিডিউলিং, ব্যাক-এন্ড ম্যানেজমেন্ট-সব দিক থেকে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘনিষ্ঠ নজরদারিতে রাখা হয়েছে বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়াকেও, যাতে যান্ত্রিক ত্রুটি থেকে কোনও অতিরিক্ত বিভ্রাট না ঘটে।সংস্থার বক্তব্য, বিমান পরিবহনের মতো জটিল ব্যবস্থায় সর্বদা স্থিতিশীলতা বজায় রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু তবুও যাত্রীদের অসুবিধা কমাতে এবং পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করতে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করছে ইন্ডিগো। সমাপ্তিযাত্রী ভোগান্তি এবং পরিষেবার ব্যাঘাত নিয়ে যখন বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে, তখন ইন্ডিগোর এই দ্রুত সিদ্ধান্ত ও সিএমজি গঠন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংস্থা বার্তা দিয়েছে-যাত্রীদের পাশে থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। স্বাভাবিক পরিষেবা শুরু না হওয়া পর্যন্ত এই নজরদারি এবং সঙ্কট মোকাবিলা প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

গোয়ার অগ্নিকাণ্ডে গ্রেফতার নাইটক্লাবের ম্যানেজার, তদন্তের নির্দেশ প্রমোদের

পানাজি, ৭ ডিসেম্বর ঃ উত্তর গোয়ার আরপোরার একটি রেস্তোরাঁয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৫ জনের। আহত হয়েছেন প্রায় ৫০ জন। এ বার এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেফতার হল রেস্তোরাঁর ম্যানেজার। এ তথ্য দিয়েছেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। তিনি বলেন, একটি দুর্ভাগ্যজনক দিন। গোযার পর্যটন ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এত বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ২৫ জন মারা গেছেন। আমি রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছই, স্থানীয় বিধায়ক মাইকেল লোবো আমার সঙ্গে ছিলেন। সকল আধিকারিকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু যে ক্লাবে এটি ঘটেছিল, সেখান থেকে কিছু মানুষ ছুটে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, কিন্তু কিছু মানুষ বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই, শ্বাসরোধে কয়েকজনের মৃত্যু হযেছে। প্রাথমিক তথ্য অনুসারে, ৪ জন পর্যটক এবং বাকিরা ক্লাবের কর্মচারী ছিলেন। তাদের মৃত্যুতে আমি সমবেদনা জানাই এবং তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করি।মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত আরও বলেন, সরকার তাদের ক্ষতিপূরণ দেবে। হাসপাতালে থাকা ৬ জনকে গোয়া মেডিকেল কলেজে সর্বোত্তম চিকিসা দেওয়া হচ্ছে। আমি কলেজের ডিনের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা এই ঘটনার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিযেছি। ক্লাবটি কী অনুমতি নিয়েছিল এবং কারা এই অনুমতি দিয়েছে, তা তদন্ত করা হবে। ক্লাব মালিকদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। ম্যানেজার এবং অন্যান্যদের ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হযেছে। দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের কারাগারে পাঠানো হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আজ সকালে আমাকে ফোন করে সমস্ত বিবরণ জানতে চেযেছেন। তিনি আহতদের সম্পর্কেও বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেছি। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটে সেজন্য গোয়া সরকার সমস্ত পদক্ষেপ নেবে।

বন্দে মাতরম নিয়ে সোমবার সংসদে বিশেষ আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর ঃ বন্দে মাতরম নিয়ে সোমবার সংসদে হবে বিশেষ আলোচনা। বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে লোকসভায় আজ এই বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। বন্দে মাতরমের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং অজানা দিক দেশের সামনে উঠে আসবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বন্দে মাতরমের উপর বক্তব্য রাখবেন।সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যেই সোমবার বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা হবে লোকসভায়। এই আলোচনার জন্য ১০ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন। এর পরের দিন অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে আলোচনা হবে, সে জন্যও ১০ ঘন্টা সময় বরাদ্দ থাকবে। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল আগামী বুধবার, ১০ ডিসেম্বর এ বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন।

রাশিফল

মেষঃ মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। এটি আত্মদর্শন এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সময়। আপনার চারপাশের শক্তি কিছুটা উত্তেজনাপূর্ণ হতে পারে, যা অস্থিরতা এবং উদ্বেগের কারণ হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
বৃষঃ যেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। আপনার অস্থাবর সম্পত্তি যে কোনও আজই চুরি করতে পারে। অতএব, আপনি তাদের যত্ন নিতে হবে। দিনটির পরের ভাগে অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ পুরো পরিবারের জন্য খুশি এবং উচ্ছলতা আনবে। শুভ দিন হবে।
মিথুনঃ আজ মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা নিজেদের চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন। তবে মনে রাখতে হবে যে, আপনার কথাবার্তায় ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন, যাতে কোনও কিছুর ভুল ব্যাখ্যা না হয়। আপনার আর্থিক অবস্থাও উন্নতি হতে পারে।
কর্কট রাশি ঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন।
সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। এই দিনটি আপনার জীবনে ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে। ।
কন্যা ঃ ঘাড়েপিঠে এক নাছোড়বাঃদা ব্যথায় ভোগা সম্ভবপর। এটিকে অবহেলা করবেন না বিশেষত যখন এটি সাধারণ দুর্বলতার সাথে হচ্ছে।আজকের দিনে বিশ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে। সম্পর্কগুলির সাথে সম্বন্ধ এবং বন্ধন পুনরুজ্জীবিত করার দিন।
তুলাঃআজ তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের সৃজনশীলতাকে উসাহিত করার দিন। তাই শিল্প বা শখের জন্য সময় ব্যয় করা উপকারী বলে প্রমাণিত হবে।
বৃশ্চিকঃআজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আপনার একটি বন্ধু আপনাকে আজ একটি বড় পরিমাণ ঋণ দিতে বলতে পারে। আপনি তাকে সাহায্য করার ফলে আপনি আর্থিকভাবে পঙ্গু হয়ে যেতে পারেন। কোন বিদেশী আত্মীয়ের কাছ থেকে পাওয়া উপহার আপনাকে খুশি করে হবে
ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দিনটি খুব ভাল হবে।
মকরঃ বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আর্থিক সমস্যা আপনার গঠনমূলক চিন্তার সামর্থ্যকে বিনষ্ট করবে।
কুম্ভঃ কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মিশ্র ফলাফল বয়ে আনবে এই দিনটি। আপনি কিছু মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের সম্মুখীন হতে পারেন। শুভদিন।
মীনঃ একটু আধটু শরীরচর্চা দিয়ে আপনার দিন শুরু করুন- এই সময়ে আপনি নিজেকে নিয়ে ভালো বোধ করতে শুরু করবেন- এটিকে প্রতিদিনের অঙ্গ বানিয়ে ফেলুন এবং এটিতে লেগে থাকার চেষ্টা করুন। আজ আপনি সহজেই মূলধন- অনাদায়ী ঋণ জোগাড় করতে পারবেন- বা নতুন প্রকল্পে কাজ করার জন্য পুঁজির অনুরোধ করতে পারেন। বিহারের যোগ।

আবহাওয়া

উত্তুরে হাওয়া বাধা পাচ্ছে না, শীত জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। গত শুক্রবার যেখানে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সেখানে শনিবার তা ১৪.৫ ডিগ্রিতে নেমে যায়। আর রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৪ ডিগ্রি কম। সামান্য তাপমাত্রা বা।লেও, রবিবার সকালে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে জমজমাট ঠান্ডা মালুম হয়েছে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী কয়েক দিনে শীত আরও বাড়বে। আগামী দু'দিনে দক্ষিণবঙ্গে আরও অন্তত দু'ডিগ্রি কমতে পারে রাতের তাপমাত্রা। তবে উত্তরবঙ্গে আপাতত তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না। সর্বত্র শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-ভোর ০৬টা ১১মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৩মনিটে হতে পারে।

বিনামূল্যে ‘কন্যাশ্রী সেলফ ডিফেন্স একাডেমি’র সূচনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ডোমজুড়ের তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের উদ্যোগ, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ‘কন্যাশ্রী সেলফ ডিফেন্স একাডেমি’র সূচনা। লক্ষ্য, আত্মরক্ষায় মেয়েদের সক্ষম ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলা। শনিবার আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে ওই একাডেমির সূচনা করেন বিধায়ক। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডোমজুড় পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সৌরভ চ্যাটার্জি, বালি-জাগাছা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তাপস আইনে, ডোমজুড় পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নুরাজ মোল্লা, বালি-জাগাছা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ গৌরাঙ্গ সাহা সহ হাওড়া জেলা পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। এবং সকলেই আশা প্রকাশ করেন যে অচিরেই ডোমজুড়ের প্রতিটি মেয়ে আত্মরক্ষায় সক্ষম ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

পোষ্য কুকুরকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নরেন্দ্রপুর ঃ পোষ্য কুকুরকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পোষ্যের অভিভাবকের। আর এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার পুবালী গার্ডেনের একটি অ্যানিমাল ক্রেশ অর্থাৎ পশু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। এই ঘটনা প্রকাশ্য আসতেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ইতিমধ্যেই নরেন্দ্রপুর থানায় দায়ের হয়েছে লিখিত অভিযোগ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযোগকারী কুদঘাট এলাকার বাসিন্দা ইতুপর্ণা পাল। তাঁদের বাড়ির কাছেই ছিল এই পশু রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থাটি, পরে সংস্থাটি কয়েকবার স্থান পরিবর্তন করে। সংস্থার নাম ভালোবাসার বাড়ি। পোষ্যের কোনও সমস্যা হলে বা বাড়িতে কোনও সমস্যা হলে এখানেই রাখা হতো বলে জানান তারা। ‘পেট পেরেন্ট’ ইতুপর্ণা জানিয়েছেন, ৪ ডিসেম্বর তারা ও তাদের পোষ্যটিকে ওই কেন্দ্রে রাখেন। কিন্তু পরের দিনই পোষ্যের মৃত্যুর খবর পান। তিনি বলেন, ‘যখন দিয়ে যাই দিব্যি ছিল। হঠাৎ মাঝরাতে ফোন আপনার কুকুর সাড়া দিচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসে দেখি ও একেবারে নেতিয়ে গিয়েছে। চিকিৎসকের ব্যবস্থা তো দূর একটা থার্মোমিটারও নেই।’ এখানেই শেষ নয়, ইতুপর্ণার অভিযোগ,পরে একটি পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎঞ্জ্ সক জানান, শরীরে বিষ যাওয়ার ফলেই মৃত্যুটি ঘটেছে। এর পরেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ইতুপর্ণা পাল। পশু কেন্দ্রটির বিরুদ্ধে অব্যবস্থা ও অবহেলার অভিযোগ করেছেন তিনি। ইতুপর্ণা বলেন, ‘পশুকেন্দ্র চালাচ্ছে, এ দিকে ন্যূনতম কোনও ওযুধ বা চিকিৎসকের ব্যবস্থা নেই। সঠিক সময়ে চিকিৎসা হলে হয়তো আমার পোষ্য বাঁচত। এ রকম যাতে কারও সঙ্গে না হয়, তাই আমি পশু কেন্দ্রের মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চাই।’ ঘটনার তদন্তে নেমেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অনুকূল ঠাকুরের জন্মমহোৎসবে মেহমুদ খান

দুরন্তবার্তা, সুজিত দত্ত, বর্ধমান ঃ রবিবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের জৌগ্রাম ডেলিভারি মাঠে আয়োজিত হলো ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ১৩৮ তম জন্ম মহোৎসব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহেমুদ খাঁন ও অঞ্চল সভাপতি মৃদুল কান্তি মণ্ডল। মাঠে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একত্রে বসে নাম সংকীর্তন শ্রবণ করেন মেহেমুদ খাঁন। আয়োজনের অংশ হিসাবে প্রদর্শিত হয় ঐতিহ্যবাহী ছৌনৃত্য, যা দেখে তিনি বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। এদিন মেহেমুদ খাঁন বলেন, পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্টি-সংস্কৃতি এভাবেই ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বার্তা দেয়। ‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার’; এই ভাবনার মধ্যেই বাংলার শক্তি লুকিয়ে আছে। এখানে মুসলিমরা যেমন হিন্দু উৎসবে নির্দ্বিধায় অংশ নেন, তেমনই হিন্দুরাও অংশ নেন মুসলিম ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। এমন এক সাংস্কৃতিক আবহে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত বলে জানান।

শতবর্ষ পুরনো ‘এল ২০’ বাসস্ট্যান্ড সরে যাচ্ছে, নতুন ঠিকানা ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো এসপ্ল্যানেড

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ ধর্মতলার শতাব্দীপ্রাচীন ‘এল ২০’ বাসস্ট্যান্ড আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রোপথে এসপ্ল্যানেড স্টেশন তৈরির জন্য এই ঐতিহ্যবাহী বাসস্ট্যান্ড সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যাত্রীরা আর ধর্মতলার এলাকা থেকে বাস ধরতে পারবেন না। তাদের নতুন ঠিকানা হবে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর এসপ্ল্যানেড স্টেশনের কাছে তৈরি নতুন বাসস্ট্যাণ্ড্ ান্ড। নতুন বাসস্ট্যান্ডের নামকরণ করা হয়েছে ‘এসপ্ল্যানেড বাস স্ট্যান্ড অফ স্টেট গভর্নমেন্ট বাস’। পুরো স্ট্যান্ডটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সজ্জিত করা হয়েছে। ওয়েটিং রুম, ফুড কোর্ট, শৌচাগার, শেড এবং এসি কাউন্টারসহ সব সুবিধা এখানে থাকবে। আগামী ১০ ডিসেম্বর প্রথম ধাপে ডব্লুবিটিসি ও এনবিএসটিসি-র বাসগুলো নতুন স্ট্যান্ডে স্থানান্তরিত হবে। এরপর দ্বিতীয় ধাপে এসবিএসটিসি-র বাসগুলোও চলে যাবে নতুন ঠিকানায়। প্রশাসনের তৎপরতায় নতুন স্ট্যান্ড ইতিমধ্যেই সেজে উঠেছে, এখন শুধু বাস স্থানান্তরের কাজ বাকি। নতুন স্ট্যান্ডটি ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর এসপ্ল্যানেড স্টেশনের গেট থেকে মাত্র কিছুটা দূরেই অবস্থিত। প্রায় ৪ হাজার বর্গমিটার জায়গা জুড়ে এই স্ট্যান্ড নির্মাণ করা হয়েছে। ডব্লুবিটিসি, এসবিএসটিসি এবং এনবিএসটিসি মিলিয়ে এখানে দিনে ৩০০-৩৫০টি বাস চলাচল করে। রোজ হাজার হাজার মানুষ এই টার্মিনাস ব্যবহার করেন। আগামীতে তারা নতুন স্ট্যান্ড থেকে বাস ধরতে পারবেন। ‘এল-২০’ ও বিধান মার্কেট এলাকায় মেট্রোর নির্মাণ কাজের কারণে স্থানান্তর অত্যাবশ্যক। নতুন স্ট্যান্ড থেকে যাত্রীরা সহজেই নিউ গড়িয়া দক্ষিণেশ্বর, হাওড়া ময়দান সেক্টর ফাইভ এবং জোকা-এসপ্ল্যানেড তিনটি মেট্রো রুটে যাতায়াত করতে পারবেন। তিন তলা বিশিষ্ট স্টেশনে এক মেট্রো থেকে অন্য মেট্রোয় ওঠা নামা সুবিধা থাকবে, ফলে এলাকার্য্য যাত্রীসুবিধা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে। পরিবহণ দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই নতুন বাসস্ট্যান্ড তৈরি হয়ে গিয়েছে। নতুন নামকরণও হয়েছে। ধীরে ধীরে বাসগুলো স্থানান্তরের অপেক্ষা। শুধু বাসস্ট্যান্ডই নয়, ধর্মতলার বিধান মার্কেটকেও সরানো হবে। রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ ও সিধু কানহু ডহরের মাঝামাঝি নতুন বিধান মার্কেট তৈরি করা হচ্ছে। এখানে দুই তলা বিশিষ্ট দোকানঘর, ফুড কোর্ট, পার্কিং লট এবং শৌচাগারের মতো সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

মিমের সঙ্গে জোট, মুসলিম ভোট একত্রিতের চেষ্টা ? সজল ঘোষের বিস্ফোরক মন্তব্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মিমের সঙ্গে জোট বেঁধে নতুন দল গঠনের ঘোষণা করেছেন হুমায়ুন কবীর। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, তিনি ১ লক্ষ কণ্ঠে কোরানপাঠ আয়োজন করবেন। এই ইস্যুতে এবার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য নেতারা। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ এদিন মন্তব্য করেছেন, ‘সে তো সব বুঝলাম, যেটা আমাদের অ্যাজেন্ডার মধ্যেই পড়ে, ওনার কথা অনুযায়ী। কিন্তু মাংস খাইয়ে কোরান পাঠ করাতে হবে! এত খারাপ অবস্থা! এটা আমি বিশ্বাস করি না। উনি স্বপ্ন দেখছেন আগামীদিন উনি উপমুখ্যমন্ত্রী হবেন।মমতা মুখ্যমন্ত্রী হবেন আর, সংখ্যাধিক্য এমএলএ রাখবেন। সেই এমএলএ-র জোরে উনি উপমুখ্যমন্ত্রী হতে চাইবেন। উনি আসলে মুসলিম সমাজের নেতা হতে চাইছেন। আমি আপনাকে লিখে দিচ্ছি, এই সমস্ত কিছু পিছনে, যিনি আছেন, তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।..হুমায়ুন কবির তো আর বাবরের ছেলে নন, কালকে যত টাকা খরচ হয়েছে, টাকা কোথা থেকে এল ? সেই তদন্ত রাজ্য সরকার করুক। এই টাকা কোন ফান্ড থেকে এল, কোন জায়গা থেকে এল, বিদেশি শক্তির হাত আছে কিনা, সমস্তটা ব্যাখ্যা করতে হবে। যেভাবে কালকে হাজার হাজার প্যাকেট বিরিয়ানি, যে বিশাল আয়োজন, টাকা কোথা থেকে এল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলছেন, পেছনে নেই। আসলে মুসলিমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। সবাই বিজেপিতে আসছিলেন না, বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ছিলেন। এখন থার্ড পার্টি প্রয়োগ করে, হুমায়ুনকে দিয়ে সেই ছড়িয়ে পড়া, মুসলিম শক্তিকে একত্রিত করার, প্রয়াস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।’ অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এবং বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘হিন্দুদের ওপর আগামীদিনে যে বিপদ আসছে, সেই বিপদের কিছু একটা প্রতিচ্ছবি বা প্রতিধ্বনি বলা ভাল, আমরা কালকে (শনিবার) দেখতে পেয়েছি। যেটা চলেছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যে, হিন্দু ভোট ভাগ করার চক্রান্ত, মুসলিম ভোটকে এক করার চক্রান্ত চলছে। যেটা হচ্ছে, তার জন্য দায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরনের সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বরাবর তোল্লা দিয়েছে। তোল্লা দিয়ে এইভাবে ওপরে তুলেছে। ২১-এর ভোটে তো ভোট কারা দিয়েছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তো সিংহভাগ হিন্দু ভোট দেয়নি। হিন্দুরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করে না। জানে যে, এ জবাই করবে।’ এদিন বিজেপির রাজ্য নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, ভারতের ইতিহাসে বাবরি ধ্বংসের পুনরাবৃত্তি কখনো ঘটতে পারে না। যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন পদক্ষেপ নিতে চান, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তার থেকে দূরে সরে যাবে। পরিকল্পিতভাবে হুমায়ুনকে ব্যবহার করে মুসলিম ভোট একত্রিত করার এই চেষ্টা করা হয়েছে। এটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক সমীকরণ।

জঞ্জালমুক্তি অভিযানে নতুন নিয়ম, মেয়রের কড়া নির্দেশ, লালবাজারকে চিঠি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শহরের রাস্তা পরিষ্কার রাখতে পুরসভা এবার এক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে। ‘টক টু মেয়র’ কর্মসূচিতে রাস্তা সাফাইয়ে বাধা সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ ওঠার পরই কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ঘোষণা করেন; সকালে সাফাই পর্বের সময় রাস্তায় কোনও অবস্থাতেই গাড়ি পার্ক করে রাখা যাবে না। সেই ঘোষণা বাস্তবায়ন করতে পুরসভা দ্রুতই কাজ শুরু করেছে। মেয়রের নির্দেশ অনুযায়ী নতুন নিয়ম বলবৎ হলে, সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত শহরের কোনও রাস্তার উপর কোনও ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক গাড়ি পার্ক করে রাখা যাবে না। বিশেষ করে যে সব গাড়ি মাসের পর মাস রাস্তায় পড়ে থাকে, সেই সব গাড়ি অবিলম্বে সরিয়ে দিতে হবে। এমন গাড়ির নীচে ময়লা জমে সাফাই কর্মীদের কাজ দীর্ঘদিন ধরে বিঘ্নিত হচ্ছিল;শহরবাসীর অভিযোগ ও পুরসভার পর্যবেক্ষণে এমনটাই উঠে এসেছে। কিছু দিন আগেই পুরসভার মাসিক অধিবেশনে এ বিষয়ে গুরুতর সমস্যা তুলে ধরেছিলেন পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়। তিনি জানিয়েছিলেন, রাস্তার ধারে ফেলে রাখা গাড়ির কারণে নিয়মিত সাফাইয়ের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সেই আলোচনার পর বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে। তবে ‘টক টু মেয়র’-এ সরাসরি অভিযোগ ওঠার পর মেয়র তৎক্ষণাত দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এর পরেই পুর কমিশনার সুমিত গুপ্তা বিষয়টি হাতে নেন এবং নতুন নিয়ম কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ শুরু করেন। পুরসভা এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে কলকাতা পুলিশের সাহায্য চেয়েছে। পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মাকে চিঠি পাঠিয়ে লালবাজারের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। চিঠি পাঠানোর কিছু পরেই মেয়র ও পুলিশ কমিশনারের মধ্যে ফোনে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, থানাভিত্তিক বৈঠক ডেকে কলকাতা পুলিশ স্থানীয় পুলিশ স্টেশনগুলিকে নিয়ম কার্যকর করার নির্দেশ দেবে। একই সঙ্গে পুরসভা আইনি কাঠামোর মধ্যে কী ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে, তা নিয়েও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায়, রাস্তার ধারে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত গাড়িগুলির নীচে জঞ্জাল জমে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে থানার সামনে বা বড় রাস্তায়ও এমন গাড়ির উপস্থিতি চোখে পড়ে। এসবের ফলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে বারবার সমস্যা তৈরি হয়। ঝাড়ুদারেরা বাধ্য হয়ে গাড়ির পাশেই সাফাই করে চলে যান, কিন্তু গাড়ির নীচে থাকা ময়লা থেকে যায়। ফলে ধুলো, নোংরা, আবর্জনা জমে পরিবেশ নষ্ট করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনাও বাড়ে। পুরসভার এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, তপুলিশের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে যে সব গাড়ি রাস্তার ধারে পড়ে আছে, সেগুলি সরাতে নির্দেশ দেওয়া হবে।দ এর পাশাপাশি, শহরবাসীকে নতুন নিয়ম সম্পর্কে সচেতন করতে পুরসভা শীঘ্রই প্রচার অভিযান শুরু করবে। প্রচার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানানো হবে, প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত রাস্তা সাফাইয়ের সময় গাড়ি পার্ক করা যাবে না, এবং নিয়ম ভঙ্গ করলে জরিমানা কিংবা আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাস্যোশিয়েশনের কনভেনশনের সূচনা মন্ত্রী ডা শশী পাঁজার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রবিবার বালিতে প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাস্যোশিয়েশনের কনভেনশনের সূচনা করেন মন্ত্রী ডা শশী পাঁজা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন কবির প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন তিনি। এদিন দুপুরে হাওড়ায় বালির রবীন্দ্র ভবনে ‘প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাস্যোশিয়েশনে’র উদ্যোগে ‘কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্টেন্ট’ ‘ঙ্ছঙ’ কনভেনশনের সূচনা করেন মন্ত্রী। প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাস্যোশিয়েশনের সভানেত্রী ডা শশী পাঁজা ছাড়াও বালির ওই অনুষ্ঠানে বিধায়ক ডা রানা চ্যাটার্জি সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন ওই অনুষ্ঠানে হুমায়ুন কবির সম্পর্কে ডা শশী পাঁজাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘হুমায়ুন কবির দল থেকে বহিষ্কৃত। বহু বছরে তিনি বহু দল করেছেন। উনি কি বলবেন বা করবেন তার দায়িত্ব রাজনৈতিক দল হিসেবে তৃণমূল নিচ্ছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য মুর্শিদাবাদের মানুষ রায় দিয়েছিলেন। তার মধ্যে উনিও জিতেছিলেন। তারপর উনি কি করবেন সেটা ওনার বিষয়। দলের উর্ধ্বে কেউ নয়।’ হুমায়ুন কবির যদি আলাদা দল করেন সেক্ষেত্রে কি হবে এই প্রশ্নের উত্তরে শশী পাঁজা বলেন, ‘তাতে কিছু এসে যায়না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের কান্ডারী, উন্নয়নের কান্ডারী। উনি কি কাজ করেছেন মুর্শিদাবাদের মানুষ তা দেখেছেন।’ এদিন শশী পাঁজা আরও বলেন, ‘২০২১ এর নির্বাচনের আগেও অনেকে স্বপ্ন নিয়ে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলেন। তাঁদের ভবিষ্যৎ মানুষ দেখেছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কেউ যদি এরকম করে তাহলে তার দায়িত্ব তাঁরাই নেবেন।’ অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে ডা শশী পাঁজা বলেন, ‘সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেস বা বাংলার মানুষ বিশ্বাস করে না। এখানে সব ধর্মের, জাতের মানুষকে সম্মান দেওয়া হয়। কারণ এটাই আমাদের শিক্ষা। সাম্প্রদায়িকতা, দাঙ্গা তৃণমূল সরকার কখনও সমর্থন করে না। আমাদের এখানে সব ধর্মের মানুষকে একই চোখে দেখা হয়। ধর্ম, জাতি, ভাষাকে নিয়ে যারা বিভাজন করতে চায় বাংলায় তারা সফল হবে না। বাংলার মানুষ এদের বিরুদ্ধে। প্রতিনিয়ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কৃষকরা আত্মহত্যা করছেন। এসব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও চিন্তা নেই। ওরা এখন ভাবছেন এসআইআর এর নাম করে এখানে বুলডোজার চালাবেন। এখানকার নাগরিকদের ভোটাধিকার যাতে ছিনিয়ে নিতে না পারে তার বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই।’

দুটি পৃথক পথ দূর্ঘটনায় মৃত তিন সোনারপুরে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, সোনারপুর ঃ শীতের রাতে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক। নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার উচ্ছেপোতায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। আর এই ঘটনায় মৃত এক। জানা যায় মৃতের নাম প্রভাস অধিকারী (৪৩)। একটি বাইকের সঙ্গে একটি চারচাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তারা দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর, প্রভাস এদিন উচ্ছেপোতা থেকে কসবার দিকে ফিরছিল বাইক নিয়ে। সেই সময়ে উল্টো দিক দিয়ে আসছিল একটি চারচাকা গাড়ি। চার চাকা গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রভাসের বাইকে ধাক্কা মারেন। সঙ্গে সঙ্গে বাইক থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়লে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় প্রভাসের। আর এই দুর্ঘটনার বিকট আওয়াজে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। কী ভাবে ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও জানা যায়নি। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ রবিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে, রবিবার ভোরে খেয়াদহ বাজার এলাকায় একটি দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত দুই। মৃতদের নাম রাকেশ সর্দার এবং সঞ্জীব সর্দার। স্পোর্টস বাইক নিয়ে ভোর বেলায় বাড়ি থেকে বেড়িয়েছিলেন দুই যুবক। তাঁদের গাড়ির গতি অত্যন্ত বেশির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খেয়াদহ বাজার এলাকার একটি দোকানে ধাক্কা মারেন। আর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁদের। পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মহিলার অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বজবজ এক মহিলার অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য। ঘটনাস্থলে পুলিশ। বাড়ির অদূরের বাগানে থেকে উদ্ধার মহিলার অর্ধনগ্ন দেহ, ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ পরিবারের, বাড়ির পাশের দোকানে যাওয়ার জন্য শনিবার বেরিয়েছিলেন চল্লিশ বছরের এক মহিলা। এর পরে থেকেই আর তাঁর কোনও খোঁজ পাননি পরিবারের সদস্যরা। রবিবার ভোর রাতে বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে এক প্রতিবেশীর বাড়ি লাগোয়া বাগানে অর্ধনগ্ন অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁকে। পুলিশ পৌঁছে রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলার দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, ধর্ষণের পরে খুন করা হয়েছে মহিলাকে। তাঁর দেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলেও দাবি আত্মীয়দের। আর এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালি থানার বিদিরা এলাকায়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। সেই রিপোর্ট আসার পরেই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানাচ্ছেন তদন্তকারীরা। যেখান থেকে ওই মহিলার দেহ উদ্ধার হয়েছিল, সেই বাগান সংলগ্ন গোটা বাড়িটিই সিল করে দিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি এলাকার লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। মৃতের পরিবারের সদস্যদের দাবি, শনিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় দোকানে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বার হয়েছিলেন ওই মহিলা। এর পরে তাঁর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। তাঁদের আরও দাবি, যে ভাবে ওই মহিলার দেহ উদ্ধার হয়েছিল, তাতে তাঁদের সন্দেহ, ধর্ষণের পরে তাঁকে খুন করা হয়েছে। তবে কার ও সঙ্গে পুরোনো শত্রুতা ছিল কি না ওই মহিলার, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছেন না তাঁরা। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নব বারাকপুর রবিবার দুপুরে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ দের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা চালু করল নববারাকপুরের বহুমুখী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আফটার টেন। রবিবার দুপুরে স্থানীয় খড়েরমাঠ এলাকায় সংস্থার দিশারী শিক্ষা কেন্দ্রে। প্রতি রবিবার দুপুর ১২ টা থেকে ১ টা পর্যন্ত সাধারণ মানুষ দের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেবেন চিকিৎসক ডাঃ অসিত চৌধুরী। প্রয়োজনে ওষুধ প্রদান ও করা হবে বলে জানান হয় সংস্থার তরফে। জনপ্রিয় চিকিৎসক ডাঃ অসিত চৌধুরী জানান করোনার সময় থেকে আফটার টেন সংগঠন খুব স্বল্প মূল্যে চালু করে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে অ্যাম্বুলেন্স ও শববাহী যান জরুরী পরিষেবা। খড়েরমাঠ এলাকায় সংস্থার দিশারী শিক্ষা কেন্দ্রে চালু করল আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা ও যথা সম্ভব ওষুধ প্রদান। বর্তমান সময়ে এই পরিষেবা খুব প্রয়োজন। গরিব মানুষরা অর্থাভাবে রোগকে অবহেলা করবেন না। যথাযথ সময় চিকিৎসক এর সংস্পর্শে থাকলে স্ট্রোক ও নির্মূল হওয়া সম্ভব হয়।

জয়নগরে প্রথম চালু হলো পশু পাখির চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয়

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ জয়নগরে এই প্রথম চালু হলো পশু পাখিদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল। রবিবার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার মাঠে এনিমেল কেয়ার প্লাস অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই হাসপাতালের পথ চলা শুরু হলো। এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন পশু চিকিৎসকগন। এদিন এই অনুষ্ঠানের ডগ শো তে অংশ নেন আশেপাশের এলাকা থেকে বহু কুকুর মালিক তাদের পোষ্য কুকুরকে নিয়ে। কুকুর দের চিকিৎসার পাশাপাশি ভ্যাকসিন ও দেওয়া হয়। এদিন একটি কুকুরের সেলাইন দেওয়া হয় এদিনের শিবিরের মধ্যে দিয়ে। আর এদিনের এই ধরনের অনুষ্ঠান দেখতে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এদিন এনিমেল কেয়ার প্লাসের পক্ষ থেকে বলা হয়, পৌরসভার মাঠের পাশে তাদের এই চিকিৎসালয়ের মধ্যে দিয়ে এলাকার পশু পাখিদের চিকিৎসা করা হবে। আগামী ৬ মাস ১২ ঘন্টা করে প্রতিদিন এই চিকিৎঞ্জ্ সালয় খোলা থাকবে। পশু পাখির জটিল রোগের চিকিৎসার পাশাপাশি ওষুধ দেওয়া হবে এই চিকিৎসালয়ের মধ্যে দিয়ে।

গঙ্গায় নাব্যতা কম থাকায় ফেরিঘাটের সংস্কার স্থগিতের সিদ্ধান্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গঙ্গায় নাব্যতা কম থাকার দরুন হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ফেরিঘাটের সংস্কারের কাজ আপাতত ‘স্থগিত’ রাখার সিদ্ধান্ত, স্বাভাবিক নিয়মেই আজ সোমবার থেকে ফেরি পরিষেবা চালু রাখা হবে। রবিবার এই বিষয়ে হুগলি নদী জলপথ সমবায় সমিতি লিমিটেডের তরফ থেকে ডিরেক্টর অজয় দে বলেন, ‘হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটের গ্যাংওয়ের রিপেয়ারিং এর কাজ এদিন শুরু হওয়ার সময় গঙ্গা নদীর জলের নব্যতা কম থাকায় নির্দিষ্ট ওই কাজ করতে সমস্যা দেখা দেয়। এর দরুণ রাজ্য ভূতল পরিবহন নিগম ওই কাজ আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে সোমবার ৮ ডিসেম্বর থেকে রামকৃষ্ণপুর ফেরিঘাটের যাত্রী পরিষেবা সম্পূর্ণ চালু থাকবে।’ প্রসঙ্গতঃ পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগমের অধীনে থাকা হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ফেরিঘাটের গ্যাংওয়ে রিপেয়ারিং এর কাজ রবিবার ৭ ডিসেম্বর সকাল থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল। এই কারণে ওই দিন থেকে ফেরি পরিষেবা ৭ দিন বন্ধ থাকবে বলে আগে জানানো হয়েছিল। সেই কাজ আপাতত ‘স্থগিত’ হয়ে যাওয়ায় সোমবার থেকে রামকৃষ্ণপুর ফেরিঘাটের পরিষেবাও চালু থাকছে।

২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতি সদনের উদ্বোধন

দুরন্তবার্তা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, চন্ডীতলা, হুগলি ঃ আজ হুগলি জেলা পরিষদের অর্থানুকুল্লে এবং চন্ডীতলা ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় চন্ডীতলায় এক অনারম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হলো বিদ্যাসাগর সংস্কৃতি সদনের। এটির উদ্বোধন করেন শ্রীরামপুরের সংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি। অন্যান্যদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি, ধনিয়াখালীর বিধায়িকা অসীমা পাত্র চন্ডীতলা ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়দেব রক্ষিত সহ জনপ্রতিনিধিগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন চন্ডীতলা সংস্কৃতির পিঠস্থান সেখানে স্থানীয় সংস্কৃতি মনস্ক মানুষেরা এই অডিটোরিয়ামে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার সুযোগ যেমন পাবেন আগামীতে এখান থেকেই তারা কলকাতার বড় মঞ্চে যেতেও পারবেন। তিনি বলেন বিরোধীরা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্গে আর আমরা তা গড়ে তুলি। তার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এই অডিটোরিয়াম নির্মাণ। অনুষ্ঠানে হুগলি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি জানান মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এই চন্ডীতলার সংস্কৃতি মনস্ক মানুষের সুবিধার্থে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় এর নামানুসারে এই সংস্কৃতি সদনের উদ্বোধন। এই মঞ্চ নির্মাণের ফলে ডানকুনি চন্ডীতলা এমনকি জাঙ্গিপাড়া এলাকার সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষেরা এখানে তাদের অনুষ্ঠান মেলে ধরতে পারবেন। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই অডিটোরিয়ামে ৫০০ আসন রয়েছে, শুধু তাই নয়, আগামী দিনে এই অডিটোরিয়ামের ওপরে একটি কফি হাউস নির্মাণেরও পরিকল্পনা রয়েছে। এরই সঙ্গে আজ বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিরও উন্মোচন করা হয়। সুবীর মুখার্জি জানান মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা পেলে এবং তার কাছে আগামিতে পৌঁছাতে পারলে আমি এই চন্ডীতলা গ্রামীণ হাসপাতালকে আধুনিকিকরন করে হুগলি জেলার মধ্যে সর্বাধুনিক হাসপাতালে পরিণত করতে পারব এ আশা রাখি। মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পরিবেশিত হয়।

শ্রীরামপুর সংশোধনাগারে চাঞ্চল্য, জেল থেকে পলাতক বন্দি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রবিবার সকাল থেকেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে শ্রীরামপুর সংশোধনাগারে। পকসো আইনে গ্রেফতার হওয়া এক বিচারাধীন বন্দি হঠাৎই নিখোঁজ। বন্দির সেল ফাঁকা দেখে কর্তৃপক্ষ প্রথমে হতবাক হয়ে পড়ে। এরপরই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। প্রশাসনের নির্দেশে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষকে থানায় লিখিত অভিযোগ দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিখোঁজ বন্দির নাম রাজেশ হাটি। গত বছর জুন মাসে পকসো মামলায় গ্রেফতার হন এবং তখন থেকেই তিনি শ্রীরামপুর সংশোধনাগারে বিচারাধীন অবস্থায় ছিলেন। নিয়মিত বন্দি-পর্যবেক্ষণের সময় রবিবার সকালে দেখা যায়, রাজেশ তার সেলে নেই। কোথায় গেলেন, কীভাবে গেলেন, কখন গেলেন; এই তিন প্রশ্নই এখন বড় ধাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সূত্রের দাবি, সেল থেকে রাজেশের ‘উধাও’ হয়ে যাওয়া নিছক অসাবধানতা নয়। অনেকেই মনে করছেন, রাতের অন্ধকারে রাজেশ সম্ভবত পালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে জেল কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলতে নারাজ। তাদের বক্তব্য, বিষয়টি এখন তদন্তাধীন, তাই অনুমানমূলক কিছু বলা ঠিক হবে না। শ্রীরামপুরের মহকুমাশাসক (এসডিও) শম্ভুদীপ সরকার জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুতর। তিনি জানান; ‘বিষয়টি জানার পরই আমরা সংশোধনাগারকে থানায় এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছি। নিরাপত্তায় কোনো গাফিলতি ছিল কি না, বন্দি কীভাবে নিখোঁজ হলেন, তা বিস্তারিত খতিয়ে দেখা হবে।’

স্বরূপনগরে কুকুরের তাণ্ডবে গ্রামের ৫০ জনেরও বেশি জখম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর ব্লকের কাজদহ গ্রামে রবিবার সকাল থেকেই চরম উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এক পথকুকুরের লাগাতার আক্রমণে একই গ্রামের ৫০ জনের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। শিশু, কিশোর, মহিলা, প্রবীণ; কেউ বাদ যাননি। সরু রাস্তা, বাঁশঝাড় কিংবা মাঠের আল ধরে যাতায়াতকারীদের ওপর আচমকাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে কুকুরটি। ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুকুরটির তাণ্ডব শুরু হয়েছিল শনিবার রাত থেকেই। রাতে বাড়ি ফিরছিলেন এমন কয়েকজনের ওপর প্রথম আক্রমণটি হয় বলে দাবি বাসিন্দাদের। কেউ প্রাথমিকভাবে বিষয়টিকে সাধারণ কামড় ভেবে গুরুত্ব দেননি। কিন্তু ভোর হতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সকালবেলা ঘর থেকে বেরোনো মাত্রই গ্রামবাসীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কুকুরটি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কামড়ানোর ঘটনা বাড়তে থাকে। অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা যায়। জখমদের দ্রুত সাড়াপুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকেই হাত, পা বা উরুর কোমল অংশে মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়েছেন। চিকিৎসকেরা দ্রুত অ্যান্টি-র‍্যাবিস ভ্যাকসিন ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক সন্ধ্যা মণ্ডল জানিয়েছেন; ‘আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১৫ জন চিকিৎসাধীন। আহতদের মধ্যে নারী, শিশু ও প্রবীণের সংখ্যাই বেশি।’

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৮ সংখ্যা, সোমবার ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

স্বাধীন আন্দোলনে বিপ্লবী

পয়লা ডিসেম্বর, ১৯৩০। হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে গোটা চাঁদপুর শহর। শেষ রাতে প্লাটফর্মে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে দুই যুবক, তখনও কেউ জানে না মৃত্যু শীতল এক পরিকল্পনা লুকিয়ে আছে তাদের আলোয়ানের তলায়। একটু পরেই ডাউন সুর্মা মেল ঢুকবে, তাতেই আসার কথা পুলিশ কর্তা টি জে ক্রেগের। এই সেই ক্রেগ যে যুব বিদ্রোহের পর চট্টগ্রামে মানুষের জীবন নরক করে দিয়েছিল। ট্রেন চাঁদপুরে ইন করতেই চাদরে মুখ ঢেকে ফার্স্ট ক্লাস বগীর দিকে এগিয়ে যায় ঐ দুই যুবক। মাথায় টুপি, ওভারকোট গায়ে তখন দরজার সামনে নামতে উদ্যত এক দীর্ঘদেহী পুরুষ। নিমেষে চাদরের নিচে থেকে বেরিয়ে এলো রিভলবার। ভোরের স্টেশনের নীরবতা ভাঙলো উপুর্যপরি দুটো গুলির আওয়াজ। কিন্তু একি! সাহেব বাবা গো বলে চীৎকার করে উঠলো কেন? আসলে ক্রেগ নয়, বগী থেকে নামছিলেন রেল ইনস্পেক্টর তারিনী মুখার্জি। কিছু একটা আন্দাজ করে ধূর্ত পুলিশ কর্তা সাহেবী পোষাক পরা তারিনীকেই আগে নামতে বলেছিল! হৈচৈ হট্টগোলের মাঝে ততক্ষণে দুই যুবক হাওয়া। আততায়ী দের সন্ধানে নিমেষে খবর চলে গেলো কুমিল্লা লাকসাম থেকে চট্টগ্রাম, যে করে হোক তাদের ধরা চাই। একটা ছোট্ট ভুলে দুদিন পরে তাঁরা ধরা পড়ে গেলেন। মরার আগে তারিনী জবানবন্দি দিয়েছিল খুনীদের একজনের গায়ে ছিল নীল চাদর। সেই চাদরই চিনিয়ে দিল তাদের। শুরু হলো মৃত্যুঞ্জয়ী দুই যুবকের বিচার। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আর কালীপদ চক্রবর্তী। রামকৃষ্ণ হামেশাই বলতেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের থেকে ফাঁসি হওয়া অনেক ভালো। এই আত্মদান আরো অনেক তরুণের মনে প্রেরণা যোগাবে। রায় বেরুলে দেখা গেল ওনার ইচ্ছাই পূরণ হয়েছে, তবে কালিপদর হলো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। আলিপুর জেলে ফাঁসির অপেক্ষায় রামকৃষ্ণ, এদিকে চট্টগ্রাম থেকে ওখানে আসতে অনেক ঝঞ্ঝাট উপরন্তু খরচ। তবে কি মৃত্যুপথযাত্রীর সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসবে না? উপায় বের করলেন চট্টগ্রামের বিপ্লবী মনোরঞ্জন রায়। উনি তখন হিজলি জেলে, মা দেখা করতে গেলে তার হাত দিয়ে চিঠি পাঠালেন কলকাতায় বেথুনের ছাত্রী চট্টগ্রামের এক মেয়ের কাছে। আত্মীয় সেজে সে যেন রামকৃষ্ণের খবরাখবর নেয়। কাজ হলো এতে, বোনের পরিচয়ে অমিতা নাম নিয়ে জেলে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করলেন সেই কন্যা। রামকৃষ্ণের শিশুসুলভ সারল্য, খোলামেলা কথাবার্তা আর নিঃশঙ্ক চিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা তাঁকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। একজায়গায় তিনি লিখে গেছেন, মৃত্যু অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য, তিনি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমাণ ছিলেন না! ১৯৩১ সালের ৪ঠা আগস্ট ফাঁসি হয়ে গেল রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের, কিন্তু যাবার আগে তাঁর অপূর্ব সংগঠন শক্তির এমন এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেলেন যা অগ্নিযুগের ইতিহাসে আজও আপন দীপ্তিতে দীপ্যমান। অমিতা নাম নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতেন যিনি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। আজাদ হিন্দ বাহিনী স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করার আগেই চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা স্বাধীন ভারত তৈরি করে সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার সেই স্বাধীন ভারত সরকারকে একেবারে ভেঙে চুড়মার করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশাল ব্রিটিশ সেনা পাঠিয়েছিল বিপ্লবীদের দমন করার জন্য। ব্রিটিশ সেনাদের নির্দেশ দিতেন চালর্স টেগার্ট। তিনি বাংলার বিপ্লবীদের গোপন ঘাঁটি এবং তাদের বিপ্লবী কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। আন্দামানে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের কাছ থেকে গোপন তথ্য সংগ্রহ করেন।বাংলার বিপ্লবীদের দমন করতে ব্রিটিশদের কাছে মূল অস্ত্র ছিল চালর্স টেগার্ট। বাংলার বিপ্লববাদকে দমন করতেন এই পুলিশ কমিশনার

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ, এবং সংস্কৃতের পন্ডিত। হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী)-র জন্ম ৬ ডিসেম্বর ১৮৫৩। এ পরিবারের আদি নিবাস ছিল খুলনা জেলার কুমিরা গ্রামে। তিনি অগ্রজের বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আশ্রয়ে থেকে সংস্কৃত কলেজে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখানে এবং অংশত প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। ১৮৭১ সালে এন্ট্রান্স, ১৮৭৩ সালে ফার্স্ট আর্টস, ১৮৭৬ সালে বি.এ এবং ১৮৭৭ সালে সংস্কৃতে অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর হরপ্রসাদ এম.এ ডিগ্রি ও 'শাস্ত্রী' উপাধি অর্জন করেন। তখন এম.এ পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, অনার্স গ্রাজুয়েটগণ এম.এ ডিগ্রি পেতেন। টোল-চতুষ্পাঠীর পরিবর্তে হরপ্রসাদ আধুনিক স্কুল-কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত বিষয়ের ছাত্র হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সিলেবাস অনুযায়ী তাঁকে বিস্তৃতভাবে ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, পলিটিক্যাল ইকনমি, অ্যালে্জব্রা-ট্রিগোনোমেট্রি পড়তে হয়েছিল। ফলে সংস্কখৃতর সঙ্গে শিকড়ের যোগ বজায় রেখেও আধুনিক বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় তিনি পারদর্শী হয়ে ওঠেন। পারিবারিক ধারা অনুসরণ করে ১৮৭৮ সালে হরপ্রসাদ হেয়ার স্কুলে ট্রানস্লেশন শিক্ষক হিসেবে চাকরি জীবন শুরু করেন। একই বছর তিনি কিছুদিন লখনৌ ক্যানিং কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে তিনি ১৮৮৩ সালে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক ও একই সাথে বঙ্গীয় সরকারের সহকারী অনুবাদক হিসেবে কাজ করেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৮৬ থেকে ১৮৯৪ পর্যন্ত তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৯৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং ১৯০০ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৯০৮ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর জীবনে তিনি কিছুদিন সরকারের 'ব্যুরো অব ইনফরমেশন'-এর দায়িত্ব পালন করেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

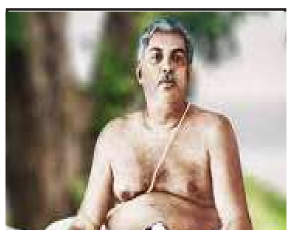

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

অহিংসার পুজারি গান্ধিজির সঙ্গে ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামীদের মতপার্থক্য তীব্র আকার ধারন করে

রবীন্দ্রকুমার শীল

গান্ধী কি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সামাজিক ভাবে মিশেছেন? তিনি কি সন্ধ্যাবেলা কোনো কৃষকের সঙ্গে আগুনের ধারে বসে কখনো তার মনের কথা জানার চেষ্টা করেছেন? তিনি কি কখনো একটি সন্ধ্যাও কোনো কারখানার শ্রমিকের সঙ্গে কাটিয়ে তাকে নিজের ব্রতর কথা বলেছেন? আমরা বলেছি, আর তিনি নিজের মতে বিশ্বাসী করে তুলতে পারবেন। এখন কথা হল যে তিনি তাঁর চমকপ্রদ বার্তা প্রচারের জন্য নিজের গোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং অবিচলিত ও বিরামহীনভাবে তা অনুশীলন করে গেছেন। আর খুব কম মানুষই এমন করেছেন। তিনি কি দুনিয়াকে জানাবেন যে ভারতের কতজন শত্রুকে তিনি বন্ধুতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন? কতজন ও'ডায়ার, ডায়ার, রিডিং ও আরইউনকে তিনি ভারতের বন্ধু হিসেবে দেখতে পারেন। সাইমন কমিশন বয়কটের ফলে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি ঐক্য গড়ে উঠেছিল। গান্ধী নেহরুর উপস্থিতিতে এবং তাদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও কূটনৈতিক দক্ষতার দাবি সত্ত্বেও আরইউন সেই ঐক্যকে গুঁড়িয়ে দিতে পেরেছেন। এমনকী কংগ্রেসেও আজ বহু বিভাজন। বড়োলাট ও তাঁর কূটনৈতিক পারদর্শিতা ছাড়া আর কাকেই বা আমাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য ধন্যবাদ দেব। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে এমন মানুষ আছেন যাঁরা তঁকে ভারতের বন্ধু বলে ঘোষণা করেন। **কংগ্রেসের ভবিষ্যত ঃ** এমন অনেকে থাকতে পারেন যাঁদের কংগ্রেসের প্রতি কোনো ভক্তি শ্রদ্ধা নেই এবং যাঁরা কংগ্রেসের কাছ থেকে কিছু আশা করেন না। গান্ধী যদি মনে করেন যে বিপ্লবীরা সেই দলে পড়েন তাহলে তিনি তাঁদের প্রতি নিদারুণ অবিচার করছেন। অজ্ঞ জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ভূমিকা বিপ্লবীরা পুরোদস্তুর উপলব্ধি করেন। তাঁরা ভবিষ্যতে কংগ্রেসের কাছ থেকে অসাধারণ অনেক কিছু আশা করেন-সেই সেনগুপ্ত যিনি চমকপ্রদ বুদ্ধিবলে বড়োলাটের বিশেষ ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার সাম্প্রতিক চেষ্টার মধ্যে সি.আই.ডি-র হাত দেখতে পেয়েছেন। আর সেই আনসারি যিনি মনে করেন যে আক্রমণই যুক্তির শ্রেষ্ঠ অঙ্গ এবং যিনি রাজনীতি সম্পর্কে এত কম জানেন যে কোনো জাতিই বোমার দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করেনি এই ধরনের হাস্যকর ও ভুল মন্তব্য করেন। বিপ্লবীরা দৃঢ়ভাবে মনে করেন, যতদিন সেনগুপ্ত ও আনসারি মতো ব্যক্তিরা কংগ্রসের কার্যকলাপে নির্ধারক ভূমিকা পালন করবেন ততদিন দেশ কংগ্রেসের কাছ থেকে বিশেষ কিছু আশা করতে পারবে না। বিপ্লবীরা আশার সঙ্গে সেই দিনের দিকে তাকিয়ে আছন যেদিন কংগ্রেসের অহিংসার বাতিক দূর হবে এবং যেদিন কংগ্রেস বিপ্লবীদের সঙ্গে হাতে হাত রেখে পূর্ণ স্বাধীনতার সাধারণ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। বিপ্লবীরা সিকি শতাব্দীর বেশি সময় ধরে যে আদর্শ প্রচার ও অনুশীলন করে আসছেন কংগ্রেস এ বছর তা গ্রহণ করেছে। আশা করা যাক যে আগামী বছর তারা বিপ্লবীদের পদ্ধতিকে মেনে নেবে। **হিংসা ও সামরিক খাতে খরচ ঃ** গান্ধীর মতে দেশে যত বেশি হিংসা অনুশীলিত হয়েছে তত বেশি করে সামরিক খাতে খরচও বেড়েছে। যদি তিনি গত পঁচিশ বছরের বিপ্লবী কার্যকলাপের মধ্যে দিকে ইঙ্গিত করে থাকেন তাহলে আমরা তাঁর মন্তব্যের যাথার্থ্যের বিরোধিতা করছি এবং তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছি যে তিনি তথ পরিসংখ্যান দিয়ে তাঁর মন্তব্য প্রমাণ করুন। অথবা তিনি ব্রিটিশরা আসার পর থেকে ভারতের ঘটা যুদ্ধগুলির কথা মাথায় রেখে একথা বলতে পারেন। যদি তাই হয় তাহলে আমাদের উত্তর হল এই যে স্বাধীনতার যুদ্ধের সঙ্গে যার তুলনা চলে না তাঁর সেই অহিংসা ও সত্যাগ্রহের সবচেয়ে পরিমিত পরীক্ষানিরীক্ষার ফলেও আমলাতন্ত্রের অর্থভান্ডারে কিছু প্রভাব পড়েছে। সহিংস বা অহিংস, সফল বা ব্যর্থ, যেকোনো ধরনের গণ-উদ্যোগের কিছু প্রভাব রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডারের উপর পড়তে বাধ্য। **সংস্কার ঃ** গান্ধী কেন সরকারের মঞ্জুর করা বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্কারের সঙ্গে বিপ্লবীদের জড়িয়ে ফেলছেন? মর্লে-মিন্টো সংস্কার, মন্টেগু সংস্কার প্রভৃতি নিয়ে তাঁদের কোনো তাপ-উত্তাপ নেষ তাঁরা কখনো এগুলির জন্য চেষ্টাও করেনি। সাংবিধানিক আন্দোলনকারীদের প্রলুব্ধ করে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশা তাদের সামনে এইসব সংস্কার ছুঁড়ে দিয়েছে। বিপ্লবীদের দমন ও উৎপাটন করার সরকারি নীতিকে সমর্থনের জন্য তাঁদের এই সব ঘুষ দেওয়া হয়েছে। গান্ধী যাকে খেলনা বলেন সেই খেলনাগুলি ভারতের পাঠানো হয়েছে তাঁদের সুবিধার জন্য যাঁরা বিভিন্ন সময় 'হোমরুল', 'স্বায়ত্তশাসন', 'দায়বদ্ধ', 'সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ সরকার',ব্রিটিশের অধীনে স্বায়ত্তশাসন' ও দাসত্বের এরকম অন্যান্য সাংবিধানিক শব্দ ব্যবহার করে চিৎকার করেন। বিপ্লবীরা কখনোই এই সংস্কারগুলিকে তাঁদের কীর্তি বলে দাবি করে না। তাঁরা বহু আগেই স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছেন। তাঁরা এই স্বাধীনতার জন্য বেঁচেছেন। আর এই আদর্শের জন্যই তাঁরা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁরা দাবি করেন যে তাঁদের আত্মত্যাগের ফলে সাধারণের মানসিকতায় বিপুল পরিবর্তন এসেছে। রাজনীতিতে বিপ্লবীদের সঙ্গে যাঁরা একমত নন তাঁরাও এ কথা মেনে নেন যে বিপ্লবীদের উদ্যোগে দেশকে স্বাধীনতার পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে। **প্রগতির পথ ঃ** গান্ধীর যুক্তি হল হিংসা প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার আগমন বিলম্ব করে। আমরা তাঁকে বহু সমকালীন উদাহরণ দিতে পারি যেখানে জনগণ হিংসার পথ অনুসরণ করে নিজেদের সামাজিক প্রগতি এবং রাজনৈতিক মুক্তি ঘটিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ রাশিয়া এবং তুরস্কের কথা বলা যায়। দুটি দেশেই প্রগতিপন্থী দল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করেছে। স্বাধীনতার গতি বাধা পায়নি।

তাই আমরা জনগণের ভাবনার কথা জানি বলে দাবি করি। আমরা গান্ধীকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে অহিংসা ও নিজের শত্রুকে ভালোবাসা সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক সূক্ষ্মতার কথা যেকোনো গড়পড়তা মানুষর মতোই একজন গড়পড়তা ভারতীয়ের কাছেও দুর্বোধ্য। জগতের নিয়ম হল এই। আপনার একজন বন্ধু আছে। আপনি তাকে ভালোবাসেন, কখনো কখনো সেই ভালোবাসা এত বেশি হয় যে তার জন্যে আপনি মরতেও পারেন। আপনার একজন শত্রু আছে। আপনি তাকে এড়িয়ে চলেন, তার সঙ্গে লড়াই করেন, আর সম্ভব হলে তাকে হত্যা করেন। বিপ্লবীদের বার্তা সরল সোজা। তা আদম ইভের সময় থেকে চলে আসছে এবং তা বুঝতে কোনো সমস্যা মানুষের সমস্যা হয় না। আমরা জোরের সঙ্গে বলছি যে ভারতে জনগণ দৃঢ়ভাবে আমাদের সমর্থন করে, কারণ আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সেকথা জানি। একদিন তারা হাজারে হাজারে জমায়েত হয়ে বিপ্লবের ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করবে। সেদিন খুব দূরে নয়। **ভালোবাসার বার্তা ঃ** গান্ধী ঘোষণা করেছেন যে অহিংসার কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস আরও বেড়েছে। অর্থাৎ কিনা তিনি ক্রমশ আরও বেশি করে বিশ্বাস করছেন যে তাঁর ভালোবাসার বার্তা ও কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে একদিন বিদেশি শাসকদের ভারতের বন্ধুতে পরিণত করতে পেরেছেন? যদি একজনকেও না করতে পেরে থাকেন তাহলে কীভাবে তিনি আশা করেন ভারতবর্ষ তাঁর এই 'ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস'-এর অংশীদার হবে? ভারতবাসী কীভাবে বিশ্বাস করবে যে তিনি অহিংসার অনুশীলনের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডকে ভারতের স্বাধীনতা মেনে নিতে রাজি করাবেন বা বাধ্য করবেন? **কী ঘটতে পারত ঃ** যে বোমাটি বড়োলাটের স্পেশাল ট্রেনে ফেটেছিল সেটি যদি ঠিকভাবে ফাটত তাহলে গান্ধী যে দুটি ঘটনার কথা বলেছেন তার মধ্যে একটি ঘটত। বড়োলাট মারাত্মকভাবে জখম হতেন, নয় নিহত হতেন। সেই পরিস্থিতিতে অবশ্য বড়োলাটের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের কোনো বৈঠক হত না। কলকাতা চরমপত্রের স্পষ্ট বক্তব্য সত্ত্বেও হাতে ভিক্ষাপাত্র ও মুখে ব্রিটিশদের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের কথা নিয়ে এই ব্যক্তিদের সরকারি ভবনের দরজায় কড়া নাড়া হত না, অর্থাৎ জাতীয় মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করার এই অযাচিত অসম্মানজনক উদ্যোগ পরাস্ত হত। আর তা জাতির পভে ভালোই হত। বিস্ফোরণটি যদি সৌভাগ্যক্রমে বড়োলাটকে হত্যা করার মতো শক্তিশালী হত তাহলে ভারতের আরেকজন শত্রু তার প্রাপ্য শাস্তি পেত। শুধু ভারতবর্ষের শত্রুরাই মিরট মামলা এবং লাহোর ও ভুসওয়াল মামলার প্রণেতাকে

'বর্ধমান জেলার রাজ ঐতিহ্য রয়েছে ঠিক নদিয়ার মতো

বিশেষ প্রতিবেদক

ঐতিহ্যের বর্ধমান জেলা। বর্ধমান রাজপরিবারের অন্যতম এক ধর্মীয় স্থাপত্য কীর্তি হল বর্ধমান মিঠাপুকুর অঞ্চলে স্থাপন করা এক কালীমন্দির। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠার নেপথ্যের কাহিনী জানতে গিয়ে পাওয়া বর্ধমান রাজ পরিবারের এক করুন পারিবারিক বিরোধের কাহিনী। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি (বাংলা ১২৩৫ বঙ্গাব্দের ৮ই ফাল্গুন) মহারাজা মহাতাব চাঁদ বাহাদুরের সহিত পাঞ্জাবের সরহিন্দ নিবাসী প্যারালাল কাপুরের কন্যা নয়ন কুমারীর বিবাহের পর ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ শে জুন (বাংলা ১২৪৭ বঙ্গাব্দের ৪ঠা আষাঢ়) তারিখে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে পরলোকে গমন করেন। এরপর বহু বিবাহের বিরোধী থাকা স্বত্বেও মহারাজা মহাতাব চাঁদ বাহাদুরকে ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে জুন (বাংলা ১২৫১ বঙ্গাব্দের ১২ই আষাঢ়) তারিখে অযোধ্যার বেরুচ নিবাসী কেদার নাথ নন্দের কন্যা নারায়ণ কুমারী দেবীর পানিগ্রহ করতে বাধ্য হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবসত এই বিবাহের প্রায় ২২ বৎসর অতিক্রান্ত হলেও তাঁরা সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত থাকার পর ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ৪৬ বৎসর বয়সী মহারাজা মহাতাব চাঁদ বাহাদুর তাঁর ৩৬ বৎসর বয়সী স্ত্রী নারায়ণ দেবীর ভ্রাতা বংশগোপাল নন্দের পুত্র ব্রাম্ভপ্রসাদকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহন করে তাঁর নাম রাখেন আফ তাপ চাঁদ। এরপর মহারাজা মহাতাব চাঁদ বাহাদুর তাঁর উইলে নব রাজকুমার আফতাব চাঁদকেই তাঁর উত্তরাধিকার হিসাবে মনোনীত করে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে লছমী নারায়ণ খান্নার কন্যা বিনোদেয়ী দেবীর সাথে বিবাহ দেবার দুই বছর পর ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দেহ রক্ষা করেন।

উইল অনুযায়ী, ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে ২১ বছর বয়সী আফতাপ চাঁদ সাবালকত্ব পাবার পর রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছর রাজ কার্য্য সমাধা করার পর নিজের মাতা নারায়ণ কুমারী দেবী, মাত্র ১৪ বছর বয়সী নিজ স্ত্রী বিনোদেয়ী দেবীকে রেখে অপুত্রক অবস্থায় ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দেহ রক্ষা করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে বংশ রক্ষার তাগিদে তাঁর ভাগ্যহীনা রাজমাতা নারায়ণ কুমারী দেবী গোপাল বাবুর পুত্রকে দত্ত্বক নিতে চাহিলে তা অস্বীকার করে নাবালিকা মহারানী বিনোদেয়ী দেবী বনবিহারী কাপুরের পুত্র বিজন বিহারীকে দত্তক নেবার স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই বিষয়ের রাজপরিবারের রাজমাতা ও নাবালিকা মহারানীর মধ্যে মনমালিন্য ও মানসিক দুরত্ব এতোটাই বেড়ে যায় যে, এই বিষয়ে রাজমাতা নারায়ণ কুমারী দেবী ও তাঁর ভ্রাতা বংশগোপাল নন্দ প্রথম পক্ষ, নাবালিকা মহারানী বিনোদেয়ী দেবী ও তাঁর পিতা লছমী নারায়ণ খান্না দ্বিতীয় পক্ষ এবং রাজ কর্মচারীদের সাথে ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্ধমান রাজ এস্টেটের যুগ্ম ব্যবস্থাপক বনবিহারী কাপুর তৃতীয় পক্ষ হিসাবে এই তিন পক্ষের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে।

অবশেষে ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ শে জুলাই শাস্ত্রজ্ঞ বিধান অনুযায়ী যথাযথ মর্যাদায় নাবালিকা মহারানী বিনোদেয়ী দেবীর ইচ্ছাই মান্যতা পেয়ে বনবিহারী কাপুরের পুত্র শ্রীমান বিজন বিহারীকে এই রাজ পরিবারে দত্তক পুত্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে মহারাজা শ্রীমান বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর খেতাব দেওয়া হয়। এই ঘটনার মাত্র এক বছরের মধ্যেই ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মে মাত্র ১৯ বর্ষীয় মহারানী বিনোদেয়ী দেবী পরোলকে গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ষোড়শ বর্ষীয় মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব বাংলার ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ২৫শে অগ্রহায়ণ লাহোরের ঝান্ডামল মেহেরার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রাধারানী দেবীর সাথে বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ হন। এই বিবাহ উপলক্ষে উত্তর প্রদেশের বহ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ তো যোগ দিয়েছিলেনই এমনকি তৎকালীন সময়ের প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই বিবাহ উপলক্ষে বিভিন্ন বর্নাঢ্য মনরঞ্জনকারী অনুষ্ঠানের আয়োজনের পাশাপাশি প্রায় কুড়ি হাজার অভাবীকে চাল ও বস্ত্র দান করা হয়েছিল। এছাড়াও ছিল নিমন্ত্রিত এবং অনিমন্ত্রিত আগত বহু মানুষের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। এই বিবাহ বর্ধমান রাজ পরিবারের নিরিখে নিছক একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানই ছিল না, কারণ এই বিবাহের পরেই মহারাজার রাজ পিতামহী নারায়ণ কুমারী দেবীর সাথে তাঁদের যাবতীয় বিরোধ মিটে যায় ও সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়, ফলে এই বিবাহ উৎসব হয়ে ওঠে এক পারিবারিক মিলন ক্ষেত্রেরও। রাজা বনবিহারী কাপুরের সজাগ তত্ত্বাবধানে কঠোর বিদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ডত্তীর্ণ মহারাজা শ্রীমান বিজয়চাঁদ মহতাব ভাষা, সাহিত্য, ইংরাজি, রাজ্যপাঠ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। খুব ধির স্থির প্রখর মেধা সম্পন্ন এই মহারাজা শ্রীমান বিজয় চাঁদ মহতাব বিদ্যাভ্যাসের পাশা পাশি নিয়মিত শরীরচর্চা, অস্ত্র চালনা, অশ্বারোহণ ইত্যাদি বিষয়ও কঠোর নিষ্ঠা ও অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হন।

১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নিয়মানুযায়ী, বর্ধমানাধিপতি মহারাজ শ্রী বিজয়চাঁদ মেহতাব রাজত্বভার গ্রহণ করেন।

রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাধারণ জীবন

বিশেষ প্রতিবেদক

এক অসাধারণ মানুষের সাধারণ হয়ে চলার কাহিনী। না সেখানে নাটকীয়তা নেই, অহেতুক প্রচারের লোভ নেই। একটি হাফহাতা কোর্তা গায়ে সারা কলকাতা টহল দিয়েছেন ঘনিষ্ঠরা দেখেছেন। একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন চাকর বাকর রাখতে পারি না। বুড়ির কি খাটুনি! বাটনা বাটা,কুটনো কোটা, জল তোলা,ঘর মোছা,রান্নাবাড়া সব তাঁকে নিজে হাতে করতে হয়। চাকরের কাজ পছন্দ হয় না। আর অত টাকাই বা পাবেন কিভাবে। সত্যিই তো এরূপ মিতাচারী না হলে অত লক্ষ লক্ষ টাকা দান করতে পারতেন!

আকুতি ছিল যক্ষ্মা রোগীদের জন্য কিছু করতে পারার আন্তরিক ইচ্ছা। কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দান করতেন শিক্ষা ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে। একসময়ে হিসেব বের হল তিনি আট লক্ষ টাকা দান করেন। জীবন ভোর আয় করেছেন দুই হাতে বিলিয়েছেন। তিনি দুর্গতদের বন্ধু, অনাথদের সহায়,ধুতি -চাদর কোর্তা পরা বাঙালি। বলতেন, আমি ধর্মে আমি খ্রীষ্টান কিন্তু তাই বলে জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আচার - আচরণ ছাড়ব কেনক্ষ্ম? কে বলুন তো তিনি! পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পূর্ণ সময়ের বাঙালি রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়।

অনেক বছর আগের কথা বরিশালে তখন দুটো কলেজ একটি ব্রজ মোহন কলেজ, অপরটি রাজ চন্দ্র। এম এ পাস করে হরেন্দ্রকুমার রাজচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। বরিশালে থাকার সময় স্থানীয় এক খ্রীষ্টান দুহিতার পাণিগ্গ্হণ করেন। তাদের একটি পুত্র সন্তান হয়। তবে প্রথম স্ত্রী প্রয়াত হন। তখন তিনি বঙ্গবালা দেবীকে বিয়ে করেন। হরেন্দ্রকুমার অবশ্য তাঁর পুত্রকে শত চেষ্টা করেও টাইফয়েডের কবল থেকে বাঁচাতে পারেন নি। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় ছেলে টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়। ছেলের স্মৃতিচারণায় খুব আবেগপ্রবণ হয়ে বলেছিলেন, আমি কি ভাগ্যবান কলিকাতায় এমন নামী লোক খুব কমই ছিলেন, যিনি পুত্রের অসুখের সময় এই জীর্ণ কুটীরে পদার্পণ করেন নি। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রত্যহ

সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পথে আমার ছেলেকে দেখে যেতেন। স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী আসতেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার তাকে চিকিৎসাই করেন। যমে মানুষে টানাটানি চলল কত দিন, পরে আমার একমাত্র পুত্র মারা গেল।

রাজ্যপাল হওয়ার পরে তিনি বললেন উচ্চমহল আমাকে চায়না জানলে চলে যাব।আমি দুটো ট্রাঙ্ক নিয়ে বিরাট ভবনে ঢুকেছি,আবার সেই ট্রাঙ্ক দুটি মাত্র নিয়ে বিদায় নেব। দুঃখ করতেন রাজ্যপাল হয়ে লেখা - পড়ার চর্চা প্রায় ছেড়েই দিতে হয়েছে। রাজভবনে অনবরত দেশী -বিদেশী পদস্থ অতিথিরা আসছেন; তাদের সঙ্গে আহার করতে হয় অনেক সময়। আদর আপ্যায়নে অনেক সময় কেটে যায়। তবে যত বাধা বিপত্তি আসুক তিনি মর্ডান রিভিউ'পত্রিকার জন্য লিখবেন।

কলকাতায় সেদিন প্রচণ্ড শীত, লিফটম্যান ক্ষীণজীবী উড়িষ্যাবাসী অলোক রাউত পড়েছেন বেশ বড় একটা বিপদে,তাঁর চিন্তা হাড় কাপানো শীতে তিনি কিভাবে সারারাত ডিউটি করবেন! সমস্যা হল রাজ্যপাল যে সকাল পাঁচটার সময় লাঠি হাতে এ-ডি-সি ছাড়া প্রাঃতভ্রমণে বের হবেন, অথচ অলোক রাউতকে যে সারারাত লিফটে ডিউটি করতে হবে। লিফটম্যানের উর্দি পরে তিনতলায় রাজ্যপালের স্যুইটের সামনে ভোরের জন্য লিফট আটকে রেখে লিফটের পাশের শ্বেত পাথরের কনকনে ঠাণ্ডা বারান্দায় কখন তিনি কুঁকড়ে ঘুমিয়ে পড়েন, মাঝে-মাঝে অবশ্য শীতের অস্বস্তিতে সমস্ত শরীরটা টানটান হয়ে যাচ্ছে,কুঁকড়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য চোখে পড়ল খোদ রাজ্যপালের,তিনি নিঃশব্দে নিজের স্যুইটে আস্তে-আস্তে চলে গেলেন, নিয়ে এলেন নিজের একটা গরম শাল,নিদ্রিত লিফট ম্যানের গায়ের ওপর চাপিয়ে দিলেন। নিজে লিফটের সুইচ অন করে নীচে প্রাতঃভ্রমণে চলে গেলেন। রাজভবনের বারান্দায় রোদ্দুর এসেছে,ঘুম ভাঙল অলোক রাউতের,দেখে তাঁর গায়ে দামী শাল,অথচ সামনে লিফটের খাঁচা নেইগ্ধ কিছুটা হতভম্ব ভদ্রলোক, এরপর আরও অবাক হওয়ার পালা দেখলেন রাজ্যপাল স্বয়ং নিজে লিফট চালিয়ে ওপরে উঠে গেলেন,সঙ্গে এ.ডি.সি বা অন্য কেউ নেই। নিজের ভুল বুঝতে পেরে লাট সাহেবের পা জড়িয়ে ধরতে সৌম্যমূর্তি হরেন্দ্রকুমার তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেন, তুমি আমি একই ভাই। মনে কর বড় ভাই ছোট ভাইকে এই শাল উপহার দিয়েছে,তুমি ওটা পরো, ওটা তোমাকে দিলাম।

এই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে কিন্তু অভিযোগ উঠেছিল রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সরকারের অর্থ বাঁচিয়ে সাধাসিধে ভাবে চলেন, আর দিল্লি থেকে আগত অতিথিদের আরাম-আয়েশে বেশ বিঘ্ন ঘটে। অভিযোগ চলে গেল প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কাছে,তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন হরেন্দ্র কুমারকে অন্য রাজ্যের রাজ্যপাল করে পাঠাবেন। একটুও না ঘাবড়ে গিয়ে হরেন্দ্রকুমার বলেন, রাজ্যপাল হয়েও তাঁর নিজের যদি এই পরিবেশে থাকতে অসুবিধা না হয় তবে তাঁর অতিথিরা যত বড় মাপের ভি.আই.পি হোক তাদের এখানে থাকতে হবে, তিনি নিশ্চয়ই রাজভবনের ধুলো-মাটিতে থাকেন না,তবে রাজভবন ফাইভ স্টার হোটেল হবে না। একবার হরেন্দ্রকুমারকে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি রাজি হননি। জন্মভূমি বাংলা ও বাঙালিকে বড় ভাল বাসতেন। দিল্লির বড়কর্তাদের কথায় না চলে নিজের মত চলেছেন।

হরেন্দ্রকুমার ত্রিবাঙ্কুর গিয়েছিলেন, জনসংখ্যায় সেখানে অনেক খ্রীষ্টান ধর্মের মানুষ। একটি সভায় তাঁকে বক্তব্য রাখতে হবে। সভা লোকে লোকারণ্য। সভার প্রধান উদ্যোক্তা হরেন্দ্রকুমারকে পরিচয় করিয়ে দিলেন ভদ্রলোক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মর্ডান রিভিউয়ের' নিয়মিত লেখক। তাঁর অন্য পরিচয় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক একথা হল গৌণ, তিনি যে ওই পত্রিকার প্রবন্ধ লেখক এটাই পরিচয়।

পাঠকদের দরবার

বারাসতে হেস্টিংস হাউস

রানা বন্দ্যোপাধ্যায়

বারাসাতে চাঁপাডালি বাসস্ট্যান্ড বা তিতুমীর বাস স্ট্যান্ডের পেছনেই আছে একটা বড়ো পুকুর। চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সামনে বড়ো লোহার গেট। ভেতরে একটি বড়সড় পুকুর ঘিরে সাজানো গোছানো বাগান। আর একটা সুদৃশ্য বাড়ী বা ওইরকম কিছু চোখে পড়লো, বাইরে থেকে। কারণ গেটে তালা মারা থাকায় ভেতরে ঢুকতে পারিনি। এই পুকুরটাকে সবাই হাতিপুকুর নামেই চেনে। যদিও বর্তমানে এই হাতিপুকুরের নাম পরিবর্তন করে সিরাজ উদ্যান রাখা হয়েছে। তবে, এই পুকুরকে খুঁড়ে ছিল সেই নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে সিরাজউদ্দৌল্লা যখন কলকাতা আক্রমণ করেন, তখন মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা যাবার পথে এখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সঙ্গে অনেক হাতি থাকায় তাদের পিপাসা মেটানোর জন্য এবং আরও অন্যান্য কাজের জন্য সিরাজ এই পুকুর খনন করিয়েছিলেন।

আবার কেউ বলেন, বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এই পুকুর খনন করিয়ে ছিলেন। কারণ এই পুকুরের খানিকটা পেছনেই আছে একটা দোতলা সুদৃশ্য ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত বিশাল অট্টালিকা, যার পোশাকি নাম, হেস্টিংস হাউস। আবার এই বাড়ীটিকে তৈরী করেছিলেন, তাই নিয়েও মতভেদ আছে। কেউ বলেন এটা হেস্টিংস তৈরি করিয়েছিলেন। কেউ বলেন, তার আগেও এই বাড়ীটির অস্তিত্ব ছিল। তো ইতিহাস নিয়ে তর্ক বিতর্ক ছিল, আছে এবং থাকবে। আমাদের ওসব নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।

পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজরা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নিল। কলকাতায় কুঠি, বাসস্থান, দুর্গ ইত্যাদি তৈরী করতে শুরু করে দিল। তখনকার কলকাতা তো আর এখনকার মতন ছিলো না। ঝোপঝাড়, ডোবা, পুকুর, মাটির রাস্তা, মশা, মাছি, ম্যালেরিয়া, কলেরা সব ছিল। তো শাসনকার্জ ও অফিসিয়াল কাজকর্ম সারার জন্য তো কলকাতাতেই থাকতে হতো। কিন্তু সেখানে তাদের মন কিছুতেই টিঁকছিল না। সেখানে আমোদ প্রমোদের ঠিকমতো বন্দোবস্ত ছিলো না। না ছিলো কোনো ক্লাব, যেখানে সন্ধ্যেবেলা গিয়ে একটু তাস খেলতে পারে। না ছিল কোনো ক্লাব, যেখানে সন্ধ্যেবেলায় একটু বন্ধুবান্ধব নিয়ে খানাপিনা, নাচ গান ইত্যাদি করতে পারে, তাস খেলতে পারে। না ছিল কোনো ঘোড়দৌড়ের মাঠ। না কোনো রঙ্গমঞ্চ। না ছিল কোনো পার্ক।

তাই বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস (কার্যকাল ১৭৭৩/৭৪ থেকে ১৭৮৫ সাল), সপ্তাহান্তিক সময় কাটানো ও বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমোদপ্রমোদ করার জন্য কলকাতা থেকে সামান্য দূরে বারাসাতে এই বাড়ীটি তৈরী করিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। বাড়ীটি দোতলাগ্ধ বহুকোণবিশিষ্ট, ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত এই বাড়ী। সদর দরজা উত্তর দিকে। বাড়ীর সিঁড়ি কাঠের তৈরী। অত্যন্ত মজবুত সে সিঁড়ি। দোতলার বড়ো নাচঘরের মেঝেটা সম্পূর্ণ ওক কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী। তবে এখন আর মেঝের তক্তা নেই। খালি লোহার টানা বিমগুলো রয়ে গেছে। নীচে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকালে বিমের ফাঁক দিয়ে সিলিং দেখা যায়। বাড়ীটির দরজা জানালাগুলো বেশ বড়ো বড়ো। দোতলায় একটা গুপ্ত কক্ষ ছিল, আর সেই কক্ষে একটা গোপন সুড়ঙ্গ পথ ছিল। প্রত্যকেই এই সুড়ঙ্গের কথা বলে গেছেন।

প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে জেলায় রাজ্যের আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়্গপুর, ৭ ডিসেম্বরঃ জেলায় জেলায় চলছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ। যে সব কাজের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সরাসরি যোগ রয়েছে। কিন্তু সেই সমস্ত কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় বলেই মনে করছে নবান্ন। সেই কারণে জনমুখী ওই সমস্ত প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে এ বার পদস্থ আধিকারিকদের দায়িত্ব দিল রাজ্য। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁরা খতিয়ে দেখবেন 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের কাজ। খোঁজ নেবেন উপভোক্তারা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেয়েছেন কি না। না পেলে, কেন পাননি? যদি টাকা পেয়ে থাকেন তা হলে সে টাকায় বাড়ি তৈরি করেছেন কি না। বাড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ না হলে, তার নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে। কোনও ক্ষেত্রে জমির অভাবে কারও বাড়ি তৈরি আটকে রয়েছে কি না। সে ক্ষেত্রে কী ভাবে সে কাজ সম্পন্ন হবে তার পথও বাতলে দেবেন ওই আধিকারিকরা। দুয়ারে কড়া নাড়ছে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন। সেই ভোটে ও ভোটের প্রচারে 'উন্নয়ন' যে একটা বড় 'ইস্যু' তা বলাই বাহুল্য। আর 'বাংলার বাড়ি' এমন একটি প্রকল্প যাতে সরাসরি একটি পরিবার উপকৃত হয়। ইতিমধ্যেই পশ্চিম মেদিনীপুরে এই প্রকল্পে প্রায় ১ লক্ষ ৯ হাজার বাড়ি তৈরির কাজ শেষের পথে। ডিসেম্বরের মধ্যেই ফের এই প্রকল্পে আরও ১ লক্ষ ৭৬ হাজার উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। ফলে নির্বাচনের আগে সবার বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই তার সুফল পাবে শাসকদল। আবার 'পথশ্রী' প্রকল্পে একটি গ্রাম বা একটি পাড়ার বহু মানুষ উপকৃত হবেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত জেলার বহু রাস্তাকে ঘিরে মানুষের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। কারণ, কর্দমাক্ত পথে গাড়ি ঢুকত না। রোগীদেরও নিয়ে যেতে হতো ভুলিতে। মানুষের ক্ষোভ সামাল দিতে এ বার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পথশ্রী-৪ প্রকল্পে ৬৫৯টি নতুন রাস্তা পেয়েছে। সেই কাজ দ্রুত সম্পন্ন না হলে মানুষের মন পাওয়া কঠিন। একই ভাবে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পেও প্রতি বুথে ১০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ হয়েছে। এক একটি ব্লক ১০-১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত পেয়েছে। সেই টাকায় এলাকার মানুষের দাবি মতো, নিকাশি নালা, স্কুলের ভবন সংস্কার, রাস্তা নির্মাণ কিংবা কালভার্ট তৈরি হবে। কাজগুলো শেষ না হলে ক্ষোভ কিন্তু থেকেই যাবে।

'ছেলের সংসারে থাকতে হলে ছেলে-বৌ-এর কথা শুনতেই হবে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ৭ ডিসেম্বরঃ পারিবারিক অশান্তির জের। বিষ খেয়ে আত্মঘাতি এক দম্পতি। অভিযোগ, সংসারে প্রতিদিন অশান্তির জেরে আত্মঘাতী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিবাদী পল্লী এলাকায়। সেখানকার বাসিন্দা দম্পতি নারায়ণ সিংহ এবং রিনা সিংহ। নারায়ণ সিংহের বয়স ৭২ বছর এবং রিনা সিংহের বয়স ৬৫ বছর। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত একমাস আগে রিনা প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন। সেই কারণে ঠিকমত চলাফেরা করতে পারে না। স্বামী নারায়ণ তাঁকে সবসময় সাহায্য করতেন। তবে ছেলে-বৌমা সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারিবারিক অশান্তিতে জড়িয়ে পড়তেন। পরিবার সূত্রে জানা যায়, নারায়ণ একটু রাগী স্বভাবের ছিল। তাঁর ছেলে বলেন, ''মায়ের শরীর খারাপ হওয়ার পর বাবার রাগ আরও বেড়ে যায়। মাঝে মধ্যেই এই নিয়ে বৌমাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হত। গতকাল কোনও একটি বিষয়ে বৌমার সাথে কথা কাটাকাটি হয়।'' জানা যাচ্ছে, বৌমার সঙ্গে অশান্তির পর নারায়ণ অভিমানবশত প্রথমে স্ত্রী রিনা সিংহকে বিষ খাওয়ান। তারপরে নিজেও বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই তড়িঘড়ি তাদের শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসা চলাকালীন প্রথমে রিনা সিংহের মৃত্যু হয়। পরবর্তীকালে নারায়ণ সিংহ মারা যান। ঘটনায় রীতিমতো নেমে এসেছে শোকের ছায়া। অন্যদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়, শান্তিপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ দুটিকে ময়নাতদন্তের জন্য শান্তিপুর থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এরপর এ দিন মা-বাবার মৃত্যুর পর ছেলে বলেন, ''ছেলের সংসারে থাকতে হলে ছেলে-বৌ-এর কথা শুনতেই হবে এটাই স্বাভাবিক। উনি জেদি ছিলেন। এর আগেও বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।''

'মুখ্যমন্ত্রীকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাইছে'

সফরের আগে তৃণমূলে চিড়! উদয়ন-অভিজিৎকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন রবীন্দ্রনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৭ ডিসেম্বরঃ একজন প্রাক্তন, অন্যজন বর্তমান। কোচবিহারে তৃণমূলের অন্দরে এই দুইকে ঘিরে শোরগোল তুঙ্গে। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরের তিন দিন আগে প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তাও আবার উত্তরবঙ্গের মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে। এই বিতর্কের চক্রব্যূহ দু'জনকে ঘিরে। একজন প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। অন্যজন বর্তমান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। আর এদের মাঝে তৃতীয় শক্তি কোচবিহারের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ওরফে হিপ্পি। এখন আর মন্ত্রীত্ব নেই। তবে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। সম্প্রতি তাঁর নামে পাশে জুড়ে গিয়েছে 'খুনের অভিযোগ'। ঘটনার সূত্রপাত গত আগস্ট মাসে। যুব তৃণমূল নেতা অমর রায়ের খুনের ঘটনায় দলের একাংশের দিকে আঙুল তুলেছিলেন মৃতের মা-বাবা। অমরের মা কুন্তলা রায় ডাউয়াগুড়ি পঞ্চায়েতের প্রধান। বাবা মহিম রায় পেশায় ব্যবসায়ী। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় ৫ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে মৃতের মায়ের দাবি, মূল অভিযুক্তরা অধরা। তাঁর

অভিযোগ, মূল অভিযুক্তদের মধ্যে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অন্যতম। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঘোষের দাবি, তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। দলের নেতারাই এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। প্রাক্তন মন্ত্রীর কথায়, ''চেয়ারম্যান পদ পাওয়ার থেকেই নানা জটিলতা তৈরি করা হচ্ছে। কখনও বিক্ষোভ, কখনও সাদা কাগজে কাউন্সিলরদের চাপ দিয়ে সই করিয়ে অনাস্থা প্রস্তাব আনছে। এখন আবার খুনের মামলাতেও ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। এই সবের মূলে দু'জন রয়েছেন। একজন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। অন্যজন, জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।'' তাঁর আরও অভিযোগ, ''আমার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলছে। আমার রাজনৈতিক ভাবমূর্তি নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, কেরিয়ার শেষ করে দিতে চাইছে, মানুষের কাছে আমাকে ছোট করতে চায় ওরা। আমি পুরসভার চেয়ারম্যান পদে বসার পর প্রাক্তন সাংসদ পার্থ প্রতীম রায়ের সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেটা তো মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর সেই দূরত্ব মিটিয়ে নিয়ে যে দিন থেকে দলকে আরও সংগঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছি, ঠিক সেদিন থেকেই আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরও তীব্র হয়েছে।'' দোরগোড়ায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এমন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চাপে ফেলবে না তো ঘাসফুল শিবিরকে? বরাবরই উত্তরবঙ্গে রাশ ভারী বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনে আগের তুলনায় অনেকটাই ভাল ফল করেছিল তৃণমূল। সামনেই আবার পরীক্ষা। তার আগে এমন 'অস্বস্তি' ঠিক নয় বলেই দাবি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের। তাঁর কথায়, ''মুখ্যমন্ত্রী আসছেন। এমন সময় এই পরিস্থিতি ঠিক নয়। মুখ্যমন্ত্রীকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাইছে। জেলা সভাপতি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে পদত্যাগ করতে বলছে। মুখ্যমন্ত্রী আসছেন। সুযোগ পেলে কথা বলব। না পেলে চিঠি লিখব। আর এই সব কিছু না মিটলে এর একটা প্রভাব নির্বাচনেও পড়বে।'' রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অভিযোগের ভিত্তিতে মন্ত্রী উদয়ন গুহ এবং জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। অবশ্য এই ঘটনায় পালে হাওয়া পেয়েছে বিজেপি। জেলা সভাপতি অভিজি বর্মন জানান, ''তৃণমূলের কোন্দলের জেরে এসব হচ্ছে। আজ যারা তৃণমূল করে তাঁরা কেউ তৃণমূলের শুরুর দিকে ছিলেন না।''

বাবরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পরের দিনই হুমায়ুন বললেন 'আমি পদত্যাগ করব না'

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৭ ডিসেম্বরঃ 'নতুন দল করব', 'বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করব' তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পরই এই কথা ঘোষণা করেছিলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তবে এবার 'পাল্টি' খেলেন তিনি। আজ অর্থাৎ রবিবার হুমযুন জানালেন তিনি পদত্যাগ করছেন না। প্রথমে ভেবে থাকলেও এখন পদত্যাগ করবেন না বলে জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু কেন? বিধায়কের বক্তব্য, শুধুমাত্র ভরতপুরের মানুষের কথা ভেবেই তিনি এই পদত্যাগ করছেন না। সত্যিই কি তাই? নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কৌশল আছে? তাঁর আজকের মন্তব্যে এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ঘোষণার পরপরই শুরু হয়েছে দলের সঙ্গে ঝামেলা বেধেছে হুমায়ুনের। এরপর দল তাঁকে সাসপেন্ড করে। সঙ্গে-সঙ্গে হুমায়ুন ঘোষণা করেন যে তিনি দল ছাড়বেন। তীব্র আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বলেন, ''বাংলায় ৩৭ শতাংশ সংখ্যালঘু আছে। তাদের সিংহভাগের ভোট পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা। খুব অহঙ্কার হয়েছে। চূর্ণ করব আমি। আমি ওঁকে প্রাক্তন করবই।'' সেই সময়ই হুমায়ুন জানিয়েছিলেন, নতুন দল গড়বেন আগামী ২২ তারিখ আর বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেবেন আগামী ১২ ডিসেম্বর। শুক্রবার বাবরী মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তরের অনুষ্ঠান হয়েছে। আর ঠিক তার পরের দিন হুমায়ুন জানালেন তিনি পদত্যাগ করবেন না। ভরতপুরের বিধায়ক বলেন, ''আমি পদত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেছিলাম। এখানে যাঁরা ইউসুফকে ভোট দিয়ে সাংসদ করেছেন, তাঁকে খুঁজে পায় না। বহু নথিতে সই করতে হয়। তারা বলছে আমায় আপনি পদত্যাগ করবেন না। আপনাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছি, প্রতীক কী নেবেন আপনার ব্যাপার। আবার আপনাকে ভোট দিয়ে এমএলও বানাব। ভরতপুরের মানুষের জন্য আমি পদত্যাগ করব না।'' সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই যে তিনি পদত্যাগ করবেন না সেই কথা আরও একবার স্পষ্ট করে জানালেন তিনি।

উন্নয়নের কাজেও বাধা, পূর্ব মেদিনীপুরে ভরসা সেই সালিশি সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাঁশকুড়া, ৭ ডিসেম্বরঃ সালিশি কোনও বৈধতা সভার আইনি নেই। কিন্তু 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত করতে বহু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক লোকজনকেও ভরসা করতে হচ্ছে সালিশি সভার উপরেই! এমনই অভিযোগ উঠছে পূর্ব মেদিনীপুরে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫ জানুয়ারির আগে ওই প্রকল্পের যাবতীয় কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। অভিযোগ, এই প্রকল্পের কাজ যেহেতু একেবারে পাড়া স্তরে, তাই স্থানীয় ভাবে কাজ করতে গিয়ে অনেক সময়ে বাধা আসছে। আটকে যাচ্ছে বহু কাজ। সেই জট কাটাতে স্থানীয়দের নিয়ে সালিশি সভা করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরাও। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ হয়েছে পাঁশকুড়া পশ্চিম বিধানসভায়। কাজও যেমন বেশি, জটিলতাও কিছু কম নেই। বহু জায়গায় জমি জটের কারণে থমকে আছে কাজ। বেশি সমস্যা দেখা দিয়েছে ঢালাই রাস্তা নির্মাণ ও জলের পাইপ লাইনের কাজে। পাড়ায় বিবাদের জেরে কেউ এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়তে নারাজ। অথচ, রাজ্য সরকারের স্পষ্ট নির্দেশ আছে, কোনও অজুহাতে আটকে রাখা যাবে না 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের কাজ। অগত্যা কাজে গতি আনতে বেআইনি জেনেও ভরসা করতে হচ্ছে সালিশি সভার উপরেই। পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিরা সালিশি সভার আয়োজন করছেন। সেখানে উপস্থিত থাকছেন প্রশাসনের লোকজনও। সভায় স্থানীয়দের মুখে সমস্যার কথা শুনে তাঁদের বুঝিয়ে কাজ শুরু হচ্ছে। পাঁশকুড়া পুর-এলাকায় ৩০৩টি কাজের জন্য ৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন পুরসভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তথা তমলুকের মহকুমাশাসক দিব্যেন্দু মজুমদার। পাঁশকুড়া পুরসভায় মূলত ঢালাই রাস্তা নির্মাণ ও জলের পাইপ লাইনের কাজ হচ্ছে। শহরের একাধিক ওয়ার্ডে পাইপ লাইনের কাজে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। পুরসভার আধিকারিকরা দ্রুত এলাকায় গিয়ে স্থানীয়দের নিয়ে সভা করার পরে ফের কাজ শুরু করেছেন। পাঁশকুড়া ব্লক এলাকায় ২৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ব্লকের অন্তত ১০টি জায়গায় স্থানীয়দের একাংশের আপত্তির জেরে ঢালাই রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পাঁশকুড়ার দেভোগে রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনাও ঘটেছে। জট কাটাতে সেখানেও সালিশি সভার উপরেই ভরসা রাখছে প্রশাসন। পাঁশকুড়া ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সুজিতকুমার রায় বলেন, ''বেশ কয়েকটি জায়গায় রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েতগুলোকে সালিশি সভা ডাকতে বলা হয়েছে। সেখানে সবার অভিযোগ শুনে সমাধান করা হবে।'' জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের কাজে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এখনও পর্যন্ত দু'শোরও বেশি অভিযোগ সামনে এসেছে। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, ''রাজ্যের নির্দেশ, দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয়দের আপত্তির জেরে কাজ হচ্ছে না। সরকারি নির্দেশ কার্যকর করতে আমাদেরও ছুটতে হচ্ছে এলাকায়। সালিশি সভায় সবার সঙ্গে কথা বলে সমাধানসূত্র বের করতে হচ্ছে।''

NIT NO.: 570/SGP/2025
Dated: 05/12/2025
Last date of Submission On or before **15/12/2025 (up-to 4.30PM).** Date of Opening-**18/12/2025 (From 04.30 P.M).** (For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in)**
Sd/- **Pradhan**
Shibrampur Garm Panchayat

'গায়ে চাপা ছিল শুধু রক্তমাখা চাদর', ৪০ বছরের মহিলার অবস্থা দেখে শিউরে উঠছেন প্রতিবেশীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নোদাখালি (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)ঃ জঙ্গল থেকে উদ্ধার এক মহিলার দেহ। অর্ধনগ্ন ওই মহিলার দেহ উদ্ধার হতেই তুমুল চাঞ্চল্য এলাকায়। জানা গিয়েছে, বাড়ি পাশের একটি জঙ্গলের মধ্যে পড়েছিল ওই মহিলার দেহ। পরিবার ও প্রতিবেশীদের দাবি, ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। তবে পুলিশ বলছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না এলে বলা যাচ্ছে না আদৌ ধর্ষণ করা হয়েছে কি না। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নোদাখালী থানা এলাকায়। সেখানই রাত আটটা নাগাদ বাড়ির পাশের ওই জঙ্গলে এক মহিলাকে পড়ে থাকতে দেখেন এলাকার মানুষজন। শাড়ি-জামাকাপড় অবিন্যস্ত অবস্থায় ছিল তাঁর। শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন। স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসতেই তাঁরা ওই মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান হাসপাতালে। খবর দেওয়া হয় পুলিশেও। সেখানেই চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন তাঁকে। মৃত ওই মহিলার পরিবারের অভিযোগ, বাড়ির পাশেই জঙ্গলের মধ্যে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তাঁকে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে আটক করেছে নোদাখালি থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই খুনের মামলা রুজু করে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের পরই বলা সম্ভব আদৌ ধর্ষণ হয়েছে

নাকি নয়। স্থানীয় এক প্রতিবেশী মহিলা বলেন, ''আমরা যে যার ঘরে বসে টিভি দেখছিলাম। পৌনে ন'টা নাগাদ আমার জা ডাকছে যে ওই মহিলাকে মেরে ফেলে রেখে গেছে কেউ। দৌড়ে সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি পড়ে আছে। গায়ে শুধু চাদর চাপা আছে। আমরা যা বুঝলাম ধর্ষণ করে মেরে ফেলে দিয়েছে। যে চাদর গায়ে দেওয়া ছিল তাতে রক্ত লেগেছিল। ওর কারও সঙ্গে কোনও শত্রুতা ছিল না। খুব ভাল মেয়ে। স্বামী মারা গিয়েছে। বাড়ি থেকে একদম কাছেই পাওয়া গেছে।''

খেলতে গিয়ে এই কাণ্ড হবে কে ভেবেছিল! চিরতরে চলে গেল ৩ বছরের ফুটফুটে বাচ্চাটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৭ ডিসেম্বরঃ ধসে গেল নির্মীয়মান পাকা বাড়ির দেওয়ালের একাংশ। তাতেই মৃত্যু ৩ বছরের ফুটফুটে শিশুর। শনিবার বিকালে মর্মান্তিক এ ঘটনা ঘটেছে বাঁকুড়ার জয়পুর থানার গড় গ্রামে। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম। জয়পুর থানার গড় গ্রামের বাসিন্দা ঝন্টু লোহারের বাড়ির পাশে প্রায় এক বছর ধরে ধীরে ধীরে একটি পাকা বাড়ি তৈরির কাজ করছিলেন প্রতিবেশী জগন্নাথকোটাল। স্থানীয় সূত্রে খবর, নির্মীয়মান সেই বাড়ির দুই দেওয়ালের মাঝে বাঁশ টাঙিয়ে কাঁথা শুকাতে দিয়েছিলেন এলাকার অন্য এক বাসিন্দা। তবে এই প্রথমবার নয়, এলাকায় গেলে প্রায়শই এই ছবি দেখা যেত। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই জায়গায়তেই শনিবার বিকালে খেলছিল ঝন্টু লোহারের বছর তিনেকের ছেলে রোহন লোহার। খেলতে খেলতেই আচমকা কাঁথা ধরে টান দেয়। আর তখনই ওই বাচ্চার উপর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে নির্মীয়মান ওই বাড়ির দেওয়ালের একাংশ। এ ঘটনাতেই গুরুতর জখম হয় শিশুটি। ওখানেই জ্ঞানও হারিয়ে ফেলে। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে দেন। মর্মান্তিক এ ঘটনার কথা চাউর হতেই শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃত শিশুর মা রচনা লোহার। শোকস্তব্ধ আত্মীয়-পরিজনরাও। চোখে জল প্রতিবেশীদেরও। খবর গিয়েছে পুলিশের কাছেও। জয়পুর থানার পুলিশ পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখছে।

মিউটেশন আবেদনকারীর নামঃ
১) গে শেরিং রঙগং
(২) কিশোর কুমার রাই
আমোক্তারদাতাগণঃ
(১) মতি হেমরম
(২) সংগ্রাম মাঝি
আমোক্তারনামা নংঃ
(1) I-5204 তাং 27/09/2022
(2) I-608 তাং 29/01/2025
আমোক্তারনামা বলে কৃত দলিল নং ও জমির তফশিলঃ
(1) I-5242 তাং 10/11/2025
ব্লক- খড়িবাড়ি, মৌজা- ডাঙ্গাপরাভিটা, জেলা- দার্জিলিং, দাগ নং- 272, 381, 385, 387 খতিয়ান নং- 899
(2) I-5182 তাং 06/11/2025
ব্লক- খড়িবাড়ি, জেলা- দার্জিলিং, দাগ নং- 142, খতিয়ান নং- 26
উপরিউক্ত তফশিলে উল্লেখিত দলিল বলে আবেদনকৃত মিউটেশন কেসে কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে খড়িবাড়ি BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করুন।
বিজ্ঞপ্তিদাতাগণঃ
(১) গে শেরিং রঙগং
(২) কিশোর কুমার রাই

শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের এই বুথে নেই একজনও মৃত ভোটার? নজরে রাখছে কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দ্রোকানা (পশ্চিম মেদিনীপুর), ৭ ডিসেম্বরঃ রাজ্যজুড়ে বেশ কিছু বুথ রয়েছে কমিশনের নজরে। যে বুথে মৃত ভোটার নেই। এমনকী, সেখানে ঠিকানাও বদল করেননি অনেকে। এই সকল বুথগুলি নজরে রয়েছে কমিশনের। এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। তবে রাজ্যের বাকি জেলার অনেকবুথেই এমন লক্ষ্য করা গিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম একটি হল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় চন্দ্রকোনা পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড। সেখানকার একটি বুথে ৫১৭ জন ভোটার। কিন্তু মৃত ভোটার নেই একজনও। সেই কারণে এই বুথে বিশেষ নজর দিয়েছে প্রশাসন। চন্দ্রকোনার এই ১৪৮ নম্বর বুথে মোট ভোটারের সংখ্যা ৫১৭। মোট এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজ হয়েছে ৫১৩ জনের। ৪ জন স্থায়ীভাবে ঠিকানা বদল করেছেন। চন্দ্রকোনা পৌরসভার ১২টি ওয়ার্ডে। মোট ২১টি বুথ রয়েছে। ২০টি বুথ মিলিয়ে

মৃত ভোটারের সংখ্যা ২৪৯। সেখানে একমাত্র ১৪৮ নম্বর বুথেই নেই কোনও মৃত ভোটার। এমনই বলছে বিধানসভা ভিত্তিক নির্বাচন কমিশনের দেওয়া প্রতিদিনের রিপোর্ট। যা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এই ১৪৮ নম্বর বুথের বিএলও বিকাশ লাহা বলেন, ''আমার বুথের ভোটার তালিকা পুরো যাচাই করুক কোনও অসুবিধা নেই। আমি ২০১২ সাল থেকে এই কাজ করছি। আমার বুথে কেউ মারা গেলে ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়ার ১৫ দিনের পর আমি খোঁজ নিয়ে তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া কাজ করে এসেছি। এসআইআর শুরু হওয়ার আগেও আমি দু'জন মৃত ভোটারের নাম বাদ দিয়েছি। পৌরসভার দেওয়া ডেথ লিস্ট ও ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখলেই তো স্পষ্ট হয়ে যাবে। এটা নিয়ে ভাববার কিছু নেই।'' এই বুথের বিএলও বিকাশ লাহা জানালেন, এই বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারবেন না। তবে বিএলও'র কাজ নিয়ে যে তাঁদের মধ্যে কোনো অসন্তোষ নেই তা স্পষ্ট করেন। প্রসঙ্গত, এই বুথের গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা উত্তম হাতি দেড় বছর আগে মারা গিয়েছেন। বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী বন্দনা হাতি। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এসআইআর শুরু আগেই তাঁর স্বামীর নাম ভোটার তালিকা বাদ দিতে তার বাড়িতে বিএলও এসেছিলেন। তিনি যাবতীয় তথ্য নিয়ে গিয়েছেন। এমনকী তালিকা থেকে স্বামীর নাম বাদ দেন বলেও জানিয়েছেন বন্দনা দেবী। তারপর কীভাবে এই ঘটনা তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না।

OFFICE OF THE BOARD OF ADMINISTRATORS
BUNIADPUR MUNICIPALITY
P.O. Buniadpur, Dist: Dakshin Dinajpur, Pin:733121

E-TENDER

Tender are hereby invited from the eligible contactors/suppliers for the different works as specified in **NIT No.-2126/BPM/N-208/2025, NIT No.-2127/BPM/N-209/2025, NIT No.-2128/BPM/N-210/2025, NIT No.-2129/BPM/N-211/2025, NIT No.-2130/BPM/N-212/2025, Dated- 05/12/2025,** Closing date-**17/12/2025, 6.55 PM.** For details please contact the office of the Chairperson, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.
Sd/- **Chairperson**
Buniadpur Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. C.E. (M)/(S&D), KMC** invites e-tender online percentage/item wise rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/S-39/25-26 (1st Call)
Name of the work : **Supply & fitting fixing of 3 nos. GM valve with related plumbing works and repairing of base structure of de-watering pump with allied works at BDPS.** Estimated Cost : **Rate to be quoted.** Earnest Money: ₹ **3,200.00.** Period of completion : **15 days.** Last date and time of submission of Bid : **06.01.2026 at 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **20.12.2025 at 5 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/GRBU/T33/25-26 (1st Call)
Name of work : **Contractual arrangement for attending any type of fault along with routine up keeping of HT and LT electrical network at Jinjira Bazar DPS under GRBU (for 5 Months.).** Estimated Amount : ₹ **2,97,970.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **5 months.** Last date and time of submission of Bid : **02.01.2026 up to 6 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **17.12.2025 at 6 p.m.** The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2). For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen.

The **Director General/S&D, KMC** invites e-tender online item wise rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/BDPS/ES-7/25-26 (1st Call)
Name of the work : **Incorporation of modern relaying equipment in 5 nos MCC with thorough servicing of existing panel of submersible pump at CPT Canel & KDPS under BDPS.** Estimated Cost : **Rate to be quoted.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **10 days.** Last date and time of submission of Bid : **02.01.2026 at 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **23.12.2025 at 5 p.m.**

(2) NIT No. : GRBU/DH/E2/25-26 (1st Call)
Name of the work : **Repairing, servicing and overhauling of motor starter panels including incorporation of Motor Protection Relay with allied electrical works at Dhankheti Khal LS under GRBU.** Estimated Cost : **Rate to be quoted.** Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of completion : **7 days.** Last date and time of submission of Bid : **10.01.2026 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.12.2025 at 1 p.m.** The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

(3) NIT No. : KMC/S_D/TDPSA/09/25-26 (1st Call)
Name of work : **Replacement of MS strainer no. 1 with other allied works at the main incoming sewer channel of Topsia Point A Drainage Pumping Station.** Estimated Amount : ₹ **4,98,487.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **15 days.** Last date and time of submission of Bid : **05.01.2026 – 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.12.2025 (5 p.m.).**

(4) NIT No. : KMC/GRBU/T27/25-26 (1st Call)
Name of work : **Complete re-winding, servicing and overhauling of 5.89 cusec submersible Pump motor unit no. 1 at New Santoshpur DPS under GRBU.** Estimated Amount : **Rate to quoted.** Earnest Money: ₹ **7,200.00.** Period of completion : **15 days.** Last date and time of submission of Bid : **03.01.2026 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **17.12.2025 (5 p.m.).** The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 3 & 4). For corrigendum (f any), the same website has to be seen. (for Sl. No. 2 to 4).

The **Director General (M)/Roads, KMC** invites e-tender online quotation two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-37/2025-26
Name of work : **Supply & fitting fixing of gathering & slinger belt for Batch Mix plant at Asphaltum Goragacha.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of completion : **7 days.** Last date and time of submission of Bid : **06.01.2026 – 11 a.m.** Bid opening date for technical proposal : **08.01.2026 – 12 Noon.**

(2) NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-39/2025-26
Name of work : **Repairing, replacement work of transmission, fly wheel, AEB calibrator etc. & other allied works of payloader CCAG 3 under Asphaltum Goragacha.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **7 days.** Last date and time of submission of Bid : **06.01.2026 – 1.30 p.m.** Bid opening date for technical proposal : **08.01.2026 – 2.30 p.m.**

(3) NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-41/2025-26
Name of work : **Repairing of 1.7 CuM Capacity Bucket of payloader JCB/1 with replacement of toe plate, teeth and allied works under Asphaltum Goragacha.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **7 days.** Last date and time of submission of Bid : **06.01.2026 – 1 p.m.** Bid opening date for technical proposal : **08.01.2026 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **12.12.2025 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1). & **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 2 & 3).

CORRIGENDUM

(1) NIT No.: KMC/XIV/128/086/25-26/APAS (1st Call), (2) NIT No.: KMC/XIV/128/087/25-26/APAS (1st Call), (3) NIT No.: KMC/XIV/128/085/25-26/APAS (1st Call), (4) NIT No.: KMC/XIV/128/055/25-26/R (1st Call). Published in this Newspaper on **10.11.2025** (Key No. 1350/25-26) of **Engineering (Civil), Br-XIV Department** (for Sl. No. 2 to 4 and 6). Last date and time of submission of Bid will be **09.12.2025 (9 a.m.)** instead of 25.11.2025 (11 a.m.) (for Sl. No. 1 to 4). and tender opening date will be **11.12.2025 (9 a.m.)** instead of 27.11.2025 (11 a.m.) (for Sl. No. 1 to 4). All the other words will remain unaltered. (for Sl. No. 1 to 4).

(1631/25-26)

অফবিট

বিশৃঙ্খলাটির জন্য দায়ী কি দেশের বৃহত্তম এয়ারলাইন ইন্ডিগো

বিয়ের আসরেও বিশৃঙ্খলা,ইন্ডিগোর কারণে অনলাইনে রিসেপশন

বিয়ের উৎসবে সবাই যেমন একটি অপরূপ মুহূর্তের সাক্ষী হতে চায়, তেমনই আনন্দে মেতে ওঠার শখও থাকে সকলের। তবে এবার এই উসবে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন হলো, যেখানে নবদম্পতি উপস্থিত ছিলেন না বাস্তবের অনুষ্ঠানে, বরং আসরটি হয়ে ওঠে পুরোপুরি অনলাইন। সেই রিসেপশন, যেটি স্বাভাবিকভাবেই একটি আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করার কথা ছিল, তা পরিণত হলো এক চরম বিশৃঙ্খলার মঞ্চে- আর এই বিশৃঙ্খলাটির জন্য দায়ী দেশের বৃহত্তম এয়ারলাইন ইন্ডিগো।

নবদম্পতি সংগ্রাম দাস ও মেধা ক্ষীরসাগরের এই গল্প, গত ২৩ নভেম্বর বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও তাদের রিসেপশনে উপস্থিত না থাকতে পারার অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ আলোচিত। তারা দুজনেই বেঙ্গালুরুতে চাকরি করেন, কিন্তু তাঁদের বাড়ি যথাক্রমে ভুবনেশ্বর (ওড়িশা) এবং কর্নাটকে। ২৩ নভেম্বর তাদের বিয়ে হয়ে গেলেও রিসেপশনের আয়োজন ছিল ৩ ডিসেম্বর। কিন্তু তার আগেই ঘটে গেলো এক অপ্রত্যাশিত বিপত্তি- ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের কারণে। মেধার মা জানালেন, ৩ ডিসেম্বর, রিসেপশন অনুষ্ঠানের দিন ভোরে যখন তারা আশা করেছিলেন নবদম্পতি এসে উপস্থিত হবেন, তখন খবর আসে যে তাদের উড়ান বাতিল করা হয়েছে। তবে, তারা তখনও আশা করেছিলেন, পরবর্তী উা।নে তাঁরা হয়তো আসতে পারবেন। কিন্তু যখন আরও একাধিক উড়ান বাতিল হলো এবং পরিস্থিতি স্পষ্ট হয়ে গেল যে তারা আর আসতে পারবেন না, তখন কোনো বিকল্প না পেয়ে রিসেপশন আয়োজনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে উক্ত অনুষ্ঠানটি অনলাইনেই আয়োজন করা হয়। সত্যিই, এই ধরনের বিশৃঙ্খলা কেবলমাত্র ভারতীয় বিমানসংস্থার অব্যবস্থাপনার প্রতিফলন নয়, এটি সেবাদাতাদের উপর ভরসা হারানোর প্রমাণও বটে। একদিকে বিয়ের দিনটির তাপর্য এবং অন্যদিকে, বিমানের উা।ন বাতিল হওয়ায় সৃষ্ট দু ঃখজনক পরিস্থিতি, এই দুয়ের মধ্যে পাঁজরের মতো চাপ সৃষ্টি হয়েছিল নবদম্পতির উপর। এই ঘটনা শুধু এই এক দম্পতির উপরই প্রভাব ফেলেনি। গত ৪ দিন ধরে ইন্ডিগোর পরিষেবায় বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন বিমানবরগুলোতে যাত্রীদের ভোগান্তির শেষ নেই। অন্তর্দেশীয় বেশ কয়েকটি বিমান বাতিল করা হয়েছে এবং তা যাত্রীদের জন্য হয়ে উঠেছে এক অমীমাংসিত পরিস্থিতি। বিভিন্ন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বহু যাত্রী তাদের কষ্টের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন, যেখানে দীর্ঘসময় বিমানবন্দরে অপেক্ষা করার পরও তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এমন পরিস্থিতির মধ্যে, যখন দেশের বিমানসংস্থার খ্যাতি ঝুঁকির মধ্যে পা।ছে, তখন একদিকে যেমন যাত্রীদের মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে, তেমনি রাজনৈতিক মহলেও তোলপাড় চলছে। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী দাবি করেছেন, এই ধরনের সমস্যা সরকারের ' নীতির' ফল। তাঁর মতে, সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের অসংলগ্ন নীতি এবং অব্যবস্থাপনার কারণে যাত্রীদের ভোগান্তি তীব্র হয়ে উঠেছে এবং বিমানসংস্থাগুলির দায়িত্বহীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এদিকে, ২৩ নভেম্বর বিয়ের দিনটিতেও কিছুটা সমস্যা দেখা দেয়। নবদম্পতির পক্ষে উপস্থিতি এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলির পরিকল্পনা সহজ ছিল না। কিন্তু, যেহেতু অনেক আত্মীয়স্বজন তাঁদের উপস্থিতি প্রত্যাশা করেছিল, তাই রিসেপশন বাতিল করা ছিল অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত তাদের উপস্থিতি হয়ে ওঠে ভার্চুয়াল মাধ্যমে। সেসময় নবদম্পতি ঢুকতে পারলেন না রিসেপশনে, কিন্তু তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হলো ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে। এই বিপদের উৎস হলো দেশের বৃহত্তম বিমানসংস্থা ইন্ডিগো। গত সপ্তাহে একাধিক উা।ন বাতিল এবং বিলম্বের কারণে যাত্রীদের একদমই বিরক্তির শেষ ছিল না। এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে বহু মানুষ হোটেল কক্ষে রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন, আবার অনেকে বিমানবন্দরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে থাকেন। যার ফলে কেবলমাত্র শারীরিক নয়, মানসিকভাবে তাঁদেরও বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়েছে। এবার প্রশ্ন উঠেছে- যেখানে এত বিপুল সংখ্যক যাত্রীদের সমস্যা হচ্ছে, সেখানে কেন দেশের প্রধান বিমানসংস্থা এমন বিশৃঙ্খলার মধ্যে কাজ করছে? আকাশপথের এমন পরিণতি নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ তীব্র হচ্ছে। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বলেছেন, সরকারের নীতির কারণেই এই ধরনের সমস্যা বাড়ছে। তাঁর মতে, সরকারের পক্ষ থেকে বিমানের নিয়ম-নীতি সঠিকভাবে কার্যকর করা হচ্ছে না। ইন্ডিগোর মতো বৃহত্তম বিমান সংস্থা এমন ভাবে পরিচালিত হলে যাত্রীদের ভোগান্তি নতুন মাত্রা পাবে। নবদম্পতির অনলাইন রিসেপশন, যদিও একটি বিয়ের আয়োজনে একটি পটভূমি হিসাবে দু ঃখজনক, তবে এটি দেশের বৃহত্তম এয়ারলাইন ইন্ডিগোর পেছনের বিশৃঙ্খলা এবং সাধারণ মানুষের যাত্রা সমস্যার কষ্টের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন রয়েই যায়- যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুবিধার বিষয়টি কখন গুরুত্ব পাবে, বা কবে সমস্যাগুলোর সমাধান হবে? এটি শুধুমাত্র একটি বিয়ের রিসেপশনের ঘটনায় সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং একটি দেশের অন্যতম প্রধান বিমানসংস্থার দুরবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। আর তা ঠিক কি কারণে, কীভাবে এই বিশৃঙ্খলা ঘটলো, তা নিয়ে দেশজুড়ে আলোচনা চলছে।

হারানো ব্যাগ মেট্রো যাত্রীর কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর ঃ ০৬.১২.২০২৫ তারিখে, রাত ১১,০০ টায়, মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশনে কর্তব্যরত একজন মহিলা আরপিএফ কর্মী নিয়মিত টহল দেওয়ার সময় একটি বেওয়ারিশ ব্যাগ উদ্ধার করে স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। ব্যাগটি খোলার পর, তাতে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র পাওয়া যায়। এরপর, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা করে ব্যাগের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে ব্যাগটি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং সমস্ত স্টেশনে একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও পাঠানো হয়। কিছুক্ষণ পরে, একজন পুরুষ যাত্রী মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে উদ্ধার করা ব্যাগ এবং তাতে থাকা জিনিসপত্রের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর, ব্যাগটি এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিসপত্র তার কাছে হস্তান্তর করা হয়। তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, কারণ তারা তাকে হারানো ব্যাগ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ফিরে পেতে সাহায্য করেছিলেন।

জেলা গ্রামীন পুলিশের উদ্যোগে দৌড় প্রতিযোগিতা

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৭ ড্রিসেম্বর ঃ উলুবেড়িয়া স্টেডিয়াম মাঠে দৌড় প্রতিযোগিতা ও প্রবীন মানুষদের শীত বস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠান। রবিবার হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং উলুবেড়িয়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-র সহযোগিতায় অত্যন্ত উৎসাহ ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে ফিটকপ রান ২০২৫ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হলো। এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন হাওড়া জেলা গ্রামীন পুলিশ সুপার সুবিমল পাল,জেলা এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ। উল্লেখ্য হাওড়া গ্রামীণ জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকবৃন্দও ৫ কিমি দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং সফলভাবে সমাপ্ত করেন সফল প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে পুরুষ ও মহিলা বিভাগের প্রথম ৫ জন করে স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য পুলক রায়, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস, উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান , চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর ও বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। উল্লেখ্য প্রায় তিনশতাধিক দৌড়বিদ একত্রিত হয়ে এই দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

সংশোধনাগার থেকে নিখোঁজ বিচারাধীন বন্দি

বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর,৭ ডিসেম্বর ঃ শ্রীরামপুর সংশোধনাগারে গত বছরের জুন মাস থেকে ছিল সে। শনিবার তার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি সামনে আসে। শ্রীরামপুর সংশোধনাগার থেকে নিখোঁজ বিচারাধীন বন্দি। জানা গিয়েছে, তার নাম রাজেশ হাটি। সে একটি পকসো মামলায় অভিযুক্ত। ইতিমধ্যেই তার খোঁজে লুকআউট নোটিস জারি করা হয়েছে। সে কি পালিয়ে গিয়েছে? সে ক্ষেত্রে কী ভাবে সংশোধনাগারের সুরক্ষা বর্ম ভেদ করে পালিয়ে গেল ওই বন্দি? সুরক্ষা ব্যবস্থায় কি তবে কোনও খামতি ছিল? উঠছে সেই প্রশ্ন। জানা গিয়েছে, এই ব্যক্তি শ্রীরামপুরের পিয়ারাপুর ষষ্ঠীতলার বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে রিষড়া এবং মগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। পকসো মামলাতেও অভিযুক্ত ওই আবাসিক। কী ভাবে সুরক্ষা বর্ম ভেদ? উঠছে প্রশ্ন। শ্রীরামপুর সংশোধনাগারের মধ্যে নজরদারির জন্য রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। ইতিমধ্যেই সেই ফুটেজ তুলে দেওয়া হয়েছে পুলিশের হাতে। সংশোধনাগারের কড়া নিরাপত্তা বলয় পেরিয়ে কী ভাবে উধাও হয়ে গেল ওই ব্যক্তি? উঠছে প্রশ্ন। এই বিষয়ে জেল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক শম্ভুদীপ সরকার জানান, সংশোধনাগারের আবাসিকের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নজরে আসার পরেই সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষকে থানায় এফআইআর করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কী ভাবে ওই ব্যক্তি নিখোঁজ হলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভদ্রেশ্বর পুরসভার অভিনব উদ্যোগঃ প্লাস্টিকের বদলে খাবার, দূষণমুক্ত শহরের পথে নতুন পদক্ষেপ

প্লাস্টিক দূষণ আজকের দিনে অন্যতম বড় পরিবেশগত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিনের ব্যবহারে প্লাস্টিক যতটা সহজ, ততটাই পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য ভদ্রেশ্বর পুরসভা এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে, যা শুধু শহরকে দূষণমুক্ত করবে, একই সঙ্গে দরিদ্র মানুষদের জন্য খাদ্য সরবরাহেও একটি ব। পদক্ষেপ হতে পারে। এই নতুন প্রকল্পে প্লাস্টিকের বদলে পাওয়া যাবে ভরপেট খাবার, তাও আবার মা ক্যান্টিন থেকে। ভদ্রেশ্বর শহরের পুরসভা এক অভিনব কর্মসূচি চালু করেছে, যেখানে স্থানীয় বাসিঃদারা তাদের ব্যবহৃত প্লাস্টিক বর্জ্য জমা দিলে বিনামূল্যে খাবার কুপন পাবেন। পুরসভা জানিয়েছে, এক কেজি প্লাস্টিক বর্জ্যের বিনিময়ে দুটি খাবারের কুপন এবং দু'কেজি প্লাস্টিক দিলে পাঁচটি কুপন দেওয়া হবে। এতে স্থানীয় মানুষদের প্লাস্টিক বর্জ্য সঠিকভাবে নিষ্কাশন করার উসাহ পাওয়া যাবে, আর শহরও হবে পরিষ্কার। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই কুপনগুলো বিনামূল্যে দেওয়া হবে, অর্থা লোকদের কোনো অর্থ খরচ করতে হবে না। এছড়া, এই কুপনগুলো পুরসভা পরিচালিত মা ক্যাঃিটন থেকে গ্রহণ করা যাবে। মা ক্যান্টি নটি গত তিন বছর ধরে গৃহহীন মানুষ, ক্যান্সার রোগী, দরিদ্র পরিবার এবং অন্যান্য অসচ্ছল জনগণের জন্য প্রতিদিন বিনামূল্যে খাবারের ব্যবস্থা করে আসছে। এবার এই ক্যান্টিনে প্লাস্টিক বর্জ্যের বিনিময়ে খাবার দেওয়া হবে। এটি ভদ্রেশ্বর শহরের পরিবেশ এবং মানুষের উপকারে একটি অত্যন্ত কার্যকর উদ্যোগ হিসেবে উঠে এসেছে। ভদ্রেশ্বর শহরের স্থানীয় বাসিন্দা গোপাল কর্মকার বলেন, এটি শহর পরিষ্কার রাখার জন্য একটি ভালো উদ্যোগ। বিশেষ করে যারা মা ক্যান্টিন থেকে পাঁচ টাকার বিনিময়ে খাবার পান, তাদের জন্য এটি খুবই সুবিধাজনক। তিনি আরও বলেন, প্লাস্টিক এক জায়গায় জমা করে, শহরের পরিবেশ পরিষ্কার

রাখতে আমাদের সবার দায়িত্ব রয়েছে। এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে প্লাস্টিক বর্জ্য কমানো সম্ভব। একইভাবে, স্থানীয় বাসিন্দা বিমল রায় বলেন, এটা খুবই সুন্দর উদ্যোগ। আমি দু'কেজি প্লাস্টিক জমা দিয়ে পাঁচটা কুপন পেয়েছি। এটি শুধু পরিবেশ পরিষ্কার রাখবে না, যারা অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল, তাদের জন্যও বড় সহায়তা। তিনি আরও বলেন, যাদের কাছে টাকা নেই, তারা প্লাস্টিক জমা দিয়ে খাবার পেতে পারবেন, আর শহরও পরিষ্কার থাকবে। এভাবেই সবাই উপকৃত হবে। ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী এই উদ্যোগকে আরও সমর্থন জানিয়ে বলেন, মা ক্যান্টিন গত তিন বছর ধরে গৃহহীন, ক্যান্সার রোগী এবং অন্যান্য অসচ্ছল মানুষের জন্য প্রতিদিন বিনামূল্যে খাবারের ব্যবস্থা করে আসছে। এবার আমরা নতুনভাবে প্লাস্টিক বর্জ্য গ্রহণের মাধ্যমে বিনামূল্যে খাবারের কুপন দেব। এটা একটি নতুন স্কিম এবং এটি শহরকে পরিষ্কার রাখতে সহায়ক হবে। তিনি আরও বলেন, যারা টাকা দিতে পারছেন না, তারা প্লাস্টিক দিয়ে খাবার কুপন পাবেন। এতে শহর পরিষ্কার থাকবে এবং সাধারণ মানুষও সহায়তা পাবে। ভদ্রেশ্বর শহরের বিভিন্ন বস্তি এলাকা, বিশেষ করে জুটমিল কলোনি, যেখানে মানুষ রাস্তায় বা বাড়ির পাশে প্লাস্টিক ফেলে দেয়, সেই সমস্যাকে সামনে রেখে পুরসভা এই উদ্যোগ নিয়েছে। যদিও নিয়মিত আবর্জনা পরিস্কারের কাজ করা হয়, তবুও অনেক সময়েই রাস্তায় প্লাস্টিক জমে থাকে, যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আশা করা হচ্ছে, প্লাস্টিকের যথাযথ নিষ্কাশন হবে এবং শহরের পরিবেশ আরও পরিচ্ছন্ন হবে। ভদ্রেশ্বর শহর, যেটি এমন একটি উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে একটি মডেল হতে পারে, যদি অন্যান্য শহরেও এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। যেখানে একদিকে যেমন শহর পরিষ্কার রাখা হবে, তেমনি অন্যদিকে, দরিদ্র মানুষদের খাবার সরবরাহের সুযোগ তৈরি হবে। মা ক্যানিন্টনে দেওয়া খাবারের পরিমাণ এবং গুণগত মানের ব্যাপারে পুরসভা বলেছে, এই ক্যান্টিনে সাধারণত পাঁচ টাকার বিনিময়ে ডিম, ভাত এবং সোয়াবিনের তরকারি দেওয়া হয়। তবে এই ক্যান্টিনের উদ্দেশ্য শুধু দরিদ্র মানুষদের জন্য খাবার সরবরাহ করা নয়, বরং সমাজের প্রতি এক সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণ করা। মা ক্যান্টিনের সাহায্যে শহরের অসচ্ছল মানুষদের জন্য প্রতিদিনের খাবার পাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুরসভা জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এই প্রকল্প আরও সম্প্রসারিত হবে। যেখানে শুধু খাবারের কুপন নয়, প্লাস্টিক বর্জ্য জমা দেওয়ার জন্য আরও অনেক সুবিধা পাওয়া যাবে। বর্তমান সিস্টেমের মাধ্যমে প্লাস্টিক জমা দিয়ে খাবার কুপন পাওয়ার প্রক্রিয়া শহরের মানুষদের মধ্যে একটি সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে।এছাড়া, এটি ভবিষ্যতে অন্যান্য শহরেও অনুসরণযোগ্য হতে পারে, যেখানে একদিকে পরিবেশের প্রতি সজাগতা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে দরিদ্র জনগণের জন্য খাবারের সংস্থান করা হবে। ভদ্রেশ্বর পুরসভার এই উদ্যোগ শহরের পরিবেশের উন্নতি এবং দরিদ্র জনগণের উপকারে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে উঠে এসেছে। প্লাস্টিকের বদলে খাবার, শহর পরিচ্ছন্ন রাখার সঙ্গে সঙ্গে, এটি একটি সামাজিক দায়িত্বের পরিচায়ক। এই ধরনের উদ্যোগ অন্যান্য শহরগুলোতেও গ্রহণ করা উচিত, যাতে দেশে প্লাস্টিক দূষণ কমানো সম্ভব হয় এবং প্রতিটি মানুষ প্রতিদিনের খাবার পেতে পারে।

পাকিস্তানের চাটুকারিতায় মজে ভারত-আমেরিকার সম্পর্কের ক্ষতি!

৭ ডিডসেম্ভর ঃ পেন্টাগনের প্রাক্তন কর্মকর্তা মাইকেল রুবিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, ট্রাম্প পাকিস্তানের চাটুকারিতাতেই মজে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। ভারতের রুশ তেল কেনা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক বিষয়ে ট্রাম্পের দ্বিচারিতা নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেছেন রুবিন। মাইকেল রুবিন সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাকারে বলেছেন, ট্রাম্প যেভাবে ভারত-আমেরিকার সম্পর্ক পাল্টে দিয়েছেন, তাতে আমরা হতবাক। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক এতটা স্নেহপূর্ণ ছিল, কিন্তু ট্রাম্পের অযোগ্যতার কারণে তা খারাপ হয়ে গেছে। তিনি পাকিস্তানের চাটুকারিতায় মজে এমন পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা ভারত ও আমেরিকার সম্পর্ককে দীর্ঘকালীন ক্ষতি করেছে। তিনি আরও বলেন, অনেকের মতে, পাকিস্তান, তুরস্ক এবং কাতারের মতো দেশের কাছ থেকে ট্রাম্প ঘুষ নিয়েছিলেন, যা তার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে। এতে আমেরিকা আগামী কয়েক দশক ধরে কৌশলগত ঘাটতির মুখে পড়বে। এর মাধ্যমে রুবিন আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর ট্রাম্পের সিদ্ধান্তগুলির নেতিবাচক প্রভাব তুলে ধরেন। রুবিন ভারতের রুশ তেল কেনার বিষয়েও ট্রাম্পের দ্বিচারিতাকে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ওয়াশিংটন দ্বিচারিতা করছে। আমেরিকা নিজেই রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করে, অথচ ভারতকে রুশ তেল কেনা নিয়ে তিরস্কার করছে। এটা পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য। রুবিন আরও বলেন, ভারতীয়রা তাদের দেশের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নির্বাচিত করেছে। ভারত বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ এবং শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। ভারত তাদের স্বার্থে কাজ করছে এবং আমেরিকার উচিত তাদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করা। আমরাও রাশিয়া থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি করি, কারণ তাদের বিকল্প বাজার নেই। এছাড়া, তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আমেরিকা ভারতের জন্য চাপে এনে তাদের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করতে চায়, যা বাস্তবিকভাবে ভারতের জন্য উপকারী নয়। মাইকেল রুবিন আরও বলেন, ট্রাম্পের অন্যায্য দাবির কারণে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়নি। ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়েছিল, আর এর পরিণতিতে বাণিজ্য চুক্তির কোনো অগ্রগতি হয়নি। হোয়াইট হাউস জানিয়েছিল, যদি বাণিজ্য চুক্তি না হয়, তবে শুল্ক নিয়ে ভারতের সঙ্গে কোনো আলোচনা করবে না। তবে ট্রাম্প পরবর্তীতে একাধিকবার নিজের অবস্থান নরম করেছেন, কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো অগ্রগতি হয়নি। রুবিনের মতে, এই ধরনের কূটনৈতিক চাপ এবং আমেরিকার একপেশে অবস্থান ভারত-আমেরিকার সম্পর্কের ভবিষ্যকে আরও জটিল করে তুলেছে। যদিও ট্রাম্প সময়-সুযোগ অনুযায়ী সুর নরম করেছেন, তবুও দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসা কঠিন হতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো, ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-আমেরিকার সম্পর্কের ভবিষ্যত কী হতে পারে? রুবিনের মতে, এই ধরনের কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের জন্য ভালো নয়। যদিও ট্রাম্পের আমলে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তবে ভবিষ্যতে এই সম্পর্কের উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। তবে একে সুস্থ ও স্থিতিশীল পথে ফিরিয়ে আনতে সময় লাগবে।

যাত্রীদের সুবিধার্থে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

গোরখপুর, ৭ ডিসেম্বরঃ যাত্রীদের চাহিদার ভিত্তিতে, রেলওয়ে প্রশাসন ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে দারভাঙ্গা থেকে এবং ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে ০৫৫৬৩০৫৫৬৪ দারভাঙ্গা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল-দারভাঙ্গা স্পেশাল ট্রেনটি নিম্নলিখিতভাবে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৫৫৬৩ দারভাঙ্গা-আনন্দ বিহার টার্মিনাস স্পেশাল ট্রেনটি ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে দারভাঙ্গা থেকে ১৮.১৫ মিনিটে, সমস্তিপুর থেকে ২০.০৫ মিনিটে, মুজাফফরপুর থেকে ২২.২০ মিনিটে, হাজিপুর থেকে ২৩.৫৫ মিনিটে, পরের দিন ছাপড়া থেকে ০১.৫০ মিনিটে, বালিয়া থেকে ০৩.০৭ মিনিটে, গাজিপুর সিটি থেকে ০৪.০৭ মিনিটে, বারাণসী থেকে ০৬.০০ মিনিটে, প্রযাগরাজ জংশন থেকে ০৮.৪৫ মিনিটে এবং গোবিন্দপুরী থেকে ১২.৫০ মিনিটে ছেড়ে আনন্দ বিহার টার্মিনাসে পৌঁছাবে এবং ২১.১৫ মিনিটে পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৫৫৬৪ আনন্দ বিহার টার্মিনাস-দারভাঙ্গা স্পেশাল ট্রেনটি ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে আনন্দ বিহার টার্মিনাস থেকে ০০.০৫ মিনিটে, গোবিন্দপুর থেকে ০৭.৩৫ মিনিটে এবং প্রযাগরাজ জংশন থেকে ০৫.৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে। এটি ১০.৩৫ মিনিটে, বারাণসী ১৩.১৫ মিনিটে, গাজীপুর সিটি ১৪.৪৭ মিনিটে, বালিয়া ১৬.১২ মিনিটে, ছাপরা ১৭.৪০ মিনিটে, হাজিপুর ১৯.০০ মিনিটে, মুজাফফরপুর ১৯.৫৫ মিনিটে এবং সমস্তিপুর ২১.৩০ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং ২৩.০০ মিনিটে দারভাঙ্গা পৌঁছাবে। এই ট্রেনে মোট ২১টি কোচ বসানো হবে যার মধ্যে রয়েছে ০১টি জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান, ০১টি এলএসএলআরডি, ০৩টি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস, ০৭টি স্লিপার ক্লাস, ০৬টি এসি থার্ড ক্লাস, ০২টি এসি সেকেন্ড ক্লাস এবং ০১টি এসি ফার্স্ট কাম সেকেন্ড ক্লাস কোচ।

ইমরান খানকে মানসিকভাবে অসুস্থ, বললেন পাকিস্তান সেনার মুখপাত্র, পাল্টা তোপ শানালেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

৭ ডিসেম্ভর ঃ পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও দেশটির সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের মধ্যে সম্পর্ক আবারও তীব্র উত্তেজনার মধ্যে পড়ল। সম্প্রতি, কারাবন্দি ইমরান খান সেনাপ্রধানকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবার পাক সেনার মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট আহমেদ শরিফ চৌধুরী ইমরানকে মানসিকভাবে অসুস্থ বলে আক্রমণ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, ইমরানের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাকে এসব বক্তব্য দিতে প্ররোচিত করছে। সোমবার, পাকিস্তানের কারাগার থেকে এক টিভি ভাষণে ইমরান খান পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের নীতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তাঁর মতে, মুনিরের নীতি পাকিস্তানকে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদ এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে। ইমরান বলেন, মুনিরের নীতিগুলির কারণেই পাকিস্তান আজ বিপর্যয়ের মুখে। সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, আর পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থ নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই। তিনি যা করছেন, তা পশ্চিমী বিশ্বের কাছে নিজেদের গুরুত্ব প্রমাণ করার জন্য। ইমরান খান আরও দাবি করেছেন যে, জেনারেল মুনির আফগানিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনা বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক সমাজে নিজেকে 'হিরো হিসেবে পরিচিত করার চেষ্টা করছেন। এদিকে, ইমরান খান নিজের কারাবাসের অবস্থার ব্যাপারে বলেন, আমাকে একেবারে একা রাখা হয়েছে। চার সপ্তাহ ধরে কোনও মানুষের মুখ দেখিনি। বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমার যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। ইমরান খানের এমন আক্রমণের পর পাকিস্তান সেনার মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট আহমেদ শরিফ চৌধুরী প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, ইমরান খান মানসিকভাবে অসুস্থ। তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এত বেশি যে, তিনি বিশ্বাস করেন, 'যদি আমি ক্ষমতায় না থাকি, তাহলে আর কিছুই থাকবে না।' এই মানসিকতার কারণেই তিনি

সেনার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুলছেন। তিনি আরও বলেন, যারা কারাবন্দি ইমরান খানকে দেখতে যাচ্ছেন, তারা আসলে সেনার বিরুদ্ধেই বিষ ছড়াচ্ছেন। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে সেনা এটি পরিষ্কার করতে চায় যে, ইমরান খান এখন শুধুমাত্র তার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতি বিবেচনা করছেন এবং তার বক্তব্যে সেনাবাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব রয়েছে। ইমরান খানের কারাবাসের অবস্থা আরও একটি বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে, বিশেষ করে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান এবং তাঁর প্রতি জনগণের সহানুভূতির ব্যাপারে। দীর্ঘ সময় ধরে পাকিস্তানবাসী জানতে পারেননি, ইমরান খানের শারীরিক অবস্থা কী, তিনি কেমন আছেন, কিংবা তিনি আদৌ বেঁচে আছেন কিনা। এর মধ্যে জনমনে চরম উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। গত সপ্তাহে, অবশেষে ইমরানের বোন উজমা খানকে তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়, যা কিছুটা হলেও জনগণের উদ্বেগ প্রশমিত করেছে। ইমরান খান নিজেও তার জীবনের একাকী অবস্থা নিয়ে দু ঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই পরিস্থিতি আমাকে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। সেলুলার সেলে একা থাকার কারণে আমার জন্য এটি আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। চার সপ্তাহ ধরে আমি কোনও মানুষের মুখ দেখিনি এবং একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। ইমরান খানের রাজনৈতিক সমর্থকরা এবং সাধারণ জনগণ তার প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমর্থন প্রদর্শন করছে। অনেকেই বলছেন, ইমরানকে কারাবনি্ করার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী একটি বিশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। তাঁর সমর্থকেরা সারা দেশে প্রতিবাদ ও র‍্যালি আয়োজন করেছেন, যেখানে তারা ইমরান খানের মুক্তি দাবি করেছেন। এদিকে, পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকেও নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যাতে ইমরান খানকে সমর্থনকারী গোষ্ঠীগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যদিও সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ইমরান খানকে শুধুমাত্র আইন অনুযায়ী তার অপরাধের জন্য বিচার করা হচ্ছে। তবে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে আটক রাখা হচ্ছে, তা সরকার বা সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কিছুটা হলেও স্বীকার করা হয়েছে। এই পরিস্থিতি পাকিস্তানের জন্য একটি বড় রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে। ইমরান খানের প্রতি জনগণের সমর্থন।

CHANGE OF NAME

I, Asmon Sk (Old Name) S/O– Jitulla Sk resident of Vill- Dayanagar , Po-Sujapur , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Asmon Sk to Asmat Ali and henceforth I shall be known as Asmat Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/12/2025. My name Asmat Ali & Asmon Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nur Islam (Old Name) S/O–Asmat Ali resident of Vill-Dayanagar , Po-Sujapur , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Nur Islam to Nur Islam Sk and henceforth I shall be known as Nur Islam Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/12/2025. My name Nur Islam Sk & Nur Islam both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sahida Khatun Sekh (Old Name) W/O–Raham Sekh resident of Ekpaharia, Burwan, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742132 do hereby declared that I have changed my name from Sahida Khatun Sekh to Sahida Khatun and henceforth I shall be known as Sahida Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/12/2025. My name Sahida Khatun & Sahida Khatun Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sanjoy Sarkar (Old Name) S/O–Gopal Sarkar resident of Vill-Mahisha Khola , Po-Nazirpur , Ps-Karimpur , Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741165 do hereby declared that I have changed my name from Sanjoy Sarkar to Sanjoy Kumar Sarkar and henceforth I shall be known as Sanjoy Kumar Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/12/2025. My name Sanjoy Kumar Sarkar & Sanjoy Sarkar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sarjit Biswas (Old Name) S/O– Arabinda Biswas resident of Madhupur, Pipragachhi , Chapra, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741123 do hereby declared that I have changed my name from Sarjit Biswas to Sarajit Biswas and henceforth I shall be known as Sarajit Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/12/2025. My name Sarajit Biswas & Sarjit Biswas both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Motiur Rahaman (Old Name) S/O–Humayun Kabir residing at Vill-Uladanga , PO-Pilki , PS-Sagardighi , Jangipur , West Bengal 742237 do hereby declared that I have changed my name from Motiur Rahaman to Matiur Rahaman and henceforth I shall be known as Matiur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/11/2025. My name Matiur Rahaman & Motiur Rahaman both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Asraful Mondal (old name) Son of Anar Mondal, residing at Vill & Po-Dompukur, Ps-Chapra, Nadia Pin-741123, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ashraful Mondal (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 05/12/2025. Asraful Mondal (old name) and Ashraful Mondal (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sikha Paul (old name) Wife of Sailen Paul, residing at Chara Raipur, Dakshin Raipur, South 24 Parganas Pin-743318, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shikha Paul (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 05/12/2025. Sikha Paul (old name) and Shikha Paul (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rahima Bibi (Old Name) W/o Sajedar Rahaman Biswas Residing at Saiyadkati, P.o - Sanrapul, P.s - Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743286, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Rahima Biswas (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 05-12-2025. Rahima Bibi (Old Name) and Rahima Biswas (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Joshnara Begam (Old Name) W/o Sk Motier Hossain Residing at 31, Topsia Road, P.o - Gobinda Khatick Road, P.s - Topsia, District - Kolkata, Pin - 700046 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Joshnara Begum (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 05-12-2025. Joshnara Begam (Old Name) and Joshnara Begum (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ayub Khan (Old Name) S/o Ibrahim Khan Residing at Vill - Dakshin Simla, P.o - Simla Durgapur, P.s - Baduria, District - North 24 Parganas, Pin - 743401, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Aiyub Khan (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 05-12-2025. Ayub Khan (Old Name) and Aiyub Khan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Pinky Xavier (Old Name) W/o Kevin Joseph Xavier Residing at 9/H/2, Ismail Street, P.o - Entally, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Pinki Roselene Xavier (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-12-2025. Pinky Xavier (Old Name) and Pinki Roselene Xavier (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Jakim, S/O Late Abdul Hakim, resident of Vill: Margram Mirapara, Po+PS: Margram, Birbhum. My actual name is Abdul Jakim. Munna Shaikh is my son. My name is Abdul Zakim Shaikh is recorded in my son's Secondary Examination Registration Certificate and PAN Card. My name is Abdul Jakim Shaikh is recorded in my son's Voter Card. Declare vide affidavit dated 05.12.2025, before the Court of Ld Judicial Magistrate 1st court, Rampurhat, that Abdul Jakim @ Abdul Zakim Shaikh and Abdul Jakim Shaikh is the same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Abdul Jakim, S.O Late Abdul Hakim, গ্রামঃ মা।গ্রাম মিরাপাড়া, পোথানাঃ মা।গ্রাম, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Abdul Jakim. Munna Shaikh আমার ছেলে। আমার ছেলের মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং প্যান কার্ডে আমার নাম Abdul Zakim Shaikh নথিভুক্ত রয়েছে। ছেলের ভোটার কার্ডে আমার নাম Abdul Jakim Shaikh নথিভুক্ত রয়েছে। ০৫.১২.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Abdul Jakim Abdul Zakim Shaikh and Abdul Jakim Shaikh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Abdul Odut Sk (Old Name) S/O–Mahid Sekh resident of Belgram, Panchthupi, Burwan, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742161 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Odut Sk to Abdul Owadud Sekh and henceforth I shall be known as Abdul Owadud Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/12/2025. My name Abdul Owadud Sekh & Abdul Odut Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Milan Sk (Old Name) S/O– Abdul Owadud Sekh resident of Uttarpara, Belgram, Panchthupi, Burwan, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742161 do hereby declared that I have changed my name from Milan Sk to Milan Sheikh and henceforth I shall be known as Milan Sheikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/12/2025. My name Milan Sheikh & Milan Sk both are same and one identical person.

জেলারখবর

বেহাল সাঁকরাইল-বনপুরা-মুড়াকাটি সড়ক

ঝাড়গ্রাম, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.)ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইলের কেশিয়াপাতা থেকে বনপুরা হয়ে মুড়াকাটি পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ভোটের আগে জনপ্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি মিললেও বাস্তবে রাস্তার কোনও উন্নতি হয়নি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এই রাস্তা এখন আর সাধারণ পথ নয়, কার্যত এক ' পরিণত হয়েছে।এই সড়কের উপর নির্ভরশীল বহু নিত্যযাত্রী, স্কুলপড়ুয়া, অফিসগামী মানুষ এবং অসুস্থ রোগী। বর্ষায় রাস্তা কাদায় পরিণত হওয়ায় চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্যদিকে শুকনো মরসুমে ধুলোয় ঢেকে যায় পরিবেশ, ফলে যানবাহন চলাচলে গুরুতর সমস্যা তৈরি হয়। অ্যাম্বুলেন্স সহ সাধারণ যানবাহনও এই রাস্তায় যাতায়াতে বিপাকে পড়ছে।বনপুরা, ডাহি, নেগুড়িয়া, চাঁদপাল, কুলডিহা সহ আশপাশের বহু গ্রামের মানুষ এই রাস্তার ওপর নির্ভরশীল। তাঁদের দাবি, বছরের পর বছর প্রশাসনকে জানানো হলেও রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।এদিকে রাস্তার দুরবস্থা ঘিরে শাসক ও বিরোধী শিবিরে রাজনৈতিক দোষারোপ শুরু হয়েছে।

হঠাৎ দাউ দাউ করে জলছে আগুন

মালদা (নিউস এশিয়া)ঃ হঠাৎ দাউ দাউ করে জলছে আগুন। শনিবার রাতে বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাটের সদর এলাকায় স্টাইল বাজারের পাশে নতুন একটি তিনতলা বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে সেখানে রয়েছে ছাদ তৈরি করার সাটারিং কাঠ সেখানেই শনিবার প্রায় নটা নাগাদ হঠাৎ করে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে আগুন। স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পেয়ে ছুটে আসে ঘটনা স্থালে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বামনগোলা থানার পাকুয়াহাট ফাঁড়ির পুলিশ। খবর দেওয়া হয় দমকলে। পাকুয়াহাট ফাঁড়ির পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দা মার্শাল চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করেন। পরে দমকল একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলা আসে আগুন পুরোপুরি ভাবে নিয়ন্ত্রণ আসে প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ। যদি এখন পর্যন্ত কিভাবে এই আগুন লাগল তা জানা যায়নি। যদিও এই বিল্ডিং এর মালিকের বাড়ি জানা গিয়েছে বুলবুলচন্ডী।

উত্তর প্রদেশের বিজনৌরে বাস দুর্ঘটনা, আহত ২৪

বিজনৌর, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.)ঃ উত্তর প্রদেশের বিজনৌর জেলায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রবিবার দুপুরে আফজলগড় এলাকায় একটি বেসরকারি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতু ভেঙে খালে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় ২৪ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ ও বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধার কাজে নেমে পড়েন। আহতদের আফজলগড় কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা ১২ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন। বাকিদের নিকটবর্তী অন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। আইন পুলিশ আধিকারিক জানান, বাসটি কাশীপুর থেকে নাগিনার দিকে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বালুরঘাটে কুকুরের কামড়ে আতঙ্ক,তিন দিনে ১১ জন আহত, ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বালুরঘাট, ৭ অক্টোবরঃ বালুরঘাট পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের চকভবানী এলাকায়

গত তিন দিনে কুকুরের কামড়ে ১১ জন জখম হয়েছেন। কুকুরটির আক্রমণের কারণে এলাকাবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। কুকুরের কামড়ে জখম হওয়া কয়েকজনের ক্ষতে সেলাই পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা কুকুরের হামলা থেকে বাঁচতে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন। তবে, বিষয়টি পুলিশ এবং বালুরঘাট পুরসভায় জানানো হলেও, এখনো পর্যন্ত কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করছেন তারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বালুরঘাট থানার কোয়ার্টারের পাশেই একটি কুকুর থাকে, যার সম্প্রতি সন্তান হয়েছে। তার পর থেকেই কুকুরটি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। কুকুরটির সামনে গেলেই সে কামড়ে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে, কারণ ওই এলাকায় একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল রয়েছে, যেখানে ছোট ছোট বাচ্চারা পড়াশোনা করে। তাই কুকুরটির আক্রমণ ঘিরে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে চাপা উদ্বেগ রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার, সাতজন ব্যক্তি কুকুরটির আক্রমণের শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। শনিবার আরও চারজন কুকুরটির কামড়ে আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কুকুরটি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার পরও, এর দেখাশোনা করা দেবাশিস ঘোষ নামের এক ব্যক্তি কোনো ব্যবস্থা নেননি। দেবাশিসের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, হ্যাঁ, কুকুরটি কয়েকজনকে কামড়িয়েছে। আমরা পুরসভায় বিষয়টি জানিয়েছি, তবে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এদিকে, কুকুরের কামড়ে আহত এক বাসিন্দা, প্রশান্ত সাহা বলেন, শুক্রবার আমার বাচ্চাকে স্কুলে নামিয়ে ফেরার পথে, পিছন থেকে কুকুরটি আমাকে কামড়ায়। তারপর আমি ভ্যাকসিন নিয়েছি। এলাকাবাসীদের দাবি, কুকুরটির আক্রমণ বাড়তে থাকায়, তাদের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আরও অভিযোগ করেছেন যে, এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না, যার ফলে আতঙ্ক দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল বিপুলকান্তি ঘোষ জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে আমরা জানি এবং বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। কুকুরটির আক্রমণ এবং এর কারণে স্থানীয়দের ক্ষতি হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেছেন যে, শুধুমাত্র কুকুরের আক্রমণ নিয়েই নয়, বালুরঘাট পুরসভা এবং পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তারা মনে করেন, কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে না আনা হলে, ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। স্থানীয়রা আরো দাবি করেছেন, দ্রুত কুকুরটি ধরার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এলাকাবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে, শীঘ্রই কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা দেখার জন্য এলাকাবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন

৭ ডিসেম্বরঃ আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক-এ গণ উন্নয়ন পরিষদ-এর উদ্যোগে ও থির বিজুরির সহযোগিতায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উদযাপিত হলো। অনুষ্ঠানে গান, নৃত্য ও বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষম শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা তাদের অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করে। শিশুদের উসাহ, আন্তরিক অংশগ্রহণ ও কর্মদক্ষতা দর্শক মহলের প্রশংসা অর্জন করে এবং অনুষ্ঠানের আবহকে আরও আলোকিত করে তোলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সুপর্ণান্দজি মহারাজ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ডক্টর মলয় দেওয়ানজী, সম্পাদক, গণ উন্নয়ন পরিষদ, অরিন্দম আচার্য, প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক ,বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী, ডক্টর রুনা বিশ্বাস, প্রিন্সিপাল, শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ, কুহু দাস, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, অ্যাসোসিয়েশন ফর উইমেন উইথ ডিসঅ্যাবিলিটিজ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সার্বিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জীবন-জীবিকা বিকাশের ওপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়। তাদের শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সমাজের মূলধারায় যুক্ত হওয়ার পথকে আরও সুদৃ। করার প্রয়োজনীয়তা অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়।

সোনামুড়ার জঙ্গলে ৭০ একরজুড়ে গাঁজা চাষ ধ্বংস

সোনামু।া (ত্রিপুরা), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ার কমলনগর, ঘটিঘর ও বিজয়নগর এলাকার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে পরিচালিত হল গাঁজা বিরোধী অভিযান। প্রায় ৭০ একর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ৩৬টি ভিন্ন প্লটে ধ্বংস করা হল প্রায় ৪.৭ লাখ অপরিণত গাঁজা গাছ। অবৈধ নেশা চাষের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বৃহ অভিযান বলে জানায় প্রশাসন। অভিযানে অংশ নেয় সোনামুড়া থানার পুলিশ, ৮১ ও ৪৯ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ, টিএসআর-এর ৫, ৯, ৭ ও ১১ নম্বর ব্যাটালিয়ন, সোনামুড়া বন বিভাগসহ একাধিক সংস্থা। জঙ্গলের বিভিন্ন ছায়াঘেরা স্থানে সুচারুভাবে লুকিয়ে রাখা এসব অপরিণত গাঁজা গাছ একযোগে ধ্বংস করা হয়। প্রশাসনের দাবি, সীমান্তবর্তী এলাকায় নেশা চক্রের তপরতায় ব। ধাক্কা দিতেই এই অভিযানের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে, যাতে কোনওভাবেই অবৈধ গাঁজা চাষ পুনরায় মাথাচাড়া দিতে না পারে।

শৈত্যপ্রবাহর পূর্বাভাস ঝাড়খণ্ডের একাধিক জেলায়

রাঁচি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃশৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়েছে ঝা।খণ্ডের একাধিক জেলায়। আবহাওয়া দফতর রবিবার জানিয়েছে, রাজ্যের অন্তত ৮টি জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নীচে নেমে গিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে, বোকারো, দেওঘর, কোডারমা, গুলমা, হাজারিবাগ, খুন্তি, লোহারদাগা এবং রাঁচি। গুলমায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩.৫ ডিগ্রি, খুন্তির তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রির নীচে নেমে গিয়েছে। আগামী এক-দু'দিনের মধ্যে তাপমাত্রা আরও কমে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। এদিকে, ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আই এম ডি) পঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ, ছত্তিশগ। ও ওড়িশায় রবিবার থেকে দু'দিন শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস দিয়েছে। অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও হিমাচল প্রদেশে ঘন কুয়াশা থাকবে। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি ও কড়াইকলে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝোড়ো হাওয়া বইবে বলে আই এম ডি জানিয়েছে।

এস আই আর প্রক্রিয়ায় তাল কেটেছে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের ৩ টি গ্রাম

জঙ্গলমহল (নিউস এশিয়া),৭ অক্টোবর ঃ সারা রাজ্যে এস আই আর প্রক্রিয়া শেষের মুখে। তার মাঝেই গোটা এস আই আর প্রক্রিয়ায় তাল কেটেছে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের ৩ টি গ্রাম। ওই ৩ টি গ্রামের ১৪২ জন আদিবাসী ভোটার তাঁদের প্রতি লাগাতার বঞ্চনার অভিযোগ তুলে এস আই আর ফর্ম পূরণ করতে অস্বীকার করেছে। অন্তঃ রাষ্ট্রীয়? সরকারে আস্থা প্রকাশ করে তাঁদের দাবি ভারতের নাগরিকত্ব প্রমাণের কোনো দায় তাঁদের নেই। রাজ্যে এস আই আর প্রক্রিয়া শুরু হতেই বেঁকে বসেন বাঁকুড়ার রানীবাঁধ ব্লকের চুড়কু, ডুংরিডিহি ও ভেদুয়াশোল গ্রামে বসবাসকারী প্রায় ১৪২ জন আদিবাসী ভোটার। তাঁরা দাবি করতে থাকেন তাঁদের প্রতি সরকার লাগাতার বঞ্চনা করায় তাঁরা আর ভারতের নাগরিকত্ব রাখতে চান না। তাঁদের যুক্তি আদিবাসীরা এই দেশের জল, জমি ও জঙ্গলের মালিক। অন্যরা বহিরাগত। তাই দেশের নগরিক হিসাবে এনুমারেশান ফর্ম পূরণের মাধ্যমে অন্যদের নাগরিকত্ব প্রমাণের দায় থাকলেও তাঁদের নাগরিকত্ব প্রমাণের কোনো দায় নেই। এই দাবিকে সামনে রেখে অন্তঃরাষ্ট্রীয় মাঝি সরকার নামের একটি ব্যবস্থার উপর আস্থার কথা জানিয়ে ওই ভোটাররা নিজেদের এনুমারেশান ফর্ম নিতে অস্বীকার করেন। বিষয়টি জানার পরেই

নড়েচড়ে বসে পুলিশ ও প্রশাসন। নরমে গরমে ওই ভোটারদের বুঝিয়ে এনুমারেশান ফর্ম পূরণ করানোর চেষ্টা শুরু হয় প্রশাসনের তরফে। এনুমারেশান ফর্ম পূরণ না করলে আগামীদিনে সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বাদ পড়ার কথাও জানানো হয়। কিন্তু তারপরেও ওই ভোটাররা এনুমারেশান ফর্ম পূরণের ব্যাপারে নিজেদের অবস্থান বদল না করায় গতকাল সন্ধ্যায় গ্রামগুলিতে গিয়ে তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেন পুলিশ আধিকারিকেরা। কিন্তু তারপরেও তাঁদের মত বদল হয়নি। ওই তিন গ্রামের ক্ষুব্ধ ১৪২ জন ভোটারের দাবি এমনিতেও সব ধরনের সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। রেশন থেকে বিনামূল্যে পাওয়া চাল ছাড়া আর কোনো সুবিধাই তাঁরা পান না। সেদিকে এতদিন প্রশাসনের কোনো নজর ছিল না। আজ এস আই আর ফর্ম পূরণ না করাতে প্রশাসনের ঘুম ভেঙেছে। আদিবাসীদের ওই শ্রেণীকে ভুল বুঝিয়ে এমনটা করা হচ্ছে বলে দাবি করেছে রাজ্যের শাসক দল। তৃনমূলের দাবি যারা তাঁদের এই ভুল বোঝাচ্ছেন তাঁরা দেশ বিরোধী। আইন অনুযায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসন পদক্ষেপ করবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার দ্বারা ব্যাপক পরিদর্শন

সুরক্ষা, দক্ষতা এবং বিশ্বমানের নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের উপর জোর

মালিগাঁও, ৭ডিসেম্বরঃ শ্রীচেতন কুমার শ্রীবাস্তব, জেনারেল ম্যানেজার, উত্তর-পূর্বসীমান্তরেলওয়ে মালদা - নিউজলপাইগুড়ী সেকশনের ব্যাপক পরিদর্শন করেন, যার মধ্যে ট্র্যাক, সিগন্যাল, স্টেশন, লোকোশেড এবং অন্যান্য পরিকাঠামো অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার সাথে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিকের পাশাপাশি ডিভিশনের আধিকারিকও উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল ম্যানেজার মালদা টাউনে পৌঁছান, যেখানে তিনি মালদা টাউন লোকোশেডের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি, সুরক্ষামান এবং সামগ্রিক অপারেশনাল প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেন। তিনি নির্ভরযোগ্য এবং সুরক্ষিত লোকোমোটিভ অপারেশন নিশ্চিত করার জন্য কর্মচারীদের সম্পূর্ণ প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন, এবং জোন জুড়ে গড়ে ওঠা শক্তিশালী সুরক্ষা সংস্কৃতির উপর জোর দেন। তিনি মালদা টাউন থেকে নিউজলপাইগুড়ী পর্যন্ত উইন্ডোট্রেইলিং পরিদর্শনও করেন, যেখানে তিনি ট্র্যাকের অবস্থা, সিগন্যালিং অ্যাসেটস, যাত্রীদেরসুযোগ-সুবিধা এবং রুটে এর অধীনে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচন করেন। সামসিতে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জিএম

পরিকাঠামোগত প্রস্তুতি মূল্যায়ন করেন। তিনি সুগম ও সুরক্ষিত ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য সেফটিপ্রোটোকল এবং আধুনিক পরিচালন পদ্ধতি মেনে চলার গুরুত্বের উপর জোর দেন। পরিদর্শনকালে, শ্রীবাস্তব সামসি এবং ডালখোলা স্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন স্কীম (এবিএসএস)-লেভেল ক্রসিং গেটগুলি পরীক্ষা করে দেখেন যাতে সেগুলির সুরক্ষিত এবং দক্ষ ভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করা যায়। ডালখোলায়, তিনি স্টেশন সুযোগ-সুবিধার আধুনিকীকরণ, যাত্রী চলাচল উন্নত করা এবং সামগ্রিক ভাবে ভ্রমণকে আরামদায়ক করার লক্ষ্যে পুনর্বিকাশের কাজও পর্যালোচনা করেন।

হারানো ২৭টি মোবাইল উদ্ধার, মালিকদের হাতে ফেরিয়ে দিল পশ্চিম আগরতলা থানা

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) ঃ হারিয়ে যাওয়া ২৭টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে রাজধানীর পশ্চিম আগরতলা থানার উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মালিকদের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। রবিবার পশ্চিম আগরতলা থানায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক এই তথ্য জানান। পুলিশ সুপার জানান, অক্টোবর মাস থেকে চলতি ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিম আগরতলা থানার বিভিন্ন এলাকায় একাধিক ব্যক্তির মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগীরা থানায় জিডি এন্ট্রি করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে একটি বিশেষ তদন্ত টিম। এই টিম সেন্ট্রাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (সিইআইআর)-এর সহায়তায় ২২টি মোবাইল উদ্ধার করে। বাকি পাঁচটি মোবাইল অন্যান্য সূত্রের মাধ্যমে পাওয়া যায়। পরে রবিবার থানায় ডেকে মালিকদের হাতে উদ্ধারকৃত মোবাইলগুলি তুলে দেওয়া হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপার নমিত পাঠক জানান, সম্প্রতি রাজধানীতে মোবাইল হারানোর ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় বিশেষ নজরদারি চালানো হয়। পাশাপাশি তিনি সাইবার অপরাধ বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিশেষত এপিকে ফ্রড সম্পর্কে সতর্ক করে তিনি বলেন, হোয়াটসঅ্যাপে এপিকে ফাইল পাঠিয়ে প্রতারণার চেষ্টা চলছে। এতে ক্লিক করলেই সংশ্লিষ্ট মোবাইলের সমস্ত ডাটা তৃতীয় পক্ষের হাতে চলে যাচ্ছে। তিনি সাধারণ মানুষকে অচেনা এপিকে ইনস্টল না করার, ওটিপি কাউকে শেয়ার না করার এবং সংঃ দহজনক পরিস্থিতিতে সাইবার হেল্পলাইন বা নিকটবর্তী থানায় যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। এক প্রশ্নের উত্তরে পুলিশ সুপার জানান, উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলির ক্ষেত্রে ' বলে জিডি এন্ট্রি ছিল, চুরির অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। তাই কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তবে মোবাইল চুরির যেসব পৃথক অভিযোগ রয়েছে, সেগুলির তদন্ত চলছে।

সড়ক অবরোধ, পুলিশি তল্লাশির ধীরগতিতে ক্ষোভ ট্রাক চালকদের

চুাইবাড়ি (ত্রিপুরা), ৭ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ জাতীয় সড়কে ফের তীব্র যানজট। রবিবার সকাল থেকে উত্তর ত্রিপুরার চুড়াইবাড়ি চেকপোস্টে পুলিশি তল্লাশির ধীরগতির প্রতিবাদে ট্রাক চালকরা আবারও সড়ক অবরোধ শুরু করেন। এর জেরে কয়েকদিন ধরে আটকে থাকা যানবাহনের সারি আরও দীর্ঘ হয়। গত তিন দিনের মধ্যে এটি দ্বিতীয় বড় অবরোধ, যা ট্রাক চালকদের অসন্তোষ যে চরমে পৌঁছেছে, তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে। চালকদের অভিযোগ, চুড়াইবাড়িতে পুলিশি তল্লাশি এতটাই ধীর যে ছয় থেকে সাত দিন পর্যন্ত ট্রাক আটকে থাকে। এতে একদিকে যেমন পণ্য পরিবহনে সমস্যা তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির জন্য ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। চালকদের দাবি, দ্রুততার সঙ্গে গাড়ি চেকিং করার উদ্যোগ নিত্বতে হবে। প্রয়োজন হলে আধুনিক স্ক্যানার মেশিন বসিয়ে তল্লাশি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হোক। দীর্ঘদিন রাস্তার ধারে আটকে থাকতে হওয়ায় স্নানের জল, শৌচালয়-এসব ন্যূনতম সুবিধার অভাবে চালকদের দুর্ভোগ আরও বাড়ছে। পুলিশের দাবি, ত্রিপুরা থেকে বিভিন্ন রাজ্যে গাঁজা পাচার বেড়ে যাওয়ায়.পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি অত্যন্ত জরুরি। তবে সমস্যা হল-গাড়ি দ্রুত ছেড়ে দিলে পাচারকারীরা সুযোগ নেয়, আর প্রতিটি ট্রাক ম্যানুয়ালি পরীক্ষা করলে যানজট আরও বাড়ে। ফলে মালবাহী ও যাত্রীবাহী-উভয় ধরনের যানই বিপাকে পড়ছে। চোরাচালানের ঘটনায় সম্প্রতি জেলা পুলিশ সুপার সাতজন কর্মকর্তাকে বদলি করলেও পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। সীমিত জায়গার কারণে এক লাইনেই তল্লাশি চালাতে হওয়ায় ত্রিপুরা ও অসম সীমান্তজুড়ে যানজট অব্যাহত রয়েছে। চালকদের অভিযোগ, আধুনিক চেকপোস্টের ভিতরে থাকা তিনটি অব্যবহৃত শেড তল্লাশির কাজে ব্যবহার করা হলে দ্রুত গাড়ি পরীক্ষা করা সম্ভব হবে। এতে যানজটও কমবে এবং তাদের দুর্ভোগও অনেকটাই লাঘব হবে বলে তারা মনে করছেন। অবরোধ চলায় জাতীয় সড়কে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। দ্রুত সমাধান না হলে বৃহত্তর পরিবহন ব্যবস্থাই স্থবির হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

স্টার্টআপের নতুন ক্ষেত্র হয়ে উঠছে উত্তর প্রদেশ

লখনউ, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.)ঃ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশ স্টার্টআপ ইন্ডিযার নতুন ক্ষেত্র হযে.উঠছে। সরকারি নীতি ও দৃঢ় প্রচেষ্টায় রাজ্যে স্টার্টআপ সংস্কৃতি দ্রুত বিকশিত হয়েছে। বর্তমানে ১৮,৫৬৮টি সক্রিয় স্টার্টআপ সংস্থা রাজ্যে কাজ করছে, যার মধ্যে প্রায় ৮,০০০টি স্টার্টআপ সংস্থা মহিলা নেতৃত্বাধীন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, কারিগরি প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে, যা দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে নতুন চিন্তা ও উদ্ভাবন যোগ করছে। রাজ্যের আইটি ও ইলেকট্রনিক্স নীতি স্টার্টআপ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করেছে। নযড়া, গ্রেটার নযড়া, লখনউ, কানপুর ও গোরক্ষপুর এখন আইটি ও টেক স্টার্টআপের প্রধান কেন্দ্র। সরকার আইটি পার্ক উন্নয়নে মনোনিবেশ করছে, যার ফলে দেশ ও বিদেশের বড় সংস্থাগুলো উত্তর প্রদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী। স্টার্টআপ বিশেষজ্ঞ রজত শ্রীবাস্তব বলেন, যোগী সরকারের সুসংহত নীতি রাজ্যের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করছে এবং ভবিষ্যতে উত্তর প্রদেশ দেশের প্রধান স্টার্টআপ হাব হবে।

বিয়ে বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার লিক থেকে অগ্নিকাণ্ড, অগ্নিদগ্ধ ডেলিভারি কর্মী হাসপাতালে

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ রাজধানী আগরতলায় জয়নগর মিডেল রোডের পুকুরপাড় এলাকায় বিয়ে বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার লিক হয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হন শ্রীকৃষ্ণ পাল নামে এক গ্যাস ডেলিভারি কর্মী। বর্তমানে তিনি আগরতলায় জিবিপি হাসপাতালে চিকিসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার বাসিন্দা নারায়ণ দেবনাথের মেয়ের বিয়েকে কেন্দ্র করে রবিবার সকালে বাড়িতে রান্নার প্রস্তুতি চলছিল। রান্নার জন্য দু'টি গ্যাস সিলিন্ডার এনে দেন ডেলিভারি বয়

শ্রীকৃষ্ণ পাল। একটি সিলিন্ডারে চুল্লি লাগানোর পরই সংযোগ দিতে গিয়ে সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক হতে শুরু করে এবং মুহূর্তে আগুন ধরে যায়। আগুন আয়ত্তে আনতে ও চুল্লির সুইচ অফ করতে গিয়ে আগুনে হাত ও পায়ে গুরুতর দগ্ধ হন শ্রীকৃষ্ণ পাল। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতালে শ্রীকৃষ্ণ পাল জানান, সংশ্লিষ্ট চুল্লিতে ত্রুটি থাকার কারণেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ঘটনার জেরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও দমকল বিভাগ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Uttaran Services), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/US/HQ/86/25-26/158 (1st Call)
Name of work : **Repairing of damaged Uttaran IPS passages at 7 Lake Camp Bustee with other ancillary works in Ward No. 86 under Br.-VIII**; Estimated Amount : ₹ **4,38,016.08 (Incl. GST & LWC)**; Earnest Money : ₹ **8,800.00**; Period of completion : **120 Days**; Last date and time of submission of bid : **30.12.2025 upto 11 am**; Bid opening date and time for technical proposals : **02.01.2026 at 11.30 am**; The bid forms and other details are available on and from **08.12.2025 (5 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in**

The **Executive Engineer (WS) / CBPS, KMC** invites e-tender online percentage two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/WS/HPDCBPS/25-26/01
Name of the work : **Operation of pumping services at Haripada Dutta Lane Capsule BPS, Ward No. 94**; Estimated Cost : ₹ **4,61,408.00**; Earnest Money : ₹ **9,500.00**; Period of completion : **270 Days**; Start date of submission of bid : **13.12.2025 - 2 pm**; Last date of submission of bid : **05.01.2026 - 2 pm**; Tender will be opened on : **13.01.2026 - 2 pm**; The bid forms and other details are available on and from **13.12.2025 from 2 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
(1) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/616 (1st Call)
Name of work : **Repairing of damaged roads in Ward No. 48, 49 & 50 under Br.-V**; Estimate Amount : ₹ **4,97,763.67 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **240 Days**; Last date and time of submission of bid : **03.01.2026 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **18.12.2025 (12 Noon)**.
(2) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/688
Name of the work : **Repairing of damaged roads in Ward No. 124, 125, 126 under Br.-XVI**; Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : ₹ **4,93,468.26 (Excl. Contingency Amt.)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **180 Days**; Last date and time of submission of all bids : **05.01.2026 at 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **24.12.2025 at 12 Noon**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Executive Engineer (Tubewell), KMC** invites e-tender for the following works (Submission of Bid through **online**).
(1) NIeT No. : KMC/TW/NS-5/WD-110/01/25-26
Name of work : **Sinking of 05 Nos. small dia hand tubewell in Ward No. 110**; Estimate Amount : ₹ **1,99,128.68 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.
(2) NIeT No. : KMC/TW/NS-5/BR-XI/01/25-26
Name of work : **Sinking of 05 Nos. small dia hand tubewell in Br.-XI**; Estimate Amount : ₹ **1,99,128.68 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.
(3) NIeT No. : KMC/TW/NS-4/WD-111/01/25-26
Name of work : **Sinking of 04 Nos. small dia hand tubewell in Ward No. 111**; Estimate Amount : ₹ **1,59,303.78 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,200.00**; Time of Completion : **180 days (For Sl. No. 1 to 3)**; Last date and time of online submission of tender : **02.01.2026 at 5 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3)**; Please keep watching on the above website for all further Addendum / Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 to 3)**.
1629/25-26

এক বছরে ১০০ ছক্কা! ঘরোয়া ক্রিকেটে ব্যস্ত পাঞ্জাব দা পুত্তর অভিষেক

সংবাদসংস্থা, ৭ ডিসেম্বর ঃ বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি ব্যাটার। এবার আরও এক অনন্য নজির গড়লেন অভিষেক শর্মা। একমাত্র ভারতীয় ব্যাটার হিসাবে এক বছরে ১০০ ছক্কা হাঁকালেন এই তরুণ তুর্কি। এর আগে কোনও ভারতীয় ব্যাটার টি-২০তে ১০০ ছক্কা মারতে পারেননি। চলতি বছরে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন অভিষেক। এবার তাঁর মুকুটে জুড়ল নতুন পালক। বর্তমানে ঘরোয়া ক্রিকেটে ব্যস্ত পাঞ্জাব দা পুত্তর অভিষেক। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বাংলার বিরুদ্ধে ৩২ বলে সেঞ্চুরি করেন। মহম্মদ শামি, আকাশ দীপের মতো বোলারদের কার্যত দিশেহারা দেখিয়েছে অভিষেক ঝড়ের সামনে। শেষ পর্যন্ত ৫২ বলে ১৪৮ রান করে থামেন তিনি। ১৬টি ছক্কা মারেন ওই এক ইনিংসেই। শনিবার সার্ভিসেসের বিরুদ্ধেও ফের আছড়ে পড়ে অভিষেক নামক ' মাত্র ৩৪ বলে ৬২ রান করেন। সার্ভিসেস ম্যাচেই অনবদ্য নজির গড়েন অভিষেক। একমাত্র ভারতীয় ব্যাটার হিসাবে টি-২০ ক্রিকেটে একবছরে ১০০ ছক্কা মারার নজির এখন তাঁর দখলে। এখনও পর্যন্ত সবধরণের টি-২০ ক্রিকেট মিলিয়ে ১০১টি ছক্কা মেরেছেন অভিষেক। ২০২৫ সালের এখনও একাধিক ম্যাচ খেলবেন বিশ্বের সেরা টি-২০ ব্যাটার। সেখানে আরও ছক্কা হাঁকাবেন অভিষেক, সেকথা বলাই বাহুল্য। পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরে ১৪৯৯ রান এসেছে অভিষেকের ব্যাট থেকে। ৯টি হাফসেঞ্চুরি, ৩টি শতরান করেছে ভারতীয় ওপেনার। এখনও পর্যন্ত সৈয়দ মুস্তাক আলির তৃতীয় সর্বোচ্চ রান স্কোরার অভিষেক। উল্লেখ্য, চলতি বছরেই আরও এক নজির গড়েছিলেন অভিষেক। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সবচেয়ে কম বল খেলে দ্রুততম ৫০টি ছক্কা মারেন তিনি। মাত্র ৩৩১ বলে এই অত্যাশ্চর্য মাইলফলক স্পর্শ করেন। বছরের শেষে আরও এক নজির গড়লেন পাঞ্জাব দা পুত্তর।

ফর্মে ফিরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিংহচলম মন্দিরে গেলেন বিরাট কোহলি

সংবাদসংস্থা, ৭ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে অসাধারণ পারফরম্যান্সের পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে সিংহচলম মন্দিরে যান। গত তিনটি ওয়ানডেতে বিরাটের রান ছিল ৩০২, গড় ছিল ১৫০, এবং তার দল টিম ইন্ডিয়া সিরিজ জয় পেয়েছিল। এর পরেই ফর্মে ফিরে এই ঈশ্বরের মন্দিরে পূজা দিতে যান কোহলি, সঙ্গে ছিলেন সতীর্থ ওয়াশিংটন সু ন্দর। বিশাখাপত্তনম শহরের প্রায় ১০ মাইল দূরে অবস্থিত এই সিংহচলম মন্দির একাদশ শতাব্দীতে ওড়িশার গজপতি

শাসকদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এটি ভগবান বিষ্ণুর অবতার নৃসিংহের রূপে দেবতাকে স্থাপন করার জন্য তৈরি হয়েছিল। মন্দির কর্তৃপক্ষ তাদের স্বাগত জানায় এবং বিরাট ও ওয়াশিংটনকে পূজা ও দর্শনের ব্যবস্থা করে দেন। কোহলি ও ওয়াশিংটনের জন্য বিশেষ প্রতিকৃতি উপহারও দেওয়া হয়। মন্দিরে প্রবেশ করার সময় বিরাট গেরুয়া নামাবলি পরিহিত ছিলেন এবং তাঁদের ঘিরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল আঁটসাঁট। এই মনি্রে দর্শন দেওয়ার পর, বিরাট কোহলি তার ফর্মে ফিরে আসার জন্য ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই ভ্রমণ করেছিলেন। বিরাট কোহলির সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ক্রিকেট মহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। চলতি বছর মাত্র ১৩ ইনিংসে ৬৫ গড়ে ৬৫১ রান করেছেন তিনি, যা একই ক্যালেন্ডার বছরে সর্বাধিক রান করার নজির। রোহিত শর্মার রেকর্ড ভেঙে, এই বছর কোহলি দুই নম্বরে আছেন সর্বাধিক রান সংগ্রহকারীর তালিকায়। কোহলির ফর্মে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে, নেটিজেনরা তার এই ধর্মীয় প্রতীকী ভূমিকা নিয়ে উচ্ছ্বসিত। একজন লিখেছেন, একটা সময় পর প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরই জীবনের চালিকাশক্তি। সবাই যখন নিজের কাজের মধ্যে থাকে, তখন তারা সর্বোচ্চ ফলাফল দিতে পারে। বাইরের লোকেদের মতামত নেয়ার কিছু নেই। আমাদের দলের সবারই নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে, আর সেটাই তাদের পালন করতে হবে। এদিকে, ওয়ানডে সিরিজ জয়ের পর ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে গম্ভীরের অবস্থান শক্ত হয়েছে। তার সমালোচকদের প্রতি তার বার্তা ছিল একরকমের চ্যালেঞ্জ। দলের প্রতি তার বিশ্বাস এবং কোচিং পদ্ধতির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এই জয়কে আরও বিশেষ করে তুলেছে।

শতরানের আগেই শচীনের রেকর্ড ভাঙলেন বিরাট কোহলি, জাক কালিস-সন জয়সূর্যকেও টপকাল কিং

সংবাদসংস্থা, ৭ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে বিরাট কোহলির পারফরম্যান্স ছিল নিখুঁত, যা কেবল ফ্যানদেরই নয়, ক্রিকেট বিশ্লেষকদেরও বিস্মিত করেছে। পরপর দুই ম্যাচে সেঞ্চুরি করা, তৃতী ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি হাঁকা এবং অপরাজিত থাকা-এমন পারফরম্যান্সের পর বিরাটকে প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ নির্বাচিত করা একেবারেই স্বাভাবিক ঘটনা। তাঁর এই অসাধারণ খেলার ধারা শুধু সিরিজেই নয়, বরং পুরুষদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের রেকর্ড তালিকাতেও স্থান করে নিয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বিরাট কোহলি শচীন তেণ্ডুলকরের অনবদ্য রেকর্ড ভাঙেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে, কোহলি মোট ১৯টি সিরিজে সেরা হয়েছিলেন। তার মধ্যে ১০টি সিরিজ ছিল ওয়ানডে। শনিবার বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত সিরিজে ২০তম বার সিরিজ সেরা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট শচীনের ১৯টি সিরিজ সেরা হওয়ার রেকর্ডকে অতিক্রম করেছেন। এটি পুরুষদের ক্রিকেটে এক অভূতপূর্ব ঘটনা, যেখানে এমন সংখ্যক সিরিজ সেরা হওয়া কোন ক্রিকেটারের আগে দেখা যায়নি। শচীনের পরের তালিকায় আছে শাকিব আল হাসান (১৭ সিরিজ), জাক কালিস (১৪ সিরিজ), সন জয়সূর্য এবং ডেভিড ওয়ার্নার (১৩ সিরিজ)। বিরাটের এই রেকর্ড ভাঙা মানে শুধুই ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়, ভারতীয় ক্রিকেটের জন্যও বড় গৌরবের মুহূর্ত। কিং কোহলি যে পরিসরে খেলছেন, তা প্রমাণ করে যে তিনি এখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের

অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। বিরাটের চলতি বছরের ফর্মও ছিল নজরকাড়া। ১৩ ইনিংসে ৬৫ গড়ে ৬৫১ রান করেছেন তিনি, যা একই ক্যালেন্ডার বছরে সর্বাধিক রান হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়াও, ১৪ ইনিংসে ৬৫০ রান করে রোহিত শর্মার রেকর্ডও ভেঙেছেন কোহলি। এই অসাধারণ রানের ধারাবাহিকতা তাঁকে রান মেশিন হিসেবে পরিচিত করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সিডনিতে তিনি ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সেই ফর্ম পুরোপুরি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে পরপর সেঞ্চুরি হাঁকার মাধ্যমে বিরাট তাঁর অসাধারণ ব্যাটিং ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। তৃতীয় ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি হাঁকা এবং অপরাজিত থাকার ফলে সিরিজের নির্ধারিত ম্যাচগুলিতে তিনি দলের জন্য স্থায়ী অবদান রেখেছেন। এই পারফরম্যান্সই তাঁকে প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে শীর্ষে রাখে। বিরাটের এই রেকর্ড ভাঙা কেবল শচীনের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা নয়, বরং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বর্তমান সময়ে ভারতীয় ক্রিকেটের উজ্জ্বল দিকের প্রতিফলন। ভারতীয় দলের অন্যান্য তারকাদের সঙ্গেও তিনি অসাধারণ সমন্বয় গড়ে তুলেছেন। কোহলির ধারাবাহিকতা এবং নির্ভুল খেলার কৌশল ভারতীয় দলের তরুণ ক্রিকেটারদের জন্যও অনুপ্রেরণার উৎস। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে বিরাটের পারফরম্যান্স কেবল ব্যক্তিগত গৌরব নয়, এটি পুরো ভারতীয় দলের জন্যও বড় শক্তি। তাঁর এই পারফরম্যান্স ভারতের ওয়ানডে ক্রিকেটকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। মাঠে তাঁর নেতৃত্ব এবং ব্যাটিং ধারাবাহিকতা প্রতিটি ম্যাচকে উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে। এই সিরিজ শেষে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বিরাট কোহলি শুধুমাত্র রানের জন্যই নয়, নেতৃত্ব এবং দলের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে ও অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার সঙ্গে, এই রেকর্ড ভাঙা তাঁর ক্যারিয়ারের এক বড় দিক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। জাক কালিস, সন জয়সূর্যর মতো কিংবদন্তিদেরও টপকানো বিরাটের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে স্থানকে আরও দৃঢ় করেছে। সংক্ষেপে, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে বিরাট কোহলির পারফরম্যান্স ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। শচীনের রেকর্ড ভাঙা, ব্যক্তিগত এবং দলগত অবদান, এবং ধারাবাহিক রান-সবকিছু মিলিয়ে কোহলি এই মুহূর্তে একেবারেই অনবদ্য। ক্রিকেটপ্রেমীরা আজ শুধু বিরাটের রান হিসাবেই নয়, তাঁর প্রতিটি খেলার মুহূর্তকেও উদযাপন করছেন।

মেসির এমএলএস কাপ জয়, এই মুহূর্তটার জন্য এতদিন অপেক্ষা করছিলাম

সংবাদসংস্থা, ৭ ডিসেম্বর ঃ ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর এই প্রথমবার এমএলএস কাপ জয় পেলেন লিওনেল মেসি। ২০২৫ সালের শেষের দিকে মেসির দল ইতিহাস তৈরি করল, যখন তারা এমএলএস কাপ জিতে নিল। এই বছর পাঁচটি শিরোপা জেতার জন্য লড়াই করলেও, মায়ামি দুটি শিরোপা হাতে তুলে নিয়েছে। মেসির নেতৃত্বে ইন্টার মায়ামি ফাইনালে ভ্যাঙ্কুভার ওয়াইটক্যাপসকে ৩-১ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে। মেসি যদিও এই ম্যাচে গোল করতে পারেননি, তবে তার উপস্থিতি এবং অবদান ছিল অপরিসীম। তিনটি গোলের নেপথ্যে ছিলেন তিনি। মায়ামির প্রথম গোলটি আসে বিপক্ষের আত্মঘাতী গোল থেকে, পরবর্তীতে মেসি তার অসাধারণ দক্ষতায় দলকে এগিয়ে নিয়ে যান। ৬০ মিনিটে ভ্যাঙ্কুভার সমতায় ফেরার পর, মায়ামি ৭১ মিনিটে রদ্রিগো ডি পলের মাধ্যমে ২-১ গোলে এগিয়ে যায়। পরে, সংযুক্ত সময়ে মেসির দুর্দান্ত লব থেকে তাডেও আলেন্ডে গোল করে ট্রফির জয় নিশ্চিত করেন। এই কাপটি মেসির কাছে বিশেষ। ২০২৩ সালে মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর প্রথম দুই মরশুমে ফাইনালে পৌঁছতে না পারায়, তার কাছে এই ট্রফি ছিল অধরা। শেষমেশ, ২০২৫ সালে সেই স্বপ্ন পূরণ হল। ম্যাচ শেষে মেসি বলেন, গতবার ছিটকে যাওয়ার পর এ বার এমএলএস জেতাটা আমাদের কাছে মূল লক্ষ্য ছিল। পুরো মরশুমে দল অসাধারণ পারফর্ম করেছে। এই মুহূর্তটার জন্য এতদিন অপেক্ষা করছিলাম। এই মরশুমে মেসি ব্যক্তিগতভাবে ২৯টি গোল এবং ১৯টি অ্যাসিস্ট করেছেন। প্লে-অফে তার অবদান ১৫টি গোল, যা এমএলএস-এর ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এছাড়াও, দল হিসেবে ইন্টার মায়ামি অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছে, এবং মেসির নেতৃত্বে তারা গত কয়েকটি ম্যাচে একে অপরকে সমর্থন করে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেছে। ম্যাচ শেষে, কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো মাঠে ঢুকে ঘাসে চুমু খেয়ে দলের প্রতি তার শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

গম্ভীরের বিপক্ষে সমালোচনায় অটল অবস্থান, ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে জোরাল প্রতিক্রিয়া

সংবাদসংস্থা, ৭ ডিসেম্বর ঃওয়ানডে সিরিজ জয়ের পর ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর তার দলের ব্যাটিং অর্ডার এবং খেলোয়াড়দের ওপর সমালোচনাকে একেবারে অগ্রাহ্য করে দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে তরুণদের সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি ব্যাটিং অর্ডারের মধ্যে পরীক্ষানিরীক্ষা নিয়ে সমালোচনা চলছে। বিশেষত, ওয়াশিংটন সু ঃদরসহ বেশ কিছু ক্রিকেটার বিভিন্ন পজিশনে ব্যাট করতে গিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন। তবে গম্ভীর এই সমালোচনাগুলির কোনো গুরুত্ব না দিয়ে স্পষ্ট বলছেন, তিনি কোনও নির্দিষ্ট ব্যাটিং অর্ডারের ধার ধারে না। তার মতে, শুধু ওপেনিং জুটির ক্ষেত্রে ব্যাটিং অর্ডারের গুরুত্ব রয়েছে, বাকিরা যে কোনও স্থানে ব্যাটিং করতে পারেন। গম্ভীর বলেন, আমার কাছে, ওয়ানডে ফরম্যাটের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট খেলার ধরন থাকা দরকার এবং সেটাই বজায় রাখা উচিত। তবে নির্দিষ্ট ব্যাটিং অর্ডার আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। একমাত্র ওপেনিং জুটি ছাড়া, এসবের কোনও প্রয়োজন নেই। তবে গম্ভীর জানিয়ে দিয়েছেন, টেস্ট ক্রিকেটের ক্ষেত্রে একটি সঠিক ব্যাটিং অর্ডারের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু ওয়ানডে বা টি-টোয়েন্টির মতো ফরম্যাটে সেটি একেবারেই অপ্রয়োজনীয় বলে তার মত। টেস্টে হয়তো নির্দিষ্ট ব্যাটিং অর্ডারের প্রয়োজন হতে পারে, তবে এটা নিয়ে অহেতুক বেশি আলোচনা করা ঠিক নয়, যোগ করেছেন তিনি। গম্ভীরের এই মন্তব্যের পর, দল পরিচালনার পদ্ধতি নিয়ে আরও সমালোচনা হয়েছে, বিশেষত ওয়াশিংটন সু ঃদরকে নিয়ে। টিম ইন্ডিয়ায় তার ব্যাটিং অর্ডারে একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। কখনও তাকে তিন নম্বরে পাঠানো হয়েছে, কখনও আটে। আবার কখনও চার কিংবা ছয়ে নামানো হয়েছে। কিন্তু গম্ভীর এ ব্যাপারে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। আমরা এমন একজন ক্রিকেটারের কথা বলছি, যার কাছে রয়েছে আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি এবং

হাফ সেঞ্চুরির অভিজ্ঞতা। তিনি কোনো পজিশনে খেলুক, তার জন্য সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি সঠিকভাবে খেলেছেন এবং ভবিষ্যতেও ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন। এছাড়া, গম্ভীর আরও জানান যে দলের ব্যালান্সের ওপরও তাদের লক্ষ্য থাকে। এবং সেজন্য মাঝে মাঝে ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তন আনা হয়। ওয়াশিংটন সুন্দর যেমন অনেকবার ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তিত হয়েছেন, তেমনই দলের অন্যান্য ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গম্ভীর বলেন, ওয়াশিংটন সুন্দর ৩ নম্বরেও দারুণ খেলেছে, ৫ নম্বরে বা ৮ নম্বরেও সফল হয়েছে। তিনি যে কোনও জায়গায় ব্যাটিং করলেও তার ক্রিকেটীয় দক্ষতা সমান থাকবে। আমরা তাকে কোন পজিশনে পাঠাবো, তাতে তাঁর সাফল্যে কোনো প্রভাব পড়বে না। গম্ভীরের এই মন্তব্যের পর, সমালোচনাকারীরা আরও প্রশ্ন তুলেছেন, তবে কি ভারতীয় দলের কোচ যেকোনো অবস্থানে খেলোয়া।দের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন? কিন্তু গম্ভীর তার কড়া বক্তব্যে বলেছেন, অবশ্যই, আমরা ক্রিকেটারদের বিভিন্ন পজিশনে পরীক্ষা করব, তবে এর অর্থ এই নয় যে, তারা অকারণভাবে ব্যর্থ হবে। তার পরিবর্তে, যেভাবে তারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সফলভাবে খেলে, সেটাই প্রমাণিত হয়। এছাড়া, গম্ভীর আরও বলেছেন যে তিনি বাইরের কারো সমালোচনা বা পরামর্শ শুনতে আগ্রহী নন। তার মতে, সবাই যখন নিজের কাজের মধ্যে থাকে, তখন তারা সর্বোচ্চ ফলাফল দিতে পারে। বাইরের লোকেদের মতামত নেয়ার কিছু নেই। আমাদের দলের সবারই নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে, আর সেটাই তাদের পালন করতে হবে। এদিকে, ওয়ানডে সিরিজ জয়ের পর ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে গম্ভীরের অবস্থান শক্ত হয়েছে। তার সমালোচকদের প্রতি তার বার্তা ছিল একরকমের চ্যালেঞ্জ। দলের প্রতি তার বিশ্বাস এবং কোচিং পদ্ধতির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এই জয়কে আরও বিশেষ করে তুলেছে।

পারথের পর ব্রিসবেনেও কুপোকাত ইংল্যান্ড, অ্যাশেজ জয়ের খুব কাছে অস্ট্রেলিয়া

সংবাদসংস্থা, ৭ ডিসেম্বর ঃ অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টেও দাপট দেখিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ব্রিসবেনের গোলাপি বলের টেস্টে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল স্টিভ স্মিথের দল। পার্থ টেস্টের মতোই ব্রিসবেনে অজি বোলারদের দাপট ইংলিশ ব্যাটসম্যানদের নাড়া দিয়েছে। ইংল্যান্ডের আশা ছিল, বেন স্টোকস এবং উইল জ্যাকসের জুটি দ্বিতীয় ইনিংসে দলকে জিতিয়ে দিতে পারে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বোলিং ও মাঠিং সেই আশা ভেঙে দিয়েছে। ব্রিসবেনে টেস্টের প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ৫১১ রানের বিশাল স্কোর গড়ে। ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ৩৩৪ রানে অলআউট হয়। ১৭৭ রানের পিছিয়ে.থাকা অবস্থায়.ইংল্যান্ড দ্বিতীয়. ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে ৬ উইকেটে ১৩৪ রান তুলেছে। অর্থাৎ চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার জন্য জয়ের সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত উচ্চ। রবিবারের দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতে স্টোকস ও জ্যাকস ধীর গতিতে এগোচ্ছিলেন। তারা ৯২ বল খেলে ৪১ রান করেন এবং ৯৬ রানের জুটি গড়ে ইংল্যান্ডকে কিছুটা টিকে থাকার সুযোগ দেন। তবে মাইকেল নেসের দাপট দেখার মতো ছিল। মাত্র দুই ওভারে নেসের স্টোকসকেও আউট করেন, এরপর অ্যাটকিনসন এবং ব্রাইডন কার্স দ্রুত উইকেট তুলে নেন। শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ইনিংস ২৪১ রানে শেষ হয়। মাইকেল নেসের এই ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও স্টার্ক ও বোল্যান্ড দু'টি করে উইকেট নিয়ে দলের জয়ের পথ সুগম করেন। ব্রেন্ডন ডগেটও একটি উইকেট নিয়ে দলের জয়ের দিকে অবদান রাখেন। ২৪১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা ঝড়ের গতিতে রান তুলতে শুরু করেন। ট্রাভিস হেডের ঝড়ো ব্যাটিং অস্ট্রেলিয়ার জয় নিশ্চিত করে। হেড ২২ রান করে আউট হন অ্যাটকিনসনের বলে। এরপর অ্যাটকিনসন লাবুশানেকেও মাত্র ৩ রানে ফেরান। এরপর জেক ওয়েদারল্ড ১৭ এবং স্টিভ স্মিথ ২৩ রান করে অস্ট্রেলিয়াকে সহজে জয়ের পথে নিয়ে যান। মোটের উপর, মাত্র ৬৫ রানের লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়া সহজে পূরণ করে। এই জয় কেবল টেস্টে নয়, পুরো অ্যাশেজ সিরিজের দিকেও প্রভাব ফেলেছে। পার্থে প্রথম টেস্ট জেতার পর ব্রিসবেনেও জয়ের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ তৃতীয় টেস্ট জিতলেই এই মরশুমের অ্যাশেজ নিশ্চিত হবে স্টিভ স্মিথের দলের জন্য। অ্যাশেজের প্রথম দুই ম্যাচে অস্ট্রেলিযার ধারাবাহিকতা এবং ইংল্যান্ডের বিপর্যয় বিশেষভাবে চোখে পড়েছে। পার্থ এবং ব্রিসবেনের পারফরম্যান্স দেখায়, অস্ট্রেলিযার ব্যাটিং ও বোলিং একসাথে কতটা কার্যকর। স্টিভ স্মিথের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার দল চূড়ান্ত ধারায় আছে। ব্রিসবেনের ম্যাচে স্টোকস এবং জ্যাকসের ব্যাটিং চেষ্টা ছিল নজরকাড়া, তবে তাদের পরিশ্রম অকেজো গিয়েছে। ইংল্যান্ডের দুই প্রধান ব্যাটসম্যান প্রথম দুই ঘণ্টা কোনও উইকেট হারায়নি, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বোলিং ক্রমে তাদের ধীরে ধীরে আউট করেছে। নেসেরের দাপট, অ্যাটকিনসন ও ব্রাইডন কার্সের কার্যকর বোলিং ইংল্যান্ডকে ম্যাচে টিকে থাকার সুযোগই দেয়নি। ব্রিসবেনের গোলাপি বলের টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার জয় কেবল দলগত নয়, ব্যক্তিগত দিক থেকেও স্মরণীয়। স্টিভ স্মিথ, মাইকেল নেসের, ট্রাভিস হেড এবং জেক ওয়েদারল্ডের পারফরম্যান্স দেখায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে শক্তিশালী ব্যাটিং ও বোলিং সংমিশ্রণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই জয়ের ফলে তৃতীয় টেস্টের আগে অস্ট্রেলিয়ার আত্মবিশ্বাস খুবই উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

২০২৬ বিশ্বকাপে মেসি, সিঅর৭-এর মুখোমুখি ম্যাচ, ১৭ জুন থেকে শুরু হতে চলেছে উত্তেজনা

সংবাদসংস্থা, ৭ ডিসেম্বর ঃ ২০২৬ বিশ্বকাপের গ্রুপ ড্র অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই চর্চা শুরু হযেছে প্রতিটি গ্রুপ নিয়ে। এই বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে ফ্রান্স, নরওয়ে এবং সেনেগালের গ্রুপ আই নিয়ে, যেখানে সেনেগালকে নিয়ে তৈরি হয়েছে বিশেষ আগ্রহ। গ্রুপের চতুর্থ দলটি প্লে-অফের মাধ্যমে আসবে, আর সেনেগালের দলটি বেশ শক্তিশালী। গ্রুপ আইতে খেলতে থাকা সেনেগালের বেশিরভাগ ফুটবলারই ইউরোপের শীর্ষ লিগে খেলে থাকেন। তার মধ্যে রয়েছেন ক্রিস্টাল প্যালেসের ইসমাইলা সার, টটেনহ্যামের পাপে মাতার, পিএসজির ইব্রাহিম এমবায়ে, বায়ার্ন মিউনিখের নিকোলাস জ্যাকসন, এবং আল নাসেরের সাদিও মানে। নরওয়ের দলের কথা বলতে গেলে, তাদের সঙ্গে আছেন বিশ্ববিখ্যাত স্ট্রাইকার আর্লিং হাল্যান্ড, এবং মার্টিন ওডেগার্ডের মতো তারকা ফুটবলাররা। তাদের শক্তি নিয়ে সন্দেহ নেই। গ্রুপ আইতে এই দুটি দল ও শক্তিশালী ফুটবল শক্তি গঠন করেছে, এবং বিশ্বকাপে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি হবে। এদিকে, ফ্রান্সের গ্রুপটা আরোও বেশি তারকাখচিত। কিলিয়ান এমবাপে,

মাইকেল ওলিসে, জুল কুদে, উগো একিতিকে, এনগোলো কান্তে, ইব্রাহিমা কোনাতে-এমন সব খেলোয়া।দের নিয়ে গড়া দল যে কোন প্রতিপক্ষের জন্যই কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দলগুলিকে নিজেদের সেরা পারফরম্যান্স দিয়ে মাঠে নামতে হবে। গ্রুপ সিতে ব্রাজিলের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে, কারণ সেখানে হাইতি যেমন তুলনামূলক দুর্বল, তেমনি মরক্কো এবং স্কটল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দলও রয়েছে। ব্রাজিলের জন্য গ্রুপ সি মোটেও সহজ হবে না, কারণ তাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য জয়ী হতে হবে শক্তিশালী প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে।আরেকটি আকর্ষণীয় গ্রুপ হচ্ছে গ্রুপ জে, যেখানে আর্জেন্টিনা খেলবে আলজিরিয়া, অস্ট্রিয়া এবং জর্ডনের সঙ্গে। আর্জেন্টিনার জন্য এটি তুলনামূলক সহজ গ্রুপ হলেও, একটাও পয়েন্ট হারানো হলে বিপদ হতে পারে। তাদের সেরা খেলোয়া। মেসির নেতৃত্বে আর্জেনিন্টনার সাফল্য পুরোপুরি নির্ভর করবে দলের ঐক্যবদ্ধ পারফরম্যান্সের উপর। পর্তুগালের গ্রুপ কে-তে রয়েছে উজবেকিস্তান, কলম্বিয়া এবং একটি প্লে-অফ দল, যা মেসি ও রোনাল্ডোর জন্য আরও একটি জমজমাট প্রতিযোগিতা হয়ে উঠবে। তবে, এবারের বিশ্বকাপের এক আকর্ষণীয় গ্রুপ হিসেবে তৈরি হয়েছে গ্রুপ এল, যেখানে ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, পানামা ও ঘানা একে অপরের মুখোমুখি হবে। বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের প্রথম ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে। ম্যাচটি শুরু হতে চলেছে ১৭ জুন, এবং এখানে মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো (সির৭) উভয়েরই পারফরম্যান্স নিয়ে অনেক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এই ম্যাচের মধ্য দিয়েই মেসি এবং রোনাল্ডোর দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব আবারো মাঠে ফিরে আসবে। ২০২৬ বিশ্বকাপে এই শিরোনামে একাধিক আলোচিত ম্যাচ, বিশেষ করে লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো যেন ফুটবলপ্রেমীদের জন্য রোমাঞ্চকর মুহূর্ত অপেক্ষা করে রয়েছে।২০২৬ বিশ্বকাপে উত্তেজনাপূর্ণ গ্রুপ ড্রয়ের পর, ফুটবলপ্রেমীরা অপেক্ষা করছে মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মুখোমুখি হওয়ার জন্য। ১৭ জুন, ইংল্যান্ডের প্রথম ম্যাচ হবে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে, যেখানে মেসি ও রোনালদোর দাপট আরও উজ্জ্বল হবে। গ্রুপ আইতে ফ্রান্স, নরওয়ে, সেনেগালের মতো শক্তিশালী দল রয়েছে, এবং গ্রুপ জে-তে আর্জেন্টিনা খেলবে আলজিরিয়া, অস্ট্রিয়া, ও জর্ডনের বিরুদ্ধে। প্রতিটি ম্যাচই হবে বিশ্বকাপ ইতিহাসের সেরা ম্যাচের মধ্যে অন্যতম, যেখানে মেসি ও রোনাল্ডোর মতো তারকারা মাঠে থাকবেন।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com